# কুরআন ও হাদীসের আলোকে

## মানব বংশ গতিধারা (জ্বিন তত্ত্ব)

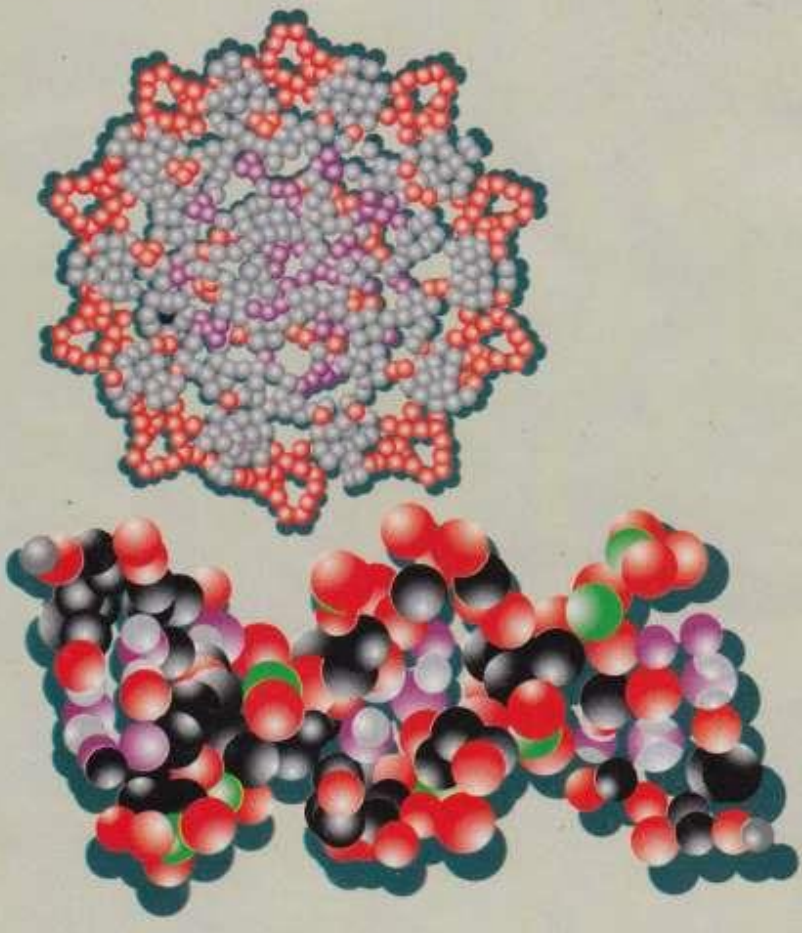

প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক
ডাঃ সারওয়াত জাবীন

www.amarboi.org

# কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানব বংশ গতিধারা (জ্বিন তত্ত্ব)

(Genetic in the light of the Holy Quran and The Hadith)


**প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক**

এবং

**ডাঃ সারওয়াত জাবীন**

এমবিবিএস (বিএমসি, ঢাকা), এফএমডি (ইউএসটিসি)
এফসিজিপি (ঢাকা), এমপিএইচ (আরসিএইস)
নিপসম, এসপিএইচ (এপিডেমিওলজী) (ইউএসএ)



**আধুনিক প্রকাশনী**

**ঢাকা**



www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৮৫

১ম প্রকাশ

| | |
|---|---|
| জিলকদ | ১৪২৮ |
| অগ্রহায়ণ | ১৪১৪ |
| ডিসেম্বর | ২০০৭ |

বিনিময় মূল্য ঃ ১৩০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

---

QURAN O HADITHER ALOKE MANOB BANGSHA GOTIDHARA by Prof. Md. Abdul Hoque and Dr. Sarwat Jabeen. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 130.00 Only.

www.amarboi.org

www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

# ভূমিকা

আমাদের প্রথম পুস্তকটি "কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ" আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা এর মাধ্যমে প্রকাশিত হবার পর লেখার উৎসাহ পেয়ে পুনরায় কুরআন হাদীসের আলোকে পুস্তক লেখার জন্য ব্রত হই এবং কিছুকালের মধ্যেই "কুরআন ও হাদীসের আলোকে সৃষ্টি ও আবিষ্কার" পুস্তকখানি লিখে আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-কে দিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রয়াত জেনারেল সেক্রেটারী জনাব আবদুল গাফ্‌ফার সাহেব এবং প্রকাশনা ম্যানেজার জনাব আনোয়ার হুসাইন সাহেব এটাকে চমৎকার পুস্তক হিসাবে আখ্যায়িত করেন এবং বোর্ড অব এডিটরস-এর নিকট পাঠান। বর্তমানে উক্ত বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

ঐ পুস্তকটি আধুনিক প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর পুনরায় কুরআন ও হাদীসের আলোকে আরও কিছু লেখার চিন্তা করি এবং উর্বর মস্তিষ্ক সত্যের সন্ধানে উপনীত হলে, আমরা "কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানব বংশ গতিধারা (জ্বিন তত্ত্ব)" Genetic in the light of the Holy Quran and The Hadith লেখা আরম্ভ করি এবং প্রকাশনা ম্যানেজার জনাব আনোয়ার হুসাইন ও তার সহকর্মীদের ঐকান্তিক উৎসাহ, প্রেরণা, উদ্দীপনা ও সহযোগিতায় এ লেখাও শেষ করতে সক্ষম হই, আলহামদুলিল্লাহ।

মাঝে মাঝে লেখার সময় এ বিষয়বস্তু নিয়ে আমাদের আপনজন ড. মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দীন প্রাক্তন পরিচালক বিসিএসআইআর এবং তার পুত্র ড. তানভীর মুসলেম, এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রফেসর সুরাইয়া জেবুননেসা (অবঃ) ইউনিভারসিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজ, ঢাকা। এদের সাথে আলোচনা করি। তাদের সহযোগিতা ও উপদেশ আমাদের লেখার অনেক পাথেয় পাওয়া গেছে সে জন্য তাদের কাছে ঋণী।

আধুনিক প্রকাশনীর বর্তমান জেনারেল সেক্রেটারী মাওলানা এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার সাহেব লেখকদের উৎসাহ প্রদান করতে কোনো কসুর করেন না। তিনিও আমাকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে

www.amarboi.org

তত্ত্বভিত্তিক লেখা যা বর্তমান সমাজকে নাড়া দিতে পারে এবং কুরআন ও হাদীসের মধ্যে যে সবকিছুর সমাধান বিদ্যমান তা সুন্দর ও পরিচ্ছন্নভাবে মুসলিম সমাজের কাছে তুলে ধরতে আহ্বান জানান। আমাদের লিখিত "কুরআন ও হাদীসের আলোকে সৃষ্টি ও আবিষ্কার" পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পড়ে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

যাক, তথাকথিত মানুষ যারা নিজেদেরকে খুব জ্ঞানী মনে করেন এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে অস্বীকার করেন তাদের ধারণা যে, সার্বভৌম মিথ্যা—তা এ পুস্তকের মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। তথাকথিত চিন্তাশীল বিজ্ঞানীগণ যারা আজও ডারউইন-এর বিবর্তন মতবাদকে স্বীকার করে ও প্রাধান্য দেয় তাদের মতো মূর্খ আর কে আছে তাও এ পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝

"আমিতো মানুষ (আদম)-কে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে। অতপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে (অর্থাৎ মায়ের গর্ভাশয়ে) পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে, অতপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ড এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপাঞ্জরে, অতপর অস্থি পাঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা, অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব বড়ই বরকত সম্পন্ন হচ্ছেন আল্লাহ যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।"–সূরা মু'মিনূন ঃ ১২-১৪

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ط يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝

www.amarboi.org

"তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। অতপর তিনি তা থেকে তার সংগিনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের গৃহপালিত পশুর মধ্য হতে আটটি স্ত্রী-পুরুষ বানিয়েছেন। তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভে ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলছো।"–সূরা আয যুমার ঃ ৬

পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমিকভাবে সৃষ্টি ঃ

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۙ مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ۙ

"আল্লাহ তা'আলা স্ত্রী ও পুরুষকে এক শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন যখন নিক্ষিপ্ত হয়।"–সূরা আন নাজম ঃ ৪৫-৪৬

অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর মিলনে স্খলিত শুক্রবিন্দু থেকে মানুষের বংশ বৃদ্ধি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝

"অতপর তার বংশধর এমন এক বস্তু থেকে উৎপন্ন করেন যা নিকৃষ্ট পানির মতোই তরল পদার্থ।"–সূরা সাজদা ঃ ৮

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ۙ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ؕ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِ يَ الْمَوْتٰى ؕ

"সে কি নিকৃষ্টতম পানির স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিলো না, অতপর সে মাংশপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নয় ?"–সূরা কিয়ামাহ ৩৭-৪০

وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

"তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করে পৃথিবীতে তোমাদের বংশ বিস্তার করছেন এবং তোমাদের ও সবাইকে তাঁরই নিকট একদিন একত্রিত করা হবে।"–সূরা মু'মিনূন ঃ ৭৯

خَلَقَ الْاِنْسَانَ

www.amarboi.org

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ।"–সূরা আর রহমান ঃ ৩

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

"রাসূল স. বলেছেন, তোমাদের সবাই (তোমরা) আদমের সন্তান। আদম হচ্ছে মাটির সৃষ্টি। যারা তাদের পিতৃ পুরুষ নিয়ে গর্বিত তাদের সংযত হওয়া উচিত। নচেত আল্লাহর কাছে তারা গোবরের পোকার চেয়েও নিকৃষ্টতর হয়ে যাবে।"–বায্যার

সেখানে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, তিনি আদমকে (মানুষকে) মৃত্তিকার উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সংগীনি যুগল নর ও নারী। সেখানে তথাকথিত ডারউইন থিওরী বোকা ও মূর্খদের চিন্তা ও ধারণা মাত্র। কারণ ডারউইনও তো আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ। সেও নর-নারীর মিলনের ফসল মাত্র। যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে অস্বীকার করে তাদের চেয়ে আর কে নিকৃষ্টতর জীব হতে পারে, তারা গোবরের পোকার চেয়েও নিকৃষ্টতর। আল্লাহ তাই বলেন ঃ

وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ۝

"এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না এবং ভয় করো তাকে, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়ে গেছে তাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন।"–সূরা আশ শুয়ারা ঃ ১৮৪

وَرَبُّكَ الْغَنِىُّ ذُو الرَّحْمَةِ ط اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۝

"তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, অনুগ্রহ তাঁর নীতি, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অপসারিত করতে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমন তিনি তোমাদের অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৩৩

وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ج وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لا ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ۝

"আল্লাহ তা'আলা অভাবমুক্ত, তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা বিমুখ হও, তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারা তোমাদের মত হবে না।"–সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩৮

www.amarboi.org

এখানে আদম (মানুষ) আল্লাহর সৃষ্টি এবং আদম থেকে পরবর্তী সম্প্রদায় ও বংশধরদের যে সৃষ্টি এবং সৃষ্টি লগ্ন থেকে এ অবস্থা চলে আসছে তারই সত্যতা ও স্পষ্টভাবে কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে।

১৪০০ বছর পূর্বে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যে তথ্য লিপিবদ্ধ আছে তা বর্তমান বিশ্বের আধুনিক বিজ্ঞানীরাও কোনোভাবে অতিক্রম বা লংঘন করতে পারেনি এবং কুরআনের সত্যকে অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করে নিয়েছে। জেনিটিক বিচারে ডারউইনের বিবর্তনবাদ বৈপরিত্য পূর্ণ হওয়া এবং জেনিটিক বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি ও মলিকুলার বাইওলজীয় বিচার্য্যে বিবর্তনবাদ সম্পূর্ণ প্রতারণা ও শঠতা মূলক প্রমাণিত হওয়ায় তাকে বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও জ্ঞানীজন মিথ্যা বলে ত্যাগ করেছেন এবং মূর্খতার ও অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কুরআন হলো সকল বিজ্ঞানের আদি বিজ্ঞান যেখানে ১৪০০ বছর পূর্বে মানব সৃষ্টি ও তার পর্যায়ক্রমিক বিস্তার লাভ, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি সুন্দরভাবে বর্ণিত হচ্ছে, যা অন্য কোনো গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। যা কেউই এর পূর্বে করতে পারেনি। কুরআনে নেই এমন কোনো দিকনিদর্শন নেই। তবে বিজ্ঞানীরা যদি সত্যিকারভাবে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে কুরআন অধ্যয়ন করে এবং জানার চেষ্টা করে তবেই আল্লাহর সৃষ্টি এবং সৃষ্টির মহত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। শয়তানরূপী তথাকথিত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানগণ যারা সর্বদা কূট-কৌশলের আশ্রয় নেয় তারা কখনো এর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে ও আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে না। তবে আমরা আশা করবো যারা আল্লাহ, আল্লাহর সৃষ্টিজগত, মানব সৃষ্টির, সৃষ্টি বৈচিত্র, কলা-কৌশল ইত্যাদি জানতে আগ্রহী কেবল তারাই এ বইটি এবং আমাদের লিখিত অন্যান্য পুস্তক পড়লে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও সৃষ্টি কৌশল জানতে সক্ষম হবে।

উল্লেখ্য সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর একটা পরিবার। তাই পৃথিবীতে প্রত্যেক প্রজাতির নিয়ন্ত্রণ স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করা আছে। পৃথিবীতে সেই আদিযুগ থেকে আজও প্রত্যেকটি মানুষ মারাত্মকভাবে স্বতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র মনের অধিকারী যে জন্য মানুষরূপী বিজ্ঞ ও জ্ঞানীজন কেবল এর স্বতন্ত্রতা অনুভব করতে সক্ষম হয়েছে এবং হচ্ছে। আজও কোনো বিজ্ঞানী মানুষের কোনো বিকল্প চিন্তা করতে পারেনি এবং আবিষ্কারও করতে পারেনি। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে অন্যান্য প্রাণীজগতের মতো চিন্তা করা মূর্খতা মাত্র। যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া

www.amarboi.org

ইত্যাদির চাষাবাদ করা যায়, কিন্তু ঐভাবে মানুষের চাষাবাদ সম্ভব নয়। যদি তাই হতো তাহলে স্বামী-স্ত্রীর মিলনে স্খলিত পানি থেকে শত সহস্র সন্তান জন্ম নিতো। কিন্তু আল্লাহরই বিধানে তা অসম্ভব করা হয়েছে। কারণ মানুষকে যদি জীবজন্তুর পর্যায় ফেলা হতো তাহলে আল্লাহর সৃষ্টির বৈচিত্র বলে কিছু থাকতো না। মানুষ তখন আরও বেপরোয়া হতো এবং প্রাকৃতিক খেয়াল বলে মনে করতো। যিনি আল্লাহ, যিনি সমগ্র বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন এবং করছেন, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁরই সৃষ্টি জীব মানুষ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করুক তা কোনোক্রমে পসন্দনীয় নয় এবং নীতি বিরুদ্ধ। তবে মানুষ যেহেতু উপযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণ করছে, নিরাপদ জীবন যাপন করছে, তাই মুক্ত চিন্তার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হচ্ছে সেহেতু তারা কোনো যালেম, অজ্ঞ ও বিধর্মী ও শয়তানী মতবাদকে গ্রহণ করতে পারে না। তাই বর্তমানে এটা প্রমাণিত যে, ডারউইন মতবাদ একটা ভ্রান্ত মতবাদ, যাকে আজ বিজ্ঞানী ও জ্ঞানীজন মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে কসুর করেনি। আজ পর্যন্ত মানুষের কোনো বিকল্প সৃষ্টি হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্তও হবে না।

উল্লেখ্য মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে এবং তা এসেও থাকে। তাই বিবর্তনকে কখনো বিবর্তনবাদের সাথে এক করে দেখা যাবে না। বিবর্তন মূলত দুই প্রকার। এক প্রকার হলো, শারীরিক বিবর্তন, আরেকটি হলো মানুষিক বিবর্তন। শারীরিক ও মানুষিক বিবর্তন একটা আর একটার সম্পূরক। শারীরিক ও মানুষিক বিবর্তনের কারণেই সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এ কারণেই মানুষ সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত হয়েছে। তাই কেউ যদি আল্লাহর সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে তাহলে তাকেই প্রশ্ন করতে হয় যে, তোমাকে কে সৃষ্টি করেছে ? তোমার সৃষ্টিকর্তা কে ? শয়তানী চক্রান্তের জালে আবদ্ধ হওয়া বা ভাবা কোনো জ্ঞানীদের কার্য নয়। কেবল শয়তানী মতবাদ।

এ পুস্তকটিতে স্থান, কাল ও অঞ্চল ভেদে মানুষের যে আচার-আচরণ, চলাফেরা, সংস্কৃতি ইত্যাদি চলছে এবং সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে সেই মানসিক, শারীরিক ও সভ্যতার বিবর্তনের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

পুস্তকটি লিখতে হয়তো ভাবের কিছুটা গড়মিল পরিলক্ষিত হতে পারে তবে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে পাঠ করলে তা দূরীভূত হবে বলে আশা করা যায়। জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীদের উপর রইলো বিচারের ভার। এসব পুস্তক লিখতে অনেক চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন, তাই ত্রুটি মার্জনীয়।

www.amarboi.org

এ পুস্তকটি লিখতে পেরে, সকল কৃতজ্ঞতা জানাই মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট। যিনি আমাদেরকে আপনাকে এবং বিশ্বজগত, ধরণী ও ধরত্রী অর্থাৎ তার পরিবারভুক্ত সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন সেই মহান সত্তার সমীপে। আমীন।

ঢাকা ঃ ১৫-০৭-২০০২

**প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক**
ও
**ডাঃ সারওয়াত জাবীন**

www.amarboi.org

# সূচীপত্র


১. কুরআন ও হাদীসের আলোকে বংশ গতিধারার (জ্বিন তত্ত্বের) মূলকথা ১৭
২. বংশ গতিধারা ২৪
৩. শুক্রাণু (নুত্‌ফা) ২৭
৪. পরাগ মিলন ৩৫
১. সঙ্গতিপূর্ণ আইন (The law of Uniformity) ৩৯
২. বিভাজ্য নিয়ম (The law of segregation) ৪২
৩. স্বাধীন বৈশিষ্ট্যধারী জিন ঃ ৪৩
(The law of Independant Assortments) :
৫. উত্তরাধিকার ভিত্তিক শুক্রাণু ৪৪
(The chromosomal basis of Inheritence)
৬. জিনের আবর্তন (The Rule of Genes) ৪৬
৭. জেনিটিকসের সূত্রাবলী (Rules of genetics) ৪৮
৮. উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষুদ্র কোষ ও আনবিক বংশ গতিধারার মূল ৫১
(The cellular and moleuclar basis of inheritence)
৯. DNA-এর গঠন প্রণালী ৫৬
১০. জমজ সন্তান কেন হয় ৫৭
১১. DNA-এর অনুকৃত এবং জেনিটিক কোড ৫৮
(The Replication of DNA and Genetic Code)
১. ট্রান্সক্রিপশন (Transcription) : ৬৩
২. ট্রান্সলেশন (Translation) : ৬৪
১২. Post Translation Processing ৬৫
১৩. The Genetic Code ৬৫
১৪. Triplet Codons ৬৫
১৫. RNA থেকে DNA সিনথেসিস প্রক্রিয়া ৬৬
(RNA Directed DNA Synthesis)
১৬. Mutations জেনিটিক রূপান্তর/পরিবর্তন সঠিক ৬৭
১৭. Types of Mutations : রূপান্তরের শ্রেণী বিভাগ ৬৮
১৮. Point Mutations : ৬৮


www.amarboi.org

১৯. স্থায়ী রূপান্তর (Stable Mutations) ৭১
২০. পরিবর্তন ঃ Substitutions
(একের পরিবর্তে অন্য প্রতিস্থাপন) ৭২
২১. বাদ দেয়া (Deletion) ৭২
২২. অন্তরপ্রবিষ্ট করণ (Insertions)
২৩. গতিতত্ত্ব/অস্থির মিউটেশন ৭২
(Dynamic/Unstable Mutation) :
২৪. Genotype-phenotype correlation & effects. ৭৩
২৫. স্বেচ্ছাপ্রসূত/স্বাভাবিক পরিবর্তন ও পদ্ধতি ৭৭
(Mutagens-Mutagensis)
২৬. জেনিটিক বেগ/প্রবাহ (Genetic Drift) ৭৮
২৭. বিকৃত বা বিশৃঙ্খল জন্মধারা ৮১
২৮. বংশগতি প্রকৌশল (Genetic Engineering) ৮৪
২৯. অভিযোজন/যোগ্যতার বিন্যাস (Adaptive evolution) ৮৭
১. মানুষের পারিবারিক বংশবৃক্ষ ফ্যামিলি ট্রি ও ইসলাম ৯০
২. মানব দেহের রহস্য উন্মোচনে প্রোটিন ৯৩
৩. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও মানব ক্লোন ৯৬
৪. বংশগতি প্রকৌশল প্রযুক্তির সম্ভাবনা ১০২
৩০. কুরআনের দৃষ্টিতে সৃষ্টি ও বিবর্তন (মানব সৃষ্টি) ১০৪
৩১. কুরআন এর দৃষ্টিতে বিবর্তন ১১২
৩২. সৃষ্টির পর্যায়ক্রম ও পরবর্তী অবস্থান ১১৮
৩৩. সৃষ্টির প্রথম অবস্থা ১৪৩
৩৪. বিভিন্ন জাতি, উদ্ভিদ ও মানুষ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি ১৫৪
৩৫. আচরণগত জেনিটিকস (Behavioral genetics) ১৫৮
৩৬. পবিত্র কুরআনের আলোকে জেনিটিকস্ তথ্য ১৬২
৩৭. সূত্রাবলী ২৩৪

www.amarboi.org

www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

# কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানব বংশ গতিধারা

## কুরআন ও হাদীসের আলোকে বংশ গতিধারার (জ্বিন তত্ত্বের) মূলকথা

জন্মের দিক থেকে সকল মানুষ এক ও অভিন্ন। কেননা তাদের সকলেরই সৃষ্টিকর্তা এক ও অভিন্ন। তাদের সৃষ্টিজীব ও সৃষ্টির নিয়মও সম্পূর্ণরূপে এক ও অভিন্ন। আর তাদের সকলেরই বংশ, গোত্র সম্পর্ক একই পিতামাতা হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ.-এর সাথে সম্পৃক্ত ও সংস্থাপিত। এছাড়া কালের পরিবর্তনে কোনো ব্যক্তির বিশেষ কোনো জাতি বা গোত্রে জন্মগ্রহণ একটা অনিচ্ছাগত ঘটনামাত্র। কারণ কারো দেশ বা গোত্র সৃষ্টি বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কেবল গোত্রপতি বা আধিপত্যবাদের উপর। এক একটা দলের উপর কার কতখানি ক্ষমতা ও আধিপত্য আছে তার উপর। তবে আল্লাহর বিধানে জন্মের দিক দিয়ে কোনো মানুষই কোনো মানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বা উত্তম নয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে। যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩

উপরোক্ত আয়াত থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষদেরকে এক নর ও নারী থেকে সৃষ্টি করে তাদের পরিচিতির জন্য এক একটা দল, জাতি বা গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছেন। তবে মানুষের মূল ও উৎস এক ও অভিন্ন। একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে গোটা মানুষ প্রজাতির অস্তিত্ব লাভ করেছে। বর্তমান দুনিয়ায় মানুষের যতো বংশ বা গোত্র রয়েছে তা মূলত সকলই একটা প্রাথমিক বংশেরই শাখা-প্রশাখা মাত্র। আর তার সূচনা হয়েছিল এক পিতা থেকে। বর্তমান বিশ্বে মানব ধারণায় মানব সৃষ্টির যে



www.amarboi.org

ভুল তত্ত্বের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে তা বাতিল ও ভিত্তিহীন। কারণ ডারউইন মতবাদ একটা ভুল ধারণা যেখানে আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রথম মানব হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ.-কে সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের ঔরষজাত সন্তানদের দ্বারা সৃষ্টির প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন সেখানে বানর বা শিম্পাঞ্জী থেকে মানুষের সৃষ্টি একটা অমূলক ও অসত্য তথ্য মাত্র।

এখন আবার প্রশ্ন জাগে বানর বা শিম্পাঞ্জীদের সৃষ্টি হলো কিভাবে। তবে এখানে স্পষ্টত বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও, হয়ে যায়।' তখন তা হয় এবং হতে থাকে। মানুষ সৃষ্টির ধারায় কোথাও কোনো পার্থক্য বা উঁচু নীচুর তারতম্য নেই, আর তা করারও কোনো ভিত্তি নেই। এক ও অনন্য আল্লাহই সকলের সৃষ্টিকর্তা। বিভিন্ন মানুষ বা মানব বংশকে বিভিন্ন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এটা আদৌ সত্য নয়। একই প্রাণ জীবাণু থেকে সকল মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক মানুষ বা মানব বংশকে কোনো পবিত্র বা উন্নত মানব জীবাণু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং অন্যান্য কিছু লোক বা বংশকে কোনো অপবিত্র ও নিম্নমানের সৃষ্টি বীজ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এমন ধারণা করা সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন। মানুষের সৃষ্টির নিয়ম পদ্ধতিও অভিন্ন। সেই অভিন্ন ও একই নিয়মে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ। মানুষ সৃষ্টির নিয়ম ও পদ্ধতিতে একবিন্দুও পার্থক্য নেই। এজন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম বা পদ্ধতি অবলম্বিত হয়নি। পৃথিবীর সকল মানবজাতি একই পিতামাতার সন্তান। সকলের দেহে একই পিতামাতার শোণিত রক্তধারা প্রবাহিত। মানুষের প্রাথমিক যুগল ভিন্ন ভিন্ন ছিল না এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্নভাবে সৃষ্টি হয়নি। পৃথিবীর দেশ অঞ্চল ভেদে যে মানব জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান তা প্রথম এক নর-নারীর মিলন ফসল এবং একই উৎস বিধায় শাখা-প্রশাখা মাত্র। কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۚ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۚ

"তিনি তার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে এবং কর্দম থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতপর তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে।"–সূরা আস সাজদা ঃ ৭-৮

مَالَكُمْ لَاتَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۝ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ۝

www.amarboi.org

"তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাইছো না। অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।"

–সূরা নূহ ঃ ১৩-১৪

হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

"হযরত মুহাম্মদ স. বলেছেন, ওহে ইহুদা মানব সৃষ্টি হয়েছে কেবল স্ত্রী ও পুরুষের মিলিত বীজ ও নিসৃত নির্যাস থেকে।"

-মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল

সমস্ত মানুষের মূলের দিক দিয়ে সকল মানুষ এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও বংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছে যা একটা অতীব স্বাভাবিক ব্যাপার। সমগ্র পৃথিবীর সকল মানুষের পক্ষে একই বংশের লোক হওয়া যে সম্ভব নয়, তাতে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে। মানব সৃষ্টির সাথে সাথে অসংখ্য বংশ বা খান্দানের সৃষ্টি হওয়া এবং এ বংশগুলোর সমন্বয়ে বিভিন্ন গোত্র ও জাতি গড়ে উঠেছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার বিশেষত সম্পূর্ণ ভৌগলিক পরিবেশে বসবাসকারী হবার কারণে বর্ণ, আকার-আকৃতি, ভাষা, উচ্চারণ ভংগী, থাকা-খাওয়া, চলাফেরা ইত্যাদির দিক দিয়ে বিভিন্ন হওয়াও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ছিল না। আর একটা ভৌগলিক পরিবেশে বসবাসকারী লোকদের পরস্পর নিকটতর হওয়া এবং দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারীদের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব থাকাও ছিল অনিবার্য। কিন্তু এ স্বাভাবিক পার্থক্য ও বৈষম্য ভেদাভেদের দরুন তাদের মধ্যে উঁচুনীচু, ভদ্র-অভদ্র, হীনতা, মহান প্রভৃতি পার্থক্য সৃষ্টি করা কোনোক্রমেই স্বভাবসম্মত হতে পারে না। এক বংশের লোক অন্য এক বংশের লোকদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের দাবীদার হতে পারে কোন্ অধিকারে ? এক বর্ণের লোকেরা অপর বর্ণের লোকদের অপেক্ষা উত্তম বা হীন ও নীচ হতে পারে কিসের দরুন ? একটা জাতি আর একটা জাতির উপর নিজের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে ও মানবীয় অধিকারে এক গোষ্ঠীর লোক অন্য গোষ্ঠীর লোকদের তুলনায় অগ্রাধিকার পেতে পারে কোন্ যুক্তিতে। সৃষ্টিকর্তা যে মানব সমাজকে বিভিন্ন গোষ্ঠী, গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত করেছিলেন তা নিশ্চয়ই এজন্য নয়। তার মূলে পারস্পরিক পরিচিতি ও সহযোগিতা কার্যকর করাই ছিল একমাত্র লক্ষ। একটা বংশ, একটা গোত্র ও একটা জাতির লোকেরা পরস্পর মিলিত হয়ে সম্মিলিত সমাজ সংস্থা গড়ে তুলতে পারে এরূপ করার দরুন। এরূপেই তারা পরস্পর পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হয়ে জীবন যাপন করতে সক্ষম হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সুষ্ঠু প্রকৃতি যে জিনিসকে পারস্পরিক পরিচিতি লাভের মাধ্যম

www.amarboi.org

বানিয়েছিলেন তাকেই পারস্পরিক গৌরব, বিভেদ-বিসম্বাদ ও হিংসা-বিদ্বেষের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করবে এবং পরে তার ভিত্তিতে মানুষ মানুষের উপর যুলুম ও শোষণ-পীড়নের নির্মম আচরণ অবলম্বন করবে, এটা কোনোমতেই স্বাভাবিক হতে পারে না। এটা শয়তানী ও বর্বরতা ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলা তাই কুরআনে বর্ণনা করেন ঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ○

"তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল।"–সূরা মারইয়াম ঃ ৭৪

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ط هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ○

"তাদের পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি। তুমি কি তাদের কাউকেও দেখতে পাও অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও কি ?"

–সূরা মারইয়াম ঃ ৯৮

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, জাতিগত বা গোষ্ঠীগত বৈষম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী হিসাবে এক একজাতি অন্য আর এক জাতি বা গোত্রের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে এবং তাদের আল্লাহদ্রোহী কর্মকাণ্ডের জন্য আল্লাহই তাদের ধ্বংস করে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে আর এক জাতি বা গোত্র। যেহেতু সৃষ্টির লগ্ন থেকে মানুষ সৃষ্টি একটা চলমান প্রোসেস তাই এক যাবে আর এক আসবে। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।

মানব সৃষ্টির আদি অবস্থা থেকেই এক এক জাতির উপর আর এক জাতির কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা কল্পে সংঘাতময় অবস্থার সৃষ্টি হতে থাকে এবং পরবর্তীতে এক একজন নবীর আগমনে গোত্র বা জাতিগত দ্বন্দ্ব চলতে থাকে যা একই সৃষ্টজীব মানব জাতের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল না। তবে ভৌগলিক পরিবেশ, আচার-আচরণ, চলাফেরা, রীতিনীতিতে তার উদ্ভব হয়। গোষ্ঠী ভেদাভেদ ও আল্লাহদ্রোহীতার জন্য আল্লাহ তা'আলাই এক এক জাতিকে ধ্বংস করে অপর এক জাতি সৃষ্টি করেছে কেবল তার সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ج يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ط لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

www.amarboi.org

"তিনি আকাশজগত ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং পশুর মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন পশুর জোড়া ; এভাবে তিনি তোমাদের বংশের বিস্তার করেন, কোনো কিছুই তার সাদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

–সূরা আশ শূরা ঃ ১১

বংশ বিস্তারের সাথে সাথে বেড়ে উঠে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা। তাই মানুষ মানুষের মধ্যে প্রাধান্য মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কোনো ভিত্তি যদি হয়ই তা কেবল হতে পারে নৈতিক ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের বেলায়। এছাড়া অন্য কোনো ভিত্তিতেই মানুষ মানুষের তুলনায় একে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠ বা উত্তম হতে পারে না। জন্মের দিক দিয়ে সমস্ত মানুষ এক ও অভিন্ন। কেননা তাদের সৃষ্টিকর্তা এক ও অভিন্ন। তবে কে কোন গোত্র বা বংশে জন্মগ্রহণ করে বা করলো তা ভিন্ন। ভৌগলিক সীমারেখা ও পরিবেশের জন্য স্থান কাল পাত্র ভেদে ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়াটা স্বাভাবিক। ইউরোপ বা আমেরিকার পরিবেশের সাথে আরবের পরিবেশের রাতদিন পার্থক্য বিদ্যমান। বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবেশের জন্য এক থেকে অন্যের ধারা ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। এ পরিস্থিতিতে কোনো অঞ্চলের লোকের বংশ বা গোত্র কারও উপর নির্ভরশীল নয়। স্থান কাল পাত্র ভেদে কোনো গোত্রের বা বংশের লোকের উপর অন্য গোত্রের বা বংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নয়। যেমন আরবের মানুষ যাযাবর, আফ্রিকার মানুষ কলোনিয়া লাইজেশনের ফলে নিগৃহীত। যে ব্যক্তি যে বংশের, যে জাতির এবং যে দেশের হোক না কেন, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার কারণেই সে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। আর যে লোক এর বিপরীত গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, সেতো নিশ্চয়ই কম মর্যাদার অধিকারী হবে। সে কৃষাংগ হোক কি শ্বেতাংগ, প্রাচ্যবাসী হোক কি পাশ্চাত্যবাসী।

রাসূল স. তার বিভিন্ন বক্তৃতা, ভাষণে ও বাণীতে আরও স্পষ্ট ও সহজবোধ্য করে এসব তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিয়েছেন। মক্কা জয়ের পর কা'বা শরীফ তাওয়াফ করে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ ঃ

"সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের সব দোষ এবং এ কালের সব অহংকার গৌরব দূর করে দিয়েছেন। হে লোকেরা ! সকল মানষ মাত্র দুটো ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের লোক সৎকর্মশীল, আল্লাহ ভীরু, আল্লাহর অনুগত। আল্লাহর দৃষ্টিতে সে খুবই সম্মানার্হ। আর দ্বিতীয় ভাগের লোক পাপ প্রবণ, দুষ্কৃতিকারী ও হতভাগ্য। আল্লাহর নিকট অসম্মানার্হ, লাঞ্ছিত। আসল কথা হলো সকল মানুষ

www.amarboi.org

আদমের সন্তান। আর আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকার উপাদান থেকে।"–বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, তিরমিযী।

বিদায় হজ্জের সময় আইয়্যামে তাশরীকের মাঝামাঝিকালে নবী করীম স. যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ ঃ

"হে জনতা ! তোমরা ভালভাবে জেনে নাও, তোমাদের আল্লাহ একজন মাত্র। কোনো আরব ব্যক্তির কোনো অনারব ব্যক্তির উপর, কোনো অনারব ব্যক্তির কোনো আরব ব্যক্তির উপর এবং কোনো শ্বেতাংগের কোনো কৃষ্ণাংগের উপর ও কোনো কৃষ্ণাংগের কোনো শ্বেতাংগের উপর একবিন্দুও শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য নেই। এ প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে কেবলমাত্র তাকওয়ার দিক দিয়ে—তাকওয়ার বিচারে। আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানার্হ হলো সেই লোক যে সর্বাপেক্ষা আল্লাহ ভীরু—আল্লাহনুগত।"–বায়হাকী

অপর এক হাদীসে নবী করীম স.-এর কথাটি উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে ঃ

"তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। আর আদম মৃত্তিকার উপাদান থেকে সৃষ্ট। লোকদের উচিত তাদের বাপ-দাদাদের নামে গৌরব পরিহার করা ও তা থেকে বিরত থাকা। নতুবা তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে এক নিকৃষ্টতর পোকামাকড় থেকে অধিক লাঞ্ছিত হবে।"–বায্যার

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের বংশ সম্ভ্রম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না। আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানার্হ হলো সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু, আল্লাহনুগত।"

–ইবনে জারীর

একথার উপর আর একটা হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আকার-আকৃতি ও ধন-সম্পদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমল।"

–মুসলিম, ইবনে মাজাহ

উপরোক্ত হাদীসসমূহে বর্ণিত উপদেশসমূহ ভাষা ও শব্দ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি বরং ইসলাম এসবের ভিত্তিতেও এসব পূত-পবিত্র ভাবধারা সমন্বিত ঈমানদার লোকদের একটা বিশ্বভিত্তিক ভ্রাতৃত্বের সমাজ বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন। সে সমাজে বর্ণ, বংশ, ভাষা, দেশমাতৃকা ও জাতীয়তার কোনো পার্থক্য নেই। তাতে উচু-নীচু, ছুতমার্গ, বিভেদ-পার্থক্য

www.amarboi.org

ও হিংসা-বিদ্বেষের কোনো অস্তিত্ব নেই। এ সমাজে অন্তর্ভুক্ত সকল মানুষ, জাতি, বংশ, গোত্র, দেশ ও ভৌগলিক অঞ্চল নির্বিশেষে সম্পূর্ণ সমান অধিকার সম্পন্ন এবং বাস্তবেও তারা সেরূপ সমান অধিকার ও মর্যাদা লাভ করেছে। বস্তুত মানবীয় সাম্য ও ঐক্য-একত্বের মূলনীতি যতখানি সাফল্য সহকারে মুসলিম সমাজে বাস্তবায়িত হয়েছে, দুনিয়ায় অপর কোনো ধর্ম বা জীবনাদর্শ কিংবা সমাজ ব্যবস্থায় তার কোনো দৃষ্টান্তই পাওয়া যেতে পারে না। আজ পর্যন্ত তেমন কিছু পেশ করাও কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেবলমাত্র দীন ইসলাম এমন এক ব্যবস্থা যা বিশাল বিস্তীর্ণ ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকা অসংখ্য বংশ, গোত্র ও জাতিসমূহকে মিলিয়ে একটা মাত্র জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। একথা কেবলমাত্র ইসলাম ও মুসলমানদেরই দাবী নয়, ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরাও এ সত্য অকপটে স্বীকার করেছে এবং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

এ পর্যায়ে একটা ভুল ধারণা বিরাজ করছে এবং এর অপনোদন এখানেই হওয়া প্রয়োজন। বিবাহ শাদীর ক্ষেত্রে ইসলাম কুফুকে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু কোনো কোনো লোক একে নিতান্ত ভুল অর্থে গ্রহণ করে থাকে এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। তারা হয়তো মনে করে ইসলামের দৃষ্টিতে কিছু কিছু বংশ বা পরিবার বুঝি অভিজাত ভদ্র বা শরীফ, আর কিছু কিছু হীন নীচু এবং এ দুই বংশ বা পরিবারের লোকদের পারস্পরিক বিবাহ-শাদী হওয়া আপত্তিজনক। কিন্তু কুফুর তাৎপর্য এটা আদৌ নয়। এটা একটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে যে কোনো মুসলিম পুরুষ ও যে কোনো মুসলিম নারীর পারস্পরিক বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে তাতে কোনো কারো আপত্তি বা সংচোক থাকতে পারে না। তবে দাম্পত্য জীবনের সাফল্য নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর আদত অভ্যাস, স্বভাব-চরিত্র, রুচি, দৃষ্টিভংগী, আচার-আচরণ, জীবন পদ্ধতি, বংশীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় খুব বেশী বেশী সামঞ্জস্য এবং সংগতির উপর। তাহলে উভয় উভয়ের সাথে মিলমিশ ও একাত্মতা রক্ষা করে চলতে পারে। ইসলামে কুফুর স্বীকৃত আসল লক্ষ এটাই। বস্তুত ইসলামে কুফু বাস্তবতার দৃষ্টিতে গ্রহণ করার একটা নীতি মাত্র। কোন্ লোক বস্তুত উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন আর কোন্ লোক গুণগতভাবে নিম্ন শ্রেণীর তা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। লোকদের সৃষ্ট উচুনীচু আল্লাহর কাছে পসন্দনীয় ও গ্রহণীয় নয়। আল্লাহর কাছে সৃষ্ট মানুষ এক জাত। কর্মের ফলে ভিন্ন কিন্তু সৃষ্টিতে অভিন্ন।

www.amarboi.org

**বংশ গতিধারা**

জেনিটিকস বা বংশ গতিধারা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই আমাদেরকে এখন থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে চলে যেতে হবে। কারণ বর্তমানে যারা জেনিকট তত্ত্বের জনক বলে দাবীদার তারা কেবল এ ব্যাপারে ১৮৬৫ সালে তাদের ধারণা প্রকাশ করতে সামর্থ হয়েছে। আর প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ স. তা আল্লাহর কাছ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু কুরআন হলো বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ সেহেতু এ গ্রন্থে বিজ্ঞানের এমন কোনো দিক নেই যাতে উল্লেখিত হয়নি। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম পরমাণু সম্বন্ধেও বর্ণিত হয়েছে। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মহত্ব কলাকৌশল প্রভৃতি নিখুতভাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তবুও মানুষ তা উদঘাটন করতে অক্ষম। তবে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে মুসলিম চিন্তাবিদ, শাস্ত্রবিদ, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ তাদের লেখার মাধ্যমে কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ করতে সামর্থ হলেও পুরোপুরি সামর্থ হয়নি। এ তথ্য এখন বিশ্ব দরবারে দিনের আলোর মত উদ্ভাসীত।

তথ্যানুসারে দেখা যায় যে, ১৮৬৫ সালে একজন অস্ট্রিয়ান মনক (সন্ন্যাসী) গ্রীগর ম্যানডেল তার Experiments with plant Hybrids নামক প্রবন্ধে বংশানুক্রমিক ধারার ব্যাখ্যা করেছেন। ম্যানডেলের মৃত্যুর ২৮ বছর পর ১৯১২ সালে মরগানের ক্রোমোসমস এবং বংশানুক্রমিক থিওরী আবিষ্কার হওয়া পর্যন্ত ম্যানডেলের থিওরী সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত ছিল। কিন্তু ম্যানডেলের থিওরীই জেনিটিকস এর ধারণার জন্য ভিত্তিপ্রস্তর বলে গণ্য করা হয়। পরবর্তীতে এটাকে ম্যানডেলের থিওরী বা ধারণার চেয়েও অনেক বেশী জটিল বলে আবিষ্কার করা হয়। তবে ম্যানডেলের সূত্রটিই জেনিটিকস বুঝার ক্ষেত্রে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। যদিও মানুষের অজ্ঞতার কারণে সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে প্রজনন ব্যাপারটি খুব একটা প্রাধান্য লাভ করেনি। প্রজনন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রোথিত হয়েছে আজ থেকে প্রায় ১৪০০ শত বছর পূর্বে যা মানুষের জ্ঞানে তখনও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। অপর পক্ষে হযরত মুহাম্মদ স.-এর হাদীসেও তার যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং কুরআনের বর্ণনাকে পুংখানুপুংখরূপে সমর্থন করে। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীদের জ্ঞানগর্ভ চিন্তাধারা বিকাশের ফলে লক্ষ করা যায় যে, বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারা কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার সাথে সম্পূরক। এ ব্যাপারে প্রথমেই পবিত্র কুরআনের আয়াত বর্ণিত হলো ঃ

www.amarboi.org

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط

"এবং আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের জন্য পুত্র পৌত্রাদী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন।"

–সূরা আন নাহল ঃ ৭২

উপরোক্ত আয়াত থেকে দেখা যায় যে, পুরুষ ও স্ত্রীর মিলন বা সহবাসের মাধ্যমে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনে যে পদার্থ সৃষ্টি হয় তাকে জাইগট বলে। পুরুষ ও স্ত্রীর শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনে জাইগট তৈরি হবার ফলে পিতৃ ও মাতৃপক্ষ থেকে অর্ধভাগ লব্ধ হয়ে থাকে। এ কারণে যে সন্তানটি ভূমিষ্ট হয় তা ঐ সন্তানেরা মাতাপিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য পেয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো সময় বংশানুক্রমিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া প্রাকৃতিক বা পারিপার্শ্বিক বৈশিষ্ট্য পাওয়ার দরুন জটিলতা দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রবল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্বল আকার ধারণ করে। তবে মাতাপিতা যার বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত সন্তানের মধ্যে বেশী আসে, সন্তান সেই চরিত্রের হয়ে থাকে। সন্তানের উপর জেনিসের প্রাধান্যতা বেশী কাজ করে।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবদুল্লাহ ইবনে সালামের কাছে রাসূলুল্লাহ স.-এর মদীনা আগমনের খবর পৌছল তখন রাসূল স.-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং বললেন, আমি আপনার নিকট তিনটি বিষয় জিজ্ঞেস করতে চাই, যা নবী ছাড়া আর কেউ অবগত নন। অতপর জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামতের প্রথম আলামত কি ? জান্নাতবাসীদের প্রথম খাদ্য যা তারা খাবেন—কি হবে ? কি কারণে সন্তান পিতার সাদৃশ্যতা ও আকৃতি লাভ করে থাকে আর কিসের প্রভাবে (কোন্ কোন্ সময়) আমাদের আকৃতি লাভ করে থাকে ? রাসূলুল্লাহ স. জবাব দিলেন ঃ জিবরাঈল আ. এই মাত্র আমাকে এ তিনটি ব্যাপারে অবহিত করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ স. এ প্রশ্নের জবাব দিলেন ঃ ১. আগুন হলো কিয়ামতের প্রথম আলামত—যা মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। ২. আর জান্নাতবাসীদের প্রথম খাদ্য যা তারা খাবেন, তাহলো মাছের কলিজার সর্বোত্তম অংশ, ৩. বাকী রইলো সন্তানদের সাদৃশ্যের কথা—তাহলো পুরুষ যখন আপন স্ত্রীর

www.amarboi.org

সাথে সহবাস করে তখন যদি তার বীর্য প্রথমে স্খলিত হয়ে যায় তাহলে সন্তান তার আকৃতি পায়। আর যদি আগে স্ত্রীর বীর্যপাত হয় তবে সন্তান মায়ের আকৃতি লাভ করে। জবাব শুনে .....।

উপরোক্ত হাদীস থেকে দেখা যায় যে, সন্তান-সন্ততী কেবল পিতামাতারই আদল পায় না। বরং বংশানুক্রমিকভাবে বাপদাদা, চাচা, মামা খালার রং ও চেহারা বা আকৃতি পেয়ে থাকে। কারণ বংশগতভাবে প্রত্যেক সন্তানই রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত। তাই ক্লাসিকাল জেনিটিকস অনুসারেও প্রতিটি সন্তান তার প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য দুটো জিন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। একটা মায়ের জিন আর একটা বাপের জিন। প্রত্যেকটি প্রজন্মের প্রত্যেকটি সন্তান তার শরীর গঠন ও উচ্চতা বাবার কাছ থেকে একটা জিন লম্বা বা খাটো এবং মায়ের কাছ থেকে একটা জিন লম্বা বা খাটো প্রাপ্ত হয়। ম্যানডেল এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, প্রতিটি সন্তানের বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় জিন-এর জোড়া দ্বারা এবং অধিকন্তু, সন্তান মা এবং বাবার নিকট থেকে ভিন্ন ভিন্ন জিন লাভ করতে পারে। তবে জেনিটিকসের ভাষায় যে জিনটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রবল সেটিই ১০০% প্রাধান্য পাবে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছেঃ•

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

"আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৪৯

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ-

"প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়।"
–সূরা আর রা'দ ঃ ৩

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَايَعْلَمُوْنَ ○

"পবিত্র ও মহান তিনি যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়।"
–সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৬

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝ مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ○

"আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারীর এক ফোঁটা বীর্য থেকে যখন তা স্বজোরে নিক্ষিপ্ত হয়।"–সূরা আন নাজম ঃ ৪৫-৪৬

www.amarboi.org

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى

"অতপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী।"

–সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ৩৯

وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا

"এবং তিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন।"

–সূরা আয যুখরুফ ঃ ১২

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط

"এবং আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের জন্য পুত্র, পৌত্রাদী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন।"

–সূরা আন নাহল ঃ ৭২

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

"এবং তার নির্দেশাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সংগিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।"–সূরা আর রূম ঃ ২১

কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণী ও জীবকে সূক্ষ্ম বীর্য (পানি) ফোঁটা বা ক্ষুদ্র ফোঁটা থেকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন যা প্রত্যেক জীব ও জড় পদার্থসমূহ জড়িত করে যেখানে পজেটিভ প্রোটন, নিগেটিভ ইলেকট্রোন দ্বারা পরিপূরক হয়। তাই প্রত্যেক পুরুষ বস্তু সজীব থাকে স্ত্রী বস্তুর সাথে এবং তাদের গোনডস জোড়ায় জোড়ায় থাকে। আর প্রত্যেক ক্রোমোজম জোড়ায় জোড়ায় পাওয়া যায়।

**শুক্রাণু (নুতফা)**

এখন শুক্রাণু কি তা জানতে হলে কিছুটা ব্যাখ্যার দরকার। সেক্স সেলগুলোকে গ্যামেট্স বলে। পুরুষ সেক্স সেলগুলোকে শুক্রাণু এবং স্ত্রী

www.amarboi.org

সেক্স সেলকে ডিম্বাণু বলা হয়। আর যে অংগগুলো গ্যামেট্স উৎপাদন করে তাদেরকে গোনাডস বলা হয়। স্ত্রী পুরুষের মিলনে যে পদার্থ সৃষ্টি হয় তাকে জাইগট বলা হয়। এখন শুক্রাণুকে X এবং Y দ্বারা চিহ্নিত করলে X পুরুষ ক্রোমোজমজ বহনকারী এবং Y -কে স্ত্রী ক্রোমোজমজকে বহনকারী হিসাবে পাওয়া যায়। স্ত্রী পুরুষের মিলনে সৃষ্ট পদার্থকে জাইগট বলা হয়, যাকে কুরআনের ভাষায় নুতফাতুল আমসাক বলা হয়। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ۝ اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ۝ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِ َ الْمَوْتٰى ۝

"মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে। সেকি স্খলিত শুক্র বিন্দু ছিলো না ? অতপর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন।"–সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ৩৬-৪০

কুরআনের বর্ণনা ও আমাদের জ্ঞান মতে স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে যে পদার্থ সৃষ্টি হয় তা ধীরে ধীরে মাতৃগর্ভে বেড়ে উঠে একটা মানুষে রূপান্তরিত হয় এবং নির্দিষ্টকাল পরে মায়ের গর্ভ থেকে প্রসারিত হয়ে থাকে। আর সদ্যপ্রসূত সন্তানের সেক্স শুক্রাণু দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। যদি শুক্রাণু X ক্রোমোজমজ বহন করে এবং গর্ভাশয়ে সেভাবে উর্বর হতে থাকে তার সে সকল সময় X ক্রোমোজমজই ধারণ করবে এবং মেয়ে সন্তান জন্ম নিবে। আর Y ক্রোমোজম বীজ ধারণ করলে সে পুত্র সন্তান জন্ম দিবে।

পবিত্র কুরআনে X ও Y ক্রোমোজমজের এ ঘটনা বা তথ্য (অর্থাৎ শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) ১৪০০ শত বছর পূর্বে নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট করে উল্লেখিত হয়েছে কিন্তু জ্ঞানের অভাবে মানুষ তা বুঝতে পারেনি। তবে আজ কুরআনের বদৌলতে চিন্তাশীল মানবগোষ্ঠী ও চিন্তাশীল বিজ্ঞানীগণ সে সত্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে এবং হচ্ছে। কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝ مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ۝

"আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী, শুক্রবিন্দু থেকে যখন তা স্খলিত হয়।"–সূরা আন নাজম ঃ ৪৫-৪৬

www.amarboi.org

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ۝

"সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিলো না।"–সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ৩৭

আমরা জানি যে, শুক্রাণু কেবলমাত্র স্খলিত মোট শুক্রাণুর ৫% হয়ে থাকে। তবে প্রত্যেক স্খলিত তরল পদার্থের গড়পড়তায় ২০০ থেকে ৪০০ মিলিয়ন স্পারমাটোজোয়া ধারণ করে থাকে। কিন্তু এর ভিতর থেকে কেবলমাত্র একটা বীজ গর্ভাশয়ে গিয়ে ডিম্বাণুর সাথে মিশে গর্ভধারণ করে থাকে এবং সন্তানোৎপাদনক্ষম হয়।

তাই আল্লাহ তাআলা কুরআনে আরও উল্লেখ করেন ঃ

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝

"অতপর তার বংশধারা এমনভাবে এক বস্তু থেকে উৎপন্ন করেন যা নিকৃষ্ট পানির মতোই।"–সূরা সাজদা ঃ ৮

"হযরত মুহাম্মদ স. বলেছেন, সমস্ত স্খলিত তরল বীর্য থেকে মানুষের সৃষ্টি নয় বরং একটা ক্ষুদ্রতম অংশ হতে।"–মুসলিম

*চিত্র নং ১ ঃ পুরুষ শুক্রাণু (নুতফাহ)*

www.amarboi.org

একটা ক্ষুদ্র শুক্রবিন্দু ৪৫০ টাইম বড় করে প্রকাশিত হয়। শুক্র একবার স্খলিত হলে তা থেকে ২০০/৩০০ মিলিয়ন ওভাল হেড ক্রিয়েচার পাওয়া যায়। এ শুক্রগুলোতে মা-বাবার পুরুষানুক্রমিক জেনিটিক পদার্থও থাকে যার জন্য সন্তান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষের আচরণ ও চরিত্র পায়। এটা মধ্যাংশেরগুলো শুক্রাণুগুলোকে সতেজভাবে সাতরাতে শক্তি সঞ্চালন করে থাকে। অপরপক্ষে লম্বা লেজ স্ত্রীলিংগের মধ্য দিয়ে ফ্যালোপিয়ান টিউব পর্যন্ত পৌছতে সাহায্য করে। তখন প্রত্যেক হেডের দৈর্ঘ ছয় মাইক্রোনস হয়। এতে প্রতীয়মান হয় শুক্রাণুগুলো ক্ষীপ্ত ক্ষতি সম্পন্ন।

যে শুক্রবিন্দু থেকে মানুষ সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন ঃ

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ۝ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى
فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِ
يَ الْمَوْتٰى ۝

"সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না ? অতপর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাকে আকৃতি দান করেন এবং সুঠাম করেন। তারপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নয়।"

–সূরা কিয়ামাহ ঃ ৩৭-৪০

*চিত্র নং ২ ঃ এই চিত্রে দু'রকম শুক্রাণু পরিলক্ষিত হয়*

www.amarboi.org

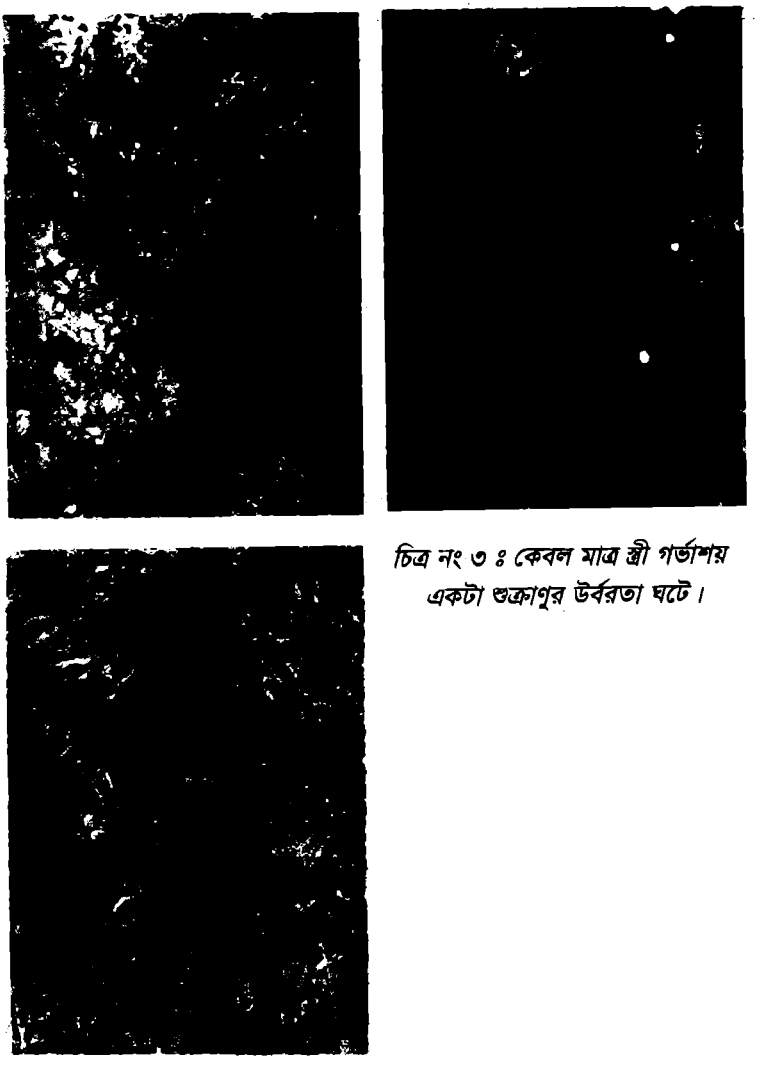

*চিত্র নং ৩ ঃ কেবল মাত্র স্ত্রী গর্ভাশয় একটা শুক্রাণুর উর্বরতা ঘটে।*

স্ত্রী পুরুষের মিলনে সহস্র মিলিয়ন স্খলিত শুক্রবিন্দু থেকে কোনো সময় একটা দুটো শুক্র স্ত্রীর ডিম্বাণুর সাথে লেগে গিয়ে উৎপাদন ক্রিয়া সৃষ্টি করে। তবে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে পৌঁছার পূর্বেই শত সহস্র মিলিয়ন শুক্রাণু মারা যায়। যদি এ প্রক্রিয়া না হতো তাহলে স্ত্রী লোকেরাও কুকুর, বিড়াল ও ইদুরের মত বাচ্চা প্রসব করতো।

www.amarboi.org

*চিত্র নং ৪ ঃ এই চিত্রে দূর পাল্লার সাঁতারে শুক্রাণুর রকেটসম মাথা, ঘাড়ের মধ্যে জ্বালানী ট্যাঙ্ক, পাখাযুক্ত চাবুক সম লেজ পরিলক্ষিত। দূর পাল্লার সন্তরনে কিছু শুক্রাণু ডিম্বাণ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয় এবং পথিমধ্যে লক্ষ লক্ষ শুক্রাণু মারা যায়।*

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের বেলায় তা চাননি বলে মিলিয়নস মিলিয়নস নিঃসৃত শুক্রবিন্দুর মধ্য থেকে কেবল একটা বা কোথাও দুটো শুক্রবিন্দুকে সতেজ অবস্থায় স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থান দান করেছেন এবং কোনো স্ত্রীলোকের সমগ্র জীবনে ৪০০ ডিম্বাণুর বেশী পক্কতা লাভ করেনি। আবার এর মধ্যে অনেক ডিম্বাণু উৎপাদনক্ষম হয় না। আর যে সকল ডিম্বাণু উৎপাদনক্ষম হয় তার মধ্যে অনেকগুলো সন্তান জন্মাবার বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবার সক্ষমতা রাখে না। বেশীর ভাগ উৎপাদনক্ষম ডিম্বাণু মায়ের অজ্ঞাতে নষ্ট হয়ে যায়। মা কিন্তু জানে না সে গর্ভধারণ করেছিল।

১৪০০ বছর পূর্বে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝

"অতপর তার বংশ উৎপন্ন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে।"

–সূরা আস সাজদা ঃ ৮

www.amarboi.org

আল্লাহর রাসূল স. বলেন ঃ

"স্খলিত তরল পদার্থের অংশ থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়নি বরং কেবলমাত্র তরল পদার্থে একটা সামান্য অংশ থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে।"

*চিত্র নং ৫ এবং ৬ ঃ চিত্রদ্বয় থেকে স্ত্রী ডিম্বাণুর গ্রাহী এবং অগ্রাহী এবং পুরুষ শুক্রাণুর আক্রোমণাত্মক প্রভাব লক্ষণীয় যেখানে পুরুষ শুক্রাণু রকেট গতিতে স্ত্রী ডিম্বাণুর গায়ে লেগে যায় যেমন রকেট চন্দ্রে পৌঁছে। এটি ডিম্বাণুর দেয়াল ভেদ করে ডিম্বাণুর মধ্যে ক্রোমোসম্‌স ছেড়ে দেয় যেখানে উভয় মিলিত হয়ে উর্বর ডিম্বাণু বা জাইগটে পরিণত হয়। পবিত্র কুরআনে তা ১৪০০ বছর পূর্বে ব্যাখ্যায়িত হয়েছে।*

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَّاۤءٍ دَافِقٍ ۝ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۝

"সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কী হতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পাঞ্জরস্থির মধ্য থেকে।"–সূরা আত তারিক ঃ ৫-৭

এখানে পানি অর্থাৎ শুক্রাণু। পিতামাতার মিলনে পুরুষ শুক্রাণু তখন স্ত্রীর গর্ভাশয়ে পড়ে তখন পুরুষ শুক্রাণু ও স্ত্রী ডিম্বাণুর মিলনে সন্তান সৃষ্টি হয়। এটা আদম থেকে সৃষ্টি কোনো মানবের কাজ নয় বরং এটা হলো আল্লাহর কৌশলমাত্র। মানুষ কি হতে সৃষ্টি হয়েছে সে সম্বন্ধে একজন ইহুদী আল্লাহর রাসূল স.-এর নিকট জানতে চাইলে, তিনি উত্তরে বলেন ঃ

"হে ইহুদী, মানব কেবল পুরুষ নুত্‌ফাহ ও স্ত্রী নুত্‌ফাহ দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে।"



www.amarboi.org

তবে স্ত্রী ডিম্বাণু পুরুষ শুক্রাণু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। স্ত্রী ডিম্বাণু কোষ বা ভ্রূণ কোষ দেখতে খুবই সুন্দর, চন্দ্রাকৃতি তবে ধারণক্ষম এটা খুব একটা নড়াচড়া করে না। এটা কেবল কোনো সম্রাজ্ঞীর খাস কামরা, অলংকার দিয়ে সাজানো গুছানো বলে মনে হবে।

আর পুরুষ ভ্রূণ যখন ক্ষুদ্রাকৃতি থাকে তখন তা খুবই কর্মক্ষম থাকে— দেখলে মনে হয় একটা রকেট। হয়তো সে তার অভিষ্ট লক্ষে পৌছবে নতুবা মাঝপথে নিঃশেষ হয়ে যাবে। পুরুষ ভ্রূণটা পজেটিভ এবং নির্ভরযোগ্য আর স্ত্রী ডিম্বাণু নেগেটিভ ও ধারণক্ষম।

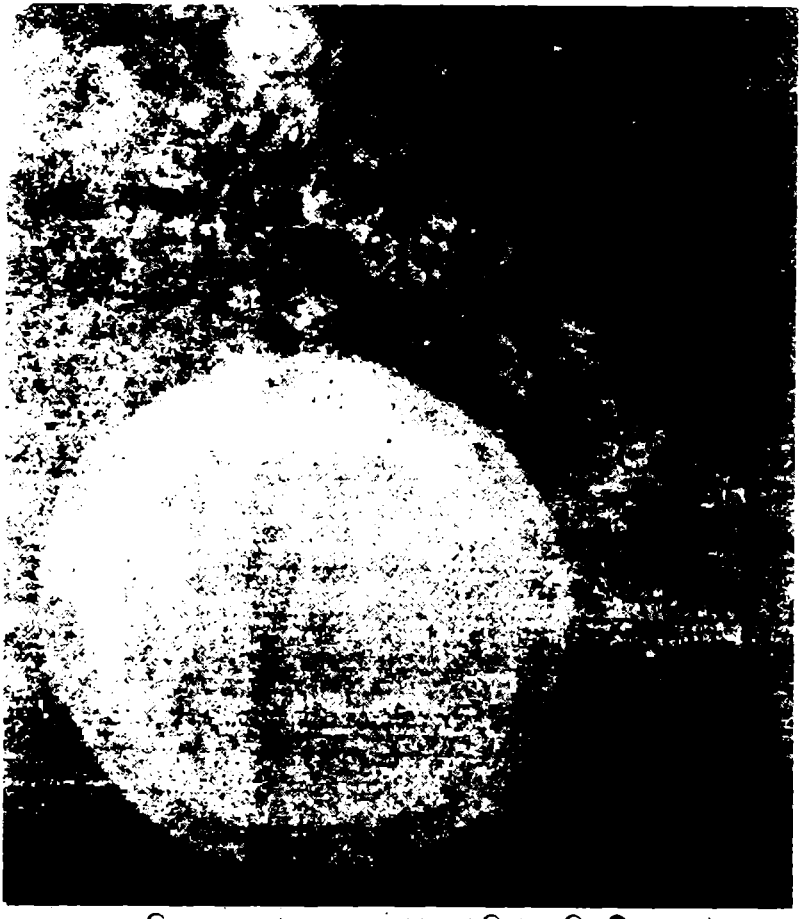

*চিত্র নং ৭ ঃ শত সহস্র শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণু পরিবেষ্টিত।*

www.amarboi.org

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○

"আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য, এজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।"
–সূরা আদ দাহর ঃ ২

**পরাগ মিলন**

কুরআনে মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে সব তথ্য বর্ণিত হওয়ার পরও মানুষ বিজ্ঞানময় কুরআনকে না বুঝে তাদের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা প্রদান করে যাচ্ছে। তবে মুসলিম চিন্তাবিদ ও দার্শনিকগণ যদি কুরআনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করতে সচেষ্ট হতেন তাহলে অমুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ তাদের মনগড়া বা অবাস্তব তথ্য প্রচার ও নিবন্ধিত করতে পারতেন না। এজন্য মুসলিম চিন্তাবিদ ও তত্ত্ব উপদেষ্টাগণ বহুলাংশে দায়ী।

যাক, জেনিটিকস সম্পর্কে বিজ্ঞানী গ্রিগর মেণ্ডেল তার পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তাহলো নিম্নরূপ ঃ

১৯ শতকে মেণ্ডেল জেনিটিকস এর ধারণায় উপনীত হবার জন্য মটরশুটির বিভিন্ন প্রজাতির চারার মধ্যে আড়-পরাগায়ন বা পরাগমিলন সংঘটন দ্বারা অর্থাৎ একজাতের মটরশুটি ফুলের পরাগ দ্বারা অন্য জাতির ফুলকে ফুলবতী করলেন, যার ফলে উৎপন্ন মটরশুটিটি হবে ভিন্ন প্রজাতির বৈশিষ্ট্যময়। উদাহরণস্বরূপ, তিনি যে মটরশুটি সর্বদা খাটো বা বামন চারা উৎপন্ন করে তার সাথে যে মটরশুটি সর্বদা লম্বা চারাগাছ উৎপন্ন করে তাকে নিষিক্ত বা মিলিত করলেন। এদের প্রত্যেকটি প্রজাতি হয় শুধু লম্বা না হয় শুধু খাটো গাছ উৎপন্ন করে, মিশ্রিত গাছ উৎপন্ন করে না। কিন্তু বিজ্ঞানী মেণ্ডেল এ আড়-পরাগায়নের ফলে উদ্ভূত উদ্ভিদ এবং তার থেকে পর্যায়ক্রমে উৎপন্ন চারা গাছগুলোর মধ্যে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের মিল লক্ষ করলেন। এর মধ্য থেকে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে পূর্ববর্তী প্রজন্মের কিছু সাদৃশ্যভাব, সমাকৃতি ও অদিল এর ভাব বিদ্যমান। তাই পরবর্তী মিশ্রপ্রজন্ম বা সাদৃশভাব যা খাটো-লম্বা আড়-পরাগায়নের প্রথম প্রজন্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। অবশ্য এ নতুন প্রজন্মগুলোর মধ্যে আড়-পরাগায়ন করার ফলে যে বহুবিদ খাটো লম্বা ও বৈচিত্রময় সৌষ্টবমণ্ডিত চারা গাছগুলো পাওয়া গেল তাদের আকৃতি ছিল ভিন্ন রকম অর্থাৎ কেউ লম্বা, কেউ খাটো ও নানা বর্ণের

www.amarboi.org

ও নানা রঙের। মধুমক্ষীকা ও বাতাসের মাধ্যমে পরাগায়ন ঘটে থাকে। কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ○ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ○

"তাদের নিকট পেশ করো উপমা পার্থিব জীবনের। এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ থেকে, যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয়, অতপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছিত হিসাবেও উৎকৃষ্ট।"–সূরা কাহাফ ঃ ৪৫-৪৬

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, আকাশ থেকে বারি বর্ষণের পর ধরাতে সবুজ চারা গাছ উদ্‌গত হয় মহা সমারোহে এবং ধরত্রীকে শস্য-শ্যামল করে তুলে, যেমন বসন্তের আগমনে ধরণীর মাঝে প্রাণের স্ফুরণ ঘটে। আর বাতাসের ফুলের বীজ একস্থান থেকে অন্যস্থানে উড়ে গিয়ে পরাগায়নের মাধ্যমে বৈচিত্রময় গাছ জন্ম দিয়ে থাকে। যেমন একজন কালো পুরুষ যদি সাদা চামড়ার কোনো স্ত্রীলোককে বিবাহ করে তবে ঐ স্ত্রীলোকটির গর্ভে সাদা রংঙের সন্তান বা কালো রংঙের সন্তান জন্মগ্রহণও করতে পারে। আবার স্বামী-স্ত্রীর উচ্চতানুসারে খাটো বা লম্বাও হতে পারে। যা কেবল বাবা-মার X এর Y ক্রোমোজমজ এর উপর নির্ভর করে হতে পারে তা পূর্বের ব্যাখ্যায়িত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে মিশ্র প্রজন্ম (হাইব্রিড) যা লম্বা বা খাটো আড়পরাগায়নের প্রথম প্রজন্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। নতুন প্রজন্মগুলোর মধ্যে আড়পরাগায়ন করার ফলে যে নতুন নতুন প্রজন্ম পাওয়া গেল তাদের আকৃতি ছিল ভিন্ন রকম। কোনোটা লম্বা ও কোনোটা খাটো। গড় হিসাবে নতুন প্রজন্মের মিশ্র প্রজন্ম ৪.৩ অংশ ছিল লম্বা এবং ৪.১ অংশ ছিল খাটো। এভাবে বর্ণসঙ্কর (হাইব্রিডাইজেশন) এর ফলে প্রথম প্রজন্ম থেকে খাটো ভাব বিলুপ্ত হয়ে গেলেও পরবর্তী প্রজন্মে আবার তা ফিরে এসেছিলো। অনেক পরীক্ষার পর

www.amarboi.org

মেণ্ডেল মটরশুটির চারা উৎপন্নের মাধ্যম বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর একই জাতীয় ফল পেলেন। সঙ্করায়নের মাধ্যমে বীজের আকৃতি, চারার আকৃতি ও রং ইত্যাদির বিচিত্রতা পেলেন।

মেণ্ডেল তার পরীক্ষার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ঃ

He noted that when stainr which were Fred for a featare suchas tallness were crossed with plants bred to be short all the offspring in the frist filial or F1 generation were tall. If plants in this F1 generation were interbred them both tall and short plants resulted in a ration of three to one.

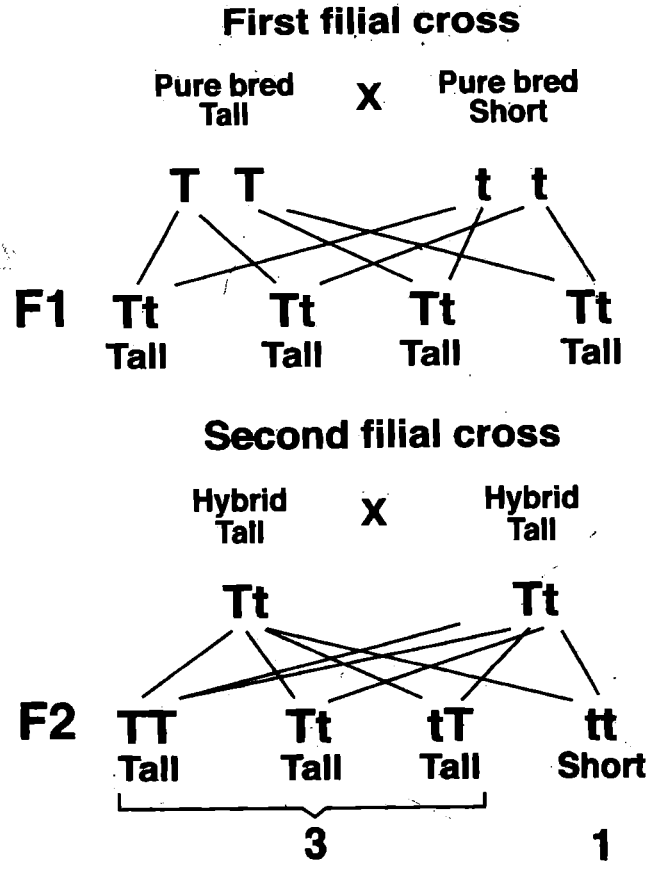


*চিত্র নং ৮ ঃ ম্যাণ্ডেলস্-এর বংশধারা পরীক্ষামূলক ব্যাখ্যা*

www.amarboi.org

Those characteristics which were manifested in the F1 hyybecids were refered to as dominant, where as those which reappeared in F2 generation were described as being recessive.

মেণ্ডেল আবার উপরোক্ত অবজারভেশনের উপর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে ঃ

একটা চারা গাছের দৈহিক উচ্চতা (মানুষের উচ্চতার মত) কেবল একজোড়া চারা গাছের গুণনীয়ক উৎপাদক দ্বারা কন্ট্রোল হয়ে থাকে, যার মধ্যে একটা পিতা-মাতার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে থাকে যার সাথে একজন ডেনিশ বোটানিষ্ট Johannsen coined the trem gene for these hereditary factors. The pure bred plants, with two identical genes, used in the initial cross would now be referred to as homozygous কিন্তু হাইব্রিড bF1 চারা গাছগুলোর প্রত্যেকটির একটা লম্বা হবার এবং আর একটির খাটো হবার বংশগতি নিয়ন্ত্রক উপাদান (জীন) বর্তমান থাকে যাকে আবার heterozygous বলে। যে জীন্সগুলো এ সকল বৈষম্যমূলক চরিত্রের জন্য দায়ী তাদেরকে allelomor phs আখ্যায়িত করা হয়। অপরপক্ষে বংশধরদের মধ্যে genotypes নির্ধারণের জন্য যে কৌশল বা প্রক্রিয়া মানা হয় তাকে Punnett's square বলা হয়।

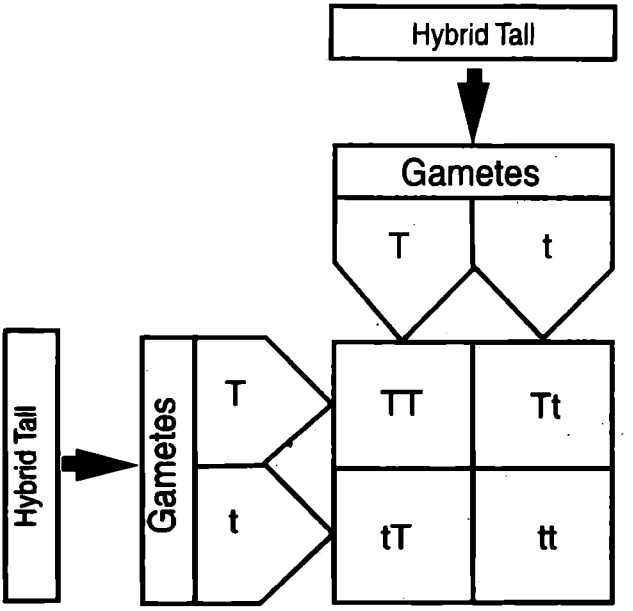




*চিত্র নং ৯ ঃ পুনেটস্-এর স্কয়ারে জিন্স্-এর বিভক্তিকরণ এবং দ্বিতীয় ফিলাল ক্রোসে মিলনচিত্র।*

www.amarboi.org

চারাগাছ পরীক্ষার উপর ম্যানডেলের সূত্র যে তিনটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহলো ঃ

১. সঙ্গতিপূর্ণ আইন (The law of Uniformity)

২. বিভাজ্য নিয়ম (The Law of Segregation)

৩. স্বাধীন বৈশিষ্ট্যধারী জিন (The Law of Independant Assortment)

**১. সঙ্গতিপূর্ণ আইন (The law of Uniformity)**

এ নিয়মটি প্রকৃত অবস্থা নির্দেশ করে এভাবে যে, যখন দুটো হোমোজাইগটস তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে এক বা দুই বা তাঁর অধিক জীনস্ উত্তরাধিকার সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট চরিত্রের এ্যালিলিতের ক্রস করে থাকে তার ফলে প্রথম জেনারেশনের বাচ্চারা একই রকম এবং হির্থেরোজাইগজ রূপ গ্রহণ করে থাকে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত চরিত্র ও চেহারার খুব একটা পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ সংস্করায়ত্ব লাভ করে।

এ ব্যাপারে উল্লেখ করা যায় যে, একদা এক বেদুঈন হযরত মুহাম্মদ স.-এর নিকট এসে বললেন, তিনি ও তার স্ত্রী কালো রং এর না হওয়া সত্ত্বেও তার স্ত্রী একটা কালো রং-এর বাচ্চা জন্ম দিয়েছে। আমার মনে হয় এ বাচ্চাটি আমার ঔরসের নয় এবং একে আমি আমার বাচ্চা বলে স্বীকার করতে পারি না। তখন রাসূল স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার উট আছে? সে বললো, হাঁ, আমার উট আছে। কি কি রং-এর উট আছে তা জানতে চাইলে উক্ত বেদুঈন বললো, তার লাল হলুদ রং-এর উট আছে। পুনরায় রাসূলে করীম স. জানতে চাইলেন, তার মধ্যে কোনো কালো রঙের উট আছে? তখন উক্ত ব্যক্তি বললেন, হাঁ আছে। তখন হযরত মুহাম্মদ স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে লাল হলুদ রং-এর উটের বাচ্চা কালো রং-এর হলো। তখন উক্ত বেদুঈন বললো, হয়তো কোনোভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। তখন হযরত মুহাম্মদ স. বললেন, তোমার সন্তান ও নিশ্চয়ই কালো রং উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে অর্থাৎ হয়তো তোমার বংশে বা তোমার স্ত্রীর বংশের কোনো সাদা কালো বা কালো সাদা রং এর লোক ছিল যাদের সংমিশ্রণে সন্তান বর্ণসঙ্কর হয়েছে। এ বর্ণসঙ্কর হওয়া উত্তরাধিকার সূত্র প্রোথিত মাত্র। এর জন্য কাউকে দায়ী করা যায় না।

পবিত্র কুরআন ও সিহাহ সিত্তা হাদীস গ্রন্থে মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে এবং যেভাবে উল্লেখিত হয়েছে তা বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারা

www.amarboi.org

থেকেও অনেক উন্নত ও মহাকৌশলীর কৌশল যা বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার অনেক উর্ধে। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, কুরআনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে রাসূল স.-এর নিকট যেভাবে প্রত্যাদেশ এসেছিল এবং হাদীসশাস্ত্রে মানব ভ্রূণ গঠন সম্বন্ধে যে বর্ণনা দেয়া আছে তা বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করছে মাত্র যা তারা বিংশ শতাব্দীর পূর্বে জানতে পারেনি। কারণ এর পূর্বে কেউই কুরআনের চর্চা করেনি। বর্তমানে মানুষ যেভাবে কুরআনকে বুঝতে চেষ্টা করছে তখন তা সম্ভব হয়নি। কুরআনে বর্ণিত আছেঃ

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللّٰهِ ج وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○ إِنْ
يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ○ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ○

"হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়।"–সূরা ফাতির ঃ ১৫-১৭

এখানে দেখা যায় যে, আল্লাহ কারো কাছে মুখাপেক্ষী নন। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ। তিনি ইচ্ছা করলে কাউকে অপসৃত করে তদস্থলে নতুন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। এতে কারো কোনো অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষ অথবা তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন হয় না। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো ক্যামিকাল এ্যানালাইসিস প্রয়োজন হয় না। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ বলেই তার ইচ্ছা মত সৃষ্টিতে নতুনত্ব এনে থাকেন। কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ج فَأَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا
أَلْوَانُهَا ط وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ
سُوْدٌ ○ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ط إِنَّمَا
يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ط إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ○

"তুমি কি দেখ না আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত করেন এবং আমি এটা দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদ্‌গত করি। পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ, শুভ্র, লাল ও নিকষ কাল। এভাবে রং বেরং-এর মানুষ, জন্তু ও

www.amarboi.org

আনআম রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাকে ভয় করে, আল্লাহ পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল।"–সূরা আল ফাতির ঃ ২৭-২৮

উপরোক্ত আয়াতসমূহে যা বুঝানো হয়েছে তাহলো ঃ

১. আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে ভূমিতে বিচিত্র রং-এর গাছপালা উদ্ভিদ সৃষ্টি করে থাকেন।

২. গাছে নানা বর্ণের ফলমূল ফলিয়ে বা উদ্‌গত করে থাকেন।

৩. নানা বর্ণের পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করে এর মধ্যে বিচিত্র বর্ণের পথ যেমন, শুভ্র, লাল, নীল ও নিকষ কাল রং-এর পথ সৃষ্টি করে থাকেন কেবল পরাক্রমশালী আল্লাহ কৌশল দেখাবার জন্য মাত্র।

৪. আল্লাহ এভাবে রং বেরং-এর মানুষ অর্থাৎ সাদাকালো, তামাটে, হালকা গোলাপী রং-এর সৃষ্টি করে থাকেন।

৫. বিভিন্ন প্রকার এবং বিভিন্ন রং-এর জন্তুজানোয়ার সৃষ্টি করে পৃথিবীর পরিবেশকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে রাখেন।

৬. এজন্যই পৃথিবীতে যত কোটি কোটি মানব জন্মগ্রহণ করেছে একজনের সাথে আর একজনের চেহারা ও রং-এর মিল নেই।

৭. একটা গাছে যত ফল ও ফুল উদ্‌গত হয় তার প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ভিন্ন প্রকৃতির।

৮. একই আদমের সন্তান কোনো মানুষ খাটো আর কোনো মানুষ লম্বা এবং আকৃতি ও প্রকৃতিতে ভিন্ন।

এখানে যা বুঝানো হচ্ছে তাহলো এই, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টিলোকে কোথাও একই রং, একই অবস্থা ও একঘেয়েমি পূর্ণ অভিন্নতা নেই। চারিদিকে আছে শুধু বৈচিত্র ও রকম-বেরকমের অবস্থা। যমীন এক, পানিও এক ; কিন্তু তা হতেই আবার নানা রং-বে রং এবং রকমারী গাছ-পালা ও বৃক্ষ লতার উদ্‌গম হচ্ছে। অথচ একটা গাছের দু রকম ফল, বর্ণ ও দেহের আকার ও স্বাদের দিক দিয়ে একই মানের নয়। এমনকি একটা লটকন ফলকে ভাঙলে দেখা যায়, ফলের মধ্যে তিনটা বা চারটা কোষ যাই থাক না কেন, তাতে দেখা যায় একটা কোষ সাদা, দুটো লাল এবং একটা হলুদ রং এর। এটাই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির বৈচিত্র।

www.amarboi.org

আবার একই পাহাড়ে ও জঙ্গলে নানা বর্ণ পরিদৃষ্ট হয়। তার বিভিন্ন অংশের বস্তুগত সংগঠন-সংমিশ্রণেও বিরাট পার্থক্য রয়েছে। মানুষ ও জীবজন্তুর ক্ষেত্রে একই পিতা-মাতার দুই সন্তান কখনোও একই রকম পাওয়া যায় না। কোনো না কোনো রকম পার্থক্য থাকবেই।

এ বিশ্বলোকে কেউ যদি মেযাজ প্রকৃতি স্বভাব ও মানসিকতায় ঐক্য ও সাদৃশ্যের সন্ধান করে এবং বৈচিত্রে অভিন্নতা দেখে ঘাবড়িয়ে যায় তবে তা হবে তার নির্বুদ্ধিতা। এ বৈচিত্র ও পার্থক্য থেকেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হবে যে, এ বিশ্বলোকের এক মহাপরাক্রান্ত প্রবল সুবিজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা অসংখ্য যৌক্তিকতা ও কল্যাণ দৃষ্টি সহকারে পয়দা করেছেন। এর নির্মাতা অবশ্যই কোনো তুলনাহীন সৃষ্টিকর্তা। দৃষ্টান্তহীন নির্মাতা ও অনন্য শিল্প কুশলী। তিনি প্রত্যেক প্রকার জিনিসের একই নমুনা নিয়ে বসে নেই। তাঁর নিকট প্রত্যেক জিনিসের জন্য নতুন নতুন ডিজাইন ও অসংখ্য পরিমেয় ডিজাইন ও নকশা চিত্র বর্তমান। এছাড়া মানবীয় স্বভাব ও মানসিকতার পার্থক্য সম্পর্কে চিন্তা করলে জানতে পারা যায় এরূপ হওয়াটা কোনো অনিচ্ছাক্রমে আপনি ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়। এটা মূলতই তাঁর সৃষ্টি কুশলতারই পরিচায়ক, সমস্ত মানুষ যদি জন্মগতভাবেই নিজেদের প্রকৃতি বা গঠন, লালসা বাসনা, আবেগ-উচ্ছাস, ঝোঁক-প্রবণতা ও চিন্তার পদ্ধতির দৃষ্টিতে একই রকম, অভিন্ন ও পার্থক্যহীন বানিয়ে দেয়া হতো, আর কোনো প্রকারে পার্থক্যের অবকাশ রাখা না হতো তাহলে এ পৃথিবীতে মানুষ এক নতুন রকমের সৃষ্টি হিসাবে বানানোই অর্থহীন হয়ে যেতো। সৃষ্টিকর্তা যখন এ যমীনে দায়িত্বশীল ও ক্ষমতা-ইখতিয়ার সম্পন্ন এক সৃষ্টির অস্তিত্ব দানের ফায়সালা করলেন, তখন এ ফায়সালা যেভাবে কার্যত সম্পাদিত হয়েছিল এর ধরনের অনিবার্য দাবী ছিল এই যে, তার গঠন প্রকৃতিতে সর্বপ্রকারের বিরোধ পার্থক্যের অবকাশ রাখা প্রয়োজন ছিল। বস্তুত মানুষ যে কোনো দুর্ঘটনার সৃষ্টি নয় বরং এক বিরাট বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ পরিকল্পনারই ফল, এটা তাঁরই এক অকাট্য প্রমাণ মাত্র। আর বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা যেখানেই পাওয়া যাবে, তার পশ্চাতে এক মহা বিজ্ঞানীর অস্তিত্ব থাকা অপরিহার্য। বিজ্ঞানী ছাড়া বিজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভব কেবল নির্বোধরাই ধারণা করতে পারে।

### ২. বিভাজ্য নিয়ম (The law of segregation)

পৃথকীকরণ আইন বা নিয়মটিতে দেখা যায়, প্রতিটি একক বৈশিষ্ট্যধারীরা কোনো বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য দুটো করে জীন ধারণ করে আর

www.amarboi.org

এর মধ্য থেকে কেবল একটা যে কোনো এক সময় ট্রান্সমিট হতে পারে। এটা খুব একটা ঘটতে দেখা যায় না তবে কোনো সময় যদি দুটো এ্যালিলিক জীন্স প্রথম মিওটিক ডিভিশনের সময় ক্রোমোজমজ এর সংমিশ্রণ না ঘটে তখন পৃথক হতে ব্যর্থ হয়।

### ৩. স্বাধীন বৈশিষ্ট্যধারী জিন ঃ (The law of Independant Assortments) :

এ নিয়মটি যে বিষয়কে নির্দেশ করে তাহলো এই যে, যখন অনেক জোড়া জীন্স এক সাথে অর্থাৎ এ্যাসরমেন্ট অবস্থায় থেকেও প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয় তবে সব ক্ষেত্রে এটা সত্য নাও হতে পারে।

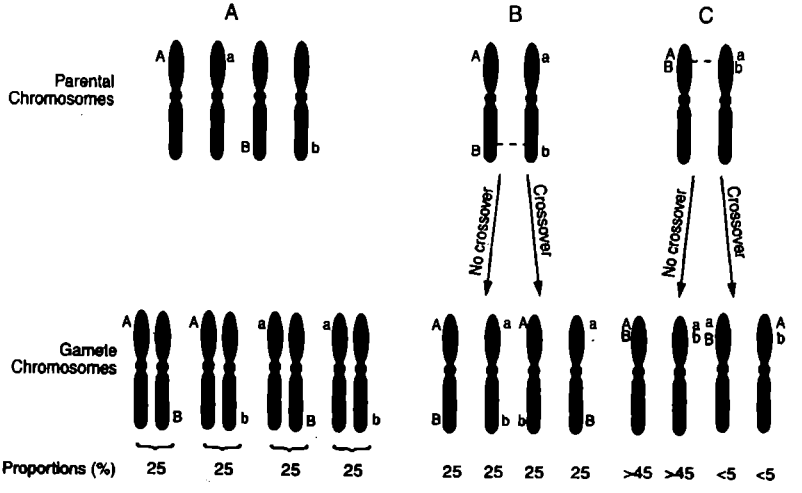


*চিত্র নং ১০ ঃ এলিলে ২ নম্বর স্থানে মিওসিসের বিভাজন প্রক্রিয়া, A-লোকাইতে বিভিন্ন ক্রোমসম্‌স এবং B-লোকাইতে একই ক্রোমসম্‌স। কিন্তু প্রশস্ততায় বিভিন্ন রকম, সে কারণে A-লোকাইগুলো সংযুক্ত নয় প্রত্যেকেই স্বাধীন। C-তে লোকাইগুলো খুবই কাছাকাছি সে কারণে বিভক্তিকরণ দ্বারা অতিক্রমনীয় নয়। অর্থাৎ লোকাইগুলো সংযুক্ত।*

www.amarboi.org

উপরোল্লিখিত দুটো নিয়মের ব্যাপারে রাসূল স.-এর একটা হাদীসের বর্ণনা দেয়া যেতে পারে।

"রাসূল স. বলেছেন, তিনিই জান্নাতে প্রবেশ করবেন যিনিই আদমের আকার বিশিষ্ট হবেন। অর্থাৎ আদমের সমপরিমাণ ষাট হাত উচ্চতা বিশিষ্ট হবেন। তবে বনী আদমের উচ্চতা সর্বদা হ্রাস পেতে পেতে বর্তমান পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছেছে। অর্থাৎ বনী আদম যে উচ্চতারই হোক না কেন, আদমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণসম্পন্ন হলেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"–বুখারী-৩০৮১

আর এক হাদীসে উম্মে সালমা রা. থেকে বর্ণিত। উম্মে সুলাইম আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কখনো সত্য প্রকাশ করতে লজ্জা করেন না। যদি মেয়েদের স্বপ্নদোষ হয় তাহলে তাদের উপরও কি গোসল ফরয হয়। তিনি বললেন, হাঁ, যখন মণি দেখতে পাবে। উম্মে সালমা (একথা শুনে) হাসতে লাগলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন মেয়েদেরও কি স্বপ্নদোষ হয় ? রাসূলুল্লাহ স. বললেন, (এমন না হলে) সন্তান তার আকৃতি পাওয়ার কারণ কি ?"–বুখারী-৩০৮২

উপরোক্ত হাদীস দুটো থেকে দেখা যায় যে, মানুষ সে যে স্থানের বা অঞ্চলের হোক না কেন সে আদমেরই বৈশিষ্ট্য পাবে। সন্তান-সন্ততির আকৃতি বাপ মায়ের বা তাদের পূর্ব পুরুষের হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আরও উল্লেখ আছে, হযরত মুহাম্মদ স. একদা একজন ইহুদীকে বলেছেন যে, মানুষ, পুরুষ ও স্ত্রী নুত্ফাহ এর সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়। তিনি জেনিটিক গুণ সম্পর্কেও বলেছেন এবং এক আরবকে বলেছেন যে, যদি একদা পুরুষ নুত্ফাহ (শুক্রাণু) স্ত্রী নুত্ফার (ডিম্বাণু) সাথে গর্ভাশয়ে লেগে যায়, তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেন যা হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ. থেকে চলে আসছে।

একদা এক আরব বেদুঈন হযরত মুহাম্মদ স.-এর নিকট নালিশ করলো, আমরা স্বামী স্ত্রী কেউই কালো নই কিন্তু আমার স্ত্রী কালো রং-এর একটা বালক সন্তান প্রসব করেছে। তখন হযরত মুহাম্মদ স. বালকটি নিসন্দেহে তার পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য পেয়েছেন বলে বর্ণনা করলেন।

**উত্তরাধিকার ভিত্তিক শুক্রাণু** (The chromosomal basis of Inheritence)

মেণ্ডেলের সূত্রানুসারেও দেখা যায় যে, সন্তানের আকৃতি, প্রকৃতি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রোথিত ও প্রাপ্ত। বাবা-মা'র শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সাহচর্যে যে

www.amarboi.org

সন্তানটির জন্ম হলো তা বাবার শুক্রাণুটা তেজী হলে তার প্রকৃতি পেয়ে থাকে এবং মা'র টা পেয়ে থাকলে মায়ের আদর্শ গ্রহণ করে থাকে। বাবা-মা'র X এবং Y ক্রোমজম্‌জ এর মিশ্রিত ফসল সন্তান। খাটো ও লম্বা তাও বাবা-মাও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে থাকে, যা হাদীসশাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এটাও জানা আছে, প্রত্যেকটি সেল একটা নিউক্লিয়াস বা মূল অংশ বা শাস ধারণ করে থাকে যার মধ্যে অসংখ্য সূতার মতো গঠন বা অবয়ব বিদ্যমান থাকে যাকে আবার ক্রোমোজমজ বলা হয়। এ ক্রোমোজমজ উত্তরাধিকারে গুণনীয়ক হেতু/উপাদানে বহন করে থাকে। ক্রোমোজমজ এর গতিবিধি, চরিত্রের উপর নির্ভর করে সন্তানের ভাল ও মন্দ দিক। ক্রোমোজমজ এর অস্বাভাবিকতার কারণে উত্তরসূরীরা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত।

*চিত্র নং ১১ ঃ ক্রোমসমস-এর একটা সেল দু'টো ডটারসেলে বিভক্তিকরণ হবার চিত্র।*

ম্যানডোলিয়ান উত্তরাধিকার সূত্র এবং ক্রোমোজমজ যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন দেখা যায় যে, মানুষের মধ্যে সাধারণত ৪৮টি বিদ্যমান থাকে

www.amarboi.org

কিন্তু সত্যিকারভাবে এ সংখ্যা ৪৬টি বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিন পর দেখা গেল যে, মানুষের জেনিটিক disorder ঘটে কেবলমাত্র জীন বিভাজনের সময়, একটা ক্রোমোজম পুরোপুরি একদিনে বা আংশিক হ্রাস হবার কারণে কিছু কিছু ক্রোমোজমাক এ্যাবনরমালিন্ট যেমন ট্রান্সলোকেশন কিছু কিছু পরিবারে বাহিত হয়। এ পৃথকীকরণকে ম্যানডোলিয়ান ফ্যাশন বলে।

**জিনের আবর্তন** (The Rule of Genes)

পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ۝ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ۝ مِنْ نُّطْفَةٍ ط خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۝ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ۝

"মানুষ ধ্বংস হোক। সে কতো অকৃতজ্ঞ। তিনি তাকে কোন্ বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন ? শুক্রবিন্দু থেকে, তিনি তাকে সৃষ্টি করেন, পরে তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন, অতপর তার জন্য পথ সহজ করে দেন।"–সূরা আবাসা ঃ ১৭-২০

কুরআনে আরো উল্লেখ আছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ج وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ط وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ ۝

"হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অবধান করো আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা থেকে, তারপর শুক্র থেকে (মানব সৃষ্টির পর পর্যায়ক্রম) তারপর আলাকা থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড থেকে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য, আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিতি রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত

www.amarboi.org

বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত ঘটানো হয় এবং তোমাদের কাউকে কাউকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে যার ফলে তারা যাকিছু জানতো সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতপর তাতে আমি বারিবর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।"

–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৫

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, মানুষকে সেই মূল বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যার সবটুকুই মাটি থেকে আহরিত, আর সেই সৃষ্টি ধারা সৃষ্টি হয় শুক্রকীট থেকে। অথবা এর অর্থ এই যে, মানব জাতির সৃষ্টি শুরু হয়েছে যে আদম আ. থেকে তাকে সরাসরি মাটি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে মানব বংশ সৃষ্টির ধারা চলছে মানুষের মধ্যে সৃষ্ট শুক্রকীট দ্বারা। এ অবস্থা পৃথিবীর আদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত চলছে এবং চলবে। যেমন সূরা সাজদায় বলা হয়েছে ঃ

الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۚ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۚ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ط قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

"যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে এবং কর্দম থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতপর তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে (অর্থাৎ শুক্র থেকে)। পরে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং তাতে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর নিকট থেকে এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"–সূরা সাজদা ঃ ৭-৯

এ সকল ব্যবস্থা থেকে দেখা যায় যে, মানুষকে পর্যায়ক্রমে কনটিনিউয়াস প্রোসেসে মানুষের তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস (শুক্র বিন্দু) মায়ের গর্ভে ডিম্বাণুর সাথে লেগে গিয়ে সন্তান সৃষ্টি করছে এবং এ কার্যক্রম পৃথিবীর স্থায়িত্ব অবধি চলতে থাকবে। এর উপর কারো কোনো এখতিয়ার নেই। আল্লাহর এখতিয়ার ছাড়া।

মায়ের গর্ভে ভ্রূণের যেসব পরিবর্তনশীল অবস্থা দেখা দিয়ে থাকে, এখানে সেদিকের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সময় কেবল শক্তিশালী কেবল আলট্রাসাউন্ড-এর মাধ্যমে যে অবস্থা পরিদৃষ্ট হয় তার কথা বলা

www.amarboi.org

হয়নি। তবে মায়ের গর্ভে ভ্রূণের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কুরআনে দুটো দিকের উল্লেখ আছে। যেমন ঃ

১. এপিজেনিটিক যার মধ্যে নুতফাতুল আমসাল (জাইগট) আলাকে পরিণত হয়। অর্থাৎ এ বস্তুটা জরায়ুতে আটকিয়ে থাকে। পরে আলাক মুদগাতে পরিণত হয়। অর্থাৎ একটা চর্বিত গোশত যাকে সোমাইট স্তর বলা হয়। তারপর সোমাইট পৃথকভাবে হাড় ও গোশতে পরিণত হয় যা পরে গোশত দ্বারা আবৃত হয়। এভাবে মানবীয় ভ্রূণ পরবর্তীতে মানব আকৃতি ধারণ করে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় একটি আকৃতি এক এক রকম হয়ে থাকে।

২. প্রিফরমেশনাল অবস্থায় পুরুষ এবং স্ত্রী গ্যামেট আগমনোন্মুখ মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। লেসলী এ্যারে ডেভেলপমেন্ট অব এনাটমীতে বর্ণনা করেছেন ঃ

"এ বিষয়ের উপর বর্তমান মতামত হলো এই যে, জিন্‌স ও তাদের বংশানুক্রমিক প্রভাব ভ্রূণের ক্রমবিকাশের উপর প্রিফরমেশনাল কিন্তু বাস্তবিকভাবে গঠন প্রণালীতে এপিজেনিটিক।" কিহামুর, হ্যামিলটন, বয়েড এবং মসম্যান, জান ল্যাংগম্যান, ব্রাডলী এবং প্যাটেল সকল ভ্রূণতত্ত্ববিদগণই একথা স্বীকার করেছেন।

উল্লেখ থাকে যে, একদা এক আরব বেদুঈন হযরত মুহাম্মদ স.-এর নিকট নালিশ করলো, আমরা স্বামী-স্ত্রী কেউই কালো নই কিন্তু আমার স্ত্রী একটা কালো রং এর সন্তান প্রসব করেছে। তখন রাসূল স. তাঁকে জিজ্ঞেস করলো যে, তোমাদের বংশের বা তোমাদের পিতৃপুরুষ কেউই কি কালো ছিল। তখন বেদুঈন উত্তর দিলো, হাঁ। তখন রাসূল স. বললেন, হয়তো তোমার সন্তানটি নিসন্দেহে পূর্ব-পুরুষের কারো বৈশিষ্ট্য পেয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

**জেনিটিকসের সূত্রাবলী** (Rules of genetics)

১. মানব বৈশিষ্ট্যগুলো প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সন্তানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

২. প্রতিটি সন্তানই তার শারীরিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য পিতা-মাতার নিকট থেকে এক একটি অর্থাৎ দুটো জিন লাভ করে।

৩. কতক জিন প্রবল এবং কতক দুর্বল। পরে প্রধান জিনগুলোর বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং দুর্বলগুলোর বৈশিষ্ট্য লুকায়িত থাকে যা পরবর্তী প্রজন্মে প্রকাশ পেতে পারে।

উক্ত সূত্র বিচারে বিজ্ঞানীদের মতামত ও ধারণা ও কুরআন ও হাদীসের সাথে সম্পূরক। হাদীসে উল্লেখিত আছে, যখন আবদুল্লাহ ইবনে সালামের

www.amarboi.org

কাছে রাসূলুল্লাহ স.-এর মদীনা আগমনের খবর পৌঁছলো তখন তিনি রাসূল স.-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং বললেন আমি আপনার নিকট তিনটি বিষয় জিজ্ঞেস করতে চাই, যা নবী ছাড়া আর কেউই অবগত নন। অতপর জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামতের প্রথম আলামত কি ? জান্নাতবাসীদের প্রথম খাদ্য—যা তারা খাবেন কি হবে ? কি কারণে সন্তান পিতার সাদৃশ্যতা ও আকৃতি লাভ করে আর কিসের প্রভাবে (কোন্ কোন্ সময়) মায়েদের আকৃতি লাভ করে থাকে ?

রাসূল স. জবাব দিলেন, জিবরাঈল আ. এই মাত্র আমাকে এ তিনটি বিষয়ে অবহিত করেছেন। তখন আবদুল্লাহ বললেন, সে তো ফেরেশতাগণের মধ্যে ইহুদীদের দুশমন। রাসূলুল্লাহ স. প্রশ্নের জবাব দিলেন, আগুন হলো কিয়ামতের প্রথম আলামত—যা মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে তাড়া করে নিয়ে যাবে। আর জান্নাতবাসীদের প্রথম খাদ্য যা তারা খাবেন তাহলো মাছের কলিজার সর্বোত্তম অংশ। বাকী থাকলো সন্তানের সাদৃশ্যের কথা। তাহলো পুরুষ যখন আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন যদি তার বীর্য (শুক্র) প্রথমে স্খলিত হয়ে যায়, তাহলে সন্তান তার আকৃতি পায়। আর যদি স্ত্রীর আগে বীর্যপাত হয়, তবে সন্তান মায়ের আকৃতি লাভ করে। জবাব শুনে আবদুল্লাহ বললেন, আমি সাক্ষ দিচ্ছি নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি পুনরায় বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহুদীরা হলো এক অপবাদকারী ও কুৎসা রটনকারী জাতি .....।

অন্য এক হাদীসে উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত আছে, উম্মে সুলাইম আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কখনো সত্য প্রকাশে লজ্জা করেন না। যদি মেয়েদের স্বপ্নদোষ হয় তবে তাদের উপরও কি গোসল ফরয হয় ? তিনি বললেন, হাঁ, যখন মণি দেখতে পাবে। উম্মে সালামা একথা শুনে হাসতে লাগলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েদেরও কি স্বপ্নদোষ হয় ? রাসূলুল্লাহ স. বললেন, (এমন না হলে) সন্তান তার আকৃতি পাওয়ার কারণ কি ?

এখানে উল্লেখ্য যে, এখন থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে কুরআন ও হাদীসে মানুষের বংশগতি, আকৃতি প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা যারা কুরআন ও হাদীসশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন তারা কুরআন ও হাদীসে কি আছে তা জানতে পেরেছেন। হয়তো চিকিৎসাশাস্ত্রবিদগণ কুরআন ও হাদীস নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন তাই বর্তমান সময় তারা কুরআন ও হাদীসের সম্পূরক সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম হয়েছেন।

এখন বিজ্ঞানীদের মতামত অনুসারে যদি জিন থেকে একটা সন্তান প্রসব পর্যন্ত বিষয় চিন্তা করা হয় তবে দেখা যাবে যে, প্রত্যেকটি বস্তুর সৃষ্টিতে



www.amarboi.org

একটা নিউক্লিয়াস কাজ করে যা কিনা সাইটোপ্লাজম এর মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে। আবার সাইটোপ্লাজম সেলওয়াল দ্বারা আবৃত থাকে। যা চিত্র ২ঃ ১-এ দেখা যেতে পারে। তবে নিউক্লিয়াস, মেমব্রেইন আবৃত থাকে যা কিনা সাইটোপ্লাজম থেকে পৃথক রাখে এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে ক্রোমোজম্জ থাকে যা আবার জিন ধারণ করে থাকে এভাবে চক্র চলে যা চিত্রে চিত্রায়িত হয়েছে।

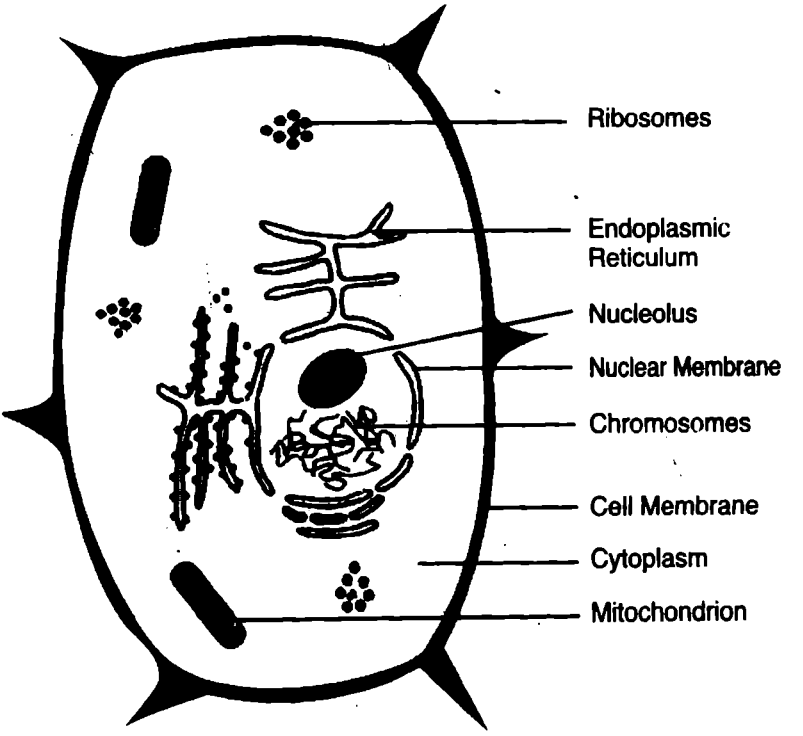


*চিত্র নং ১২ ঃ একটা প্রাণী সেল*

www.amarboi.org

**উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষুদ্র কোষ ও আনবিক বংশ গতিধারার মূল** (The cellular and moleuclar basis of inheritence)

আধুনিক বিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞান অনুসারে দেখা যায় যে, প্রতিটি জীবের দেহে যাকিছু ঘটে, তা ঘটে মূলত তার ক্ষুদ্র কোষ স্তরে। তাই পিতা-মাতার মিলনে যে সন্তান জন্ম নেয় সেই সন্তানের মধ্যে পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যাবলী প্রবাহিত হয় এটাই হলো আনবিক রসায়নবিদ্যার ভিত্তি বা বংশগতির ধারাবাহিকতার চলমান ভিত্তি। কোষের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ক্রোমোজমজ। কোনো কোষ বিভাজ্য হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে লম্বা গঠনের কাঠামোটি ভেঙ্গে যায়। এ কারণেই ক্রোমোজমজ জেনিটিক গবেষণার প্রাথমিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। ক্রোমোজমের বিভাজিত হবার বিষয়টি বিজ্ঞানীদের মনে দাগ কেটেছিল বলেই তারা তা নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেছিল। কোষ ভাঙ্গার সময় এ লম্বা কাঠামোগুলোও ভেঙ্গে বিভক্ত কোষের প্রতিটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে কেন তার উপরও তাদের প্রশ্ন এবং এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য কি এরাই বহন করে তারও প্রশ্ন।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের দিকে জীববিজ্ঞানীরা অনুধাবন করতে পারলেন যে, ক্রোমোজম প্রাথমিকভাবে যা দিয়ে তৈরি তাহলো DNA (Deoxyribo Neuclic Acid) অর্থাৎ জিনের ধারক ও বাহক। নোবেল বিজয়ী ক্রীক ও ওয়াটসন এর দ্বারা DNA এর Double Helix কাঠামো আবিষ্কারের পর বংশ পরম্পরায় সংবাদ বহনকারী জেনিটিক সংকেতের রহস্য উদঘাটনের পথ সুগম হলো।

ক্রোমোজমজ হলো সুক্ষ্ম লম্বা পেঁচানো ডাবল হেলিকস রাসায়নিক পদার্থ যা প্রত্যেকটি নিউক্লিয়াস সেলের মধ্যে পাওয়া যায়। এ ডাবল হেলিকস রাসায়নিক পদার্থ প্রথমে ১৯৫৩ সালে ক্রিক ও ওয়াটসন আবিষ্কার করেন। এটা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে ল্যাডার ফর্মের মধ্যে ৪টা নাইট্রোজেনাস ভিত্তির উপর সাজানো। আদনাইন সর্বদা আইমেনের সাথে এবং সাইটোসিন গুয়ানিনের সাথে সংযুক্ত থাকে। A=T এবং G=C এ চারটি নাইট্রোজেনাস বেস এর প্রত্যেকে পেনটোজসুগার যা ফসফেট পদার্থের সাথে আছে, তার সাথে সংযুক্ত হবে। নাইট্রোজেনাস ভিত্তির যে কোনো তিনটি কোডন গঠিত করবে। আর প্রত্যেকটি সেলে মিলিয়ন মিলিয়ন জিন্স এর অবস্থান পাওয়া যায়। তবে প্রত্যেকটি মনুষ্য শরীর ৬ মিলিয়ন সেল দ্বারা গঠিত। এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুতে যে অসংখ্য গোপনীয় জিনিস লুকিয়ে আছে তাদেরকেই জিন বলে।

www.amarboi.org

*চিত্র নং ১৩ ঃ ক্রোমসম্‌স-এর ব্লু প্রিন্ট–মিওসিস বা রিডাকশন ডিবিশনাল ও কার্যপদ্ধতি।*

www.amarboi.org

*চিত্র নং ১৪ ঃ এটা একটি বিভক্ত মনুষ্য সেল। এটা ছেচল্লিশটি ক্রোমোসম্‌স ধারণ করে যার প্রত্যেকটি যুগলাবদ্ধ। ২২টি যুগল শরীর অথবা সোমেটিক ক্রোমসম্‌স গঠন করে। একটা যুগল সেক্স ক্রোমসম্‌স গঠন করে। পুরুষের ক্ষেত্রে তা Y এবং X ক্রোমোসম্‌স দ্বারা গঠিত। অপর পক্ষে স্ত্রীদের ক্ষেত্রে এটা দু'টো X ক্রোমসম্‌স দ্বারা গঠিত।*

তবে দু প্রকার নিউক্লিইক এ্যাসিড বর্তমান যার মধ্যে একটা হলো DNA অপরটা হলো RNA। বিরোনিউক্লিক এ্যাসিড এর মধ্যে পাঁচটা কারবন সুগার রিবোস বর্তমান। উভয় DNA এবং RNA পুরিন ভিত্তির উপর সাজানো যা কিনা অ্যাডেনাইন এবং গুয়ানাইন এবং Pyrimidine cytosine দ্বারা গঠিত কিন্তু থাইমাইন কেবল DNA-তে ঘটে আর ইউরাছিল কেবল RNA-তে পাওয়া যায়। RNA কেবল Nucleolus গঠনে পাওয়া যায় আর DNA ক্রোমোজমজ-এর মধ্যে পাওয়া যায় এবং ক্রোমোজমজ দ্বারাই সন্তানের পরিচয় জানা যায়।

www.amarboi.org

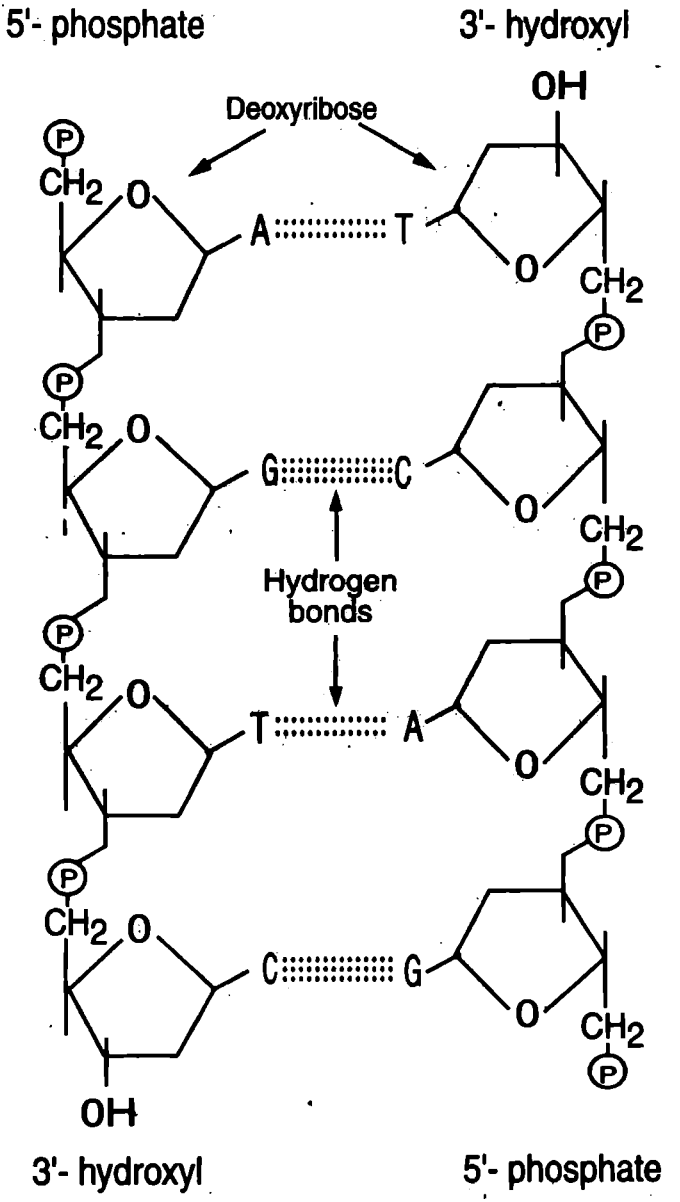


*চিত্র নং ১৫ ঃ সুগার ফসফেট ব্যাকবোন-এর ডিএনএ নিউক্লি টাইড মিলন দৃশ্য।*

www.amarboi.org

হাদীসে উল্লেখ আছে, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম স. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন তোমরা তোমাদের প্রকৃত বাপ-দাদাদের পরিচয় অস্বীকার করো না। কেননা যে ব্যক্তি পিতার পরিচয়কে অস্বীকৃতি জানালো সে অবশ্যই কুফরী করলো। ইসলামের পূর্বে সুমাইয়া নাম্নী এক নারীর সাথে আবু সুফিয়ানের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। এ সম্পর্কের ফলে তার গর্ভে এক সন্তান জন্মায়। তার নাম ছিল 'যিয়াদ'। উক্ত নারীটি ছিল উবাইদুস সাকাফীর স্ত্রী। আর যিয়াদ ছিল আবু বাকরার বৈমাতৃক ভাই। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এ যিয়াদ দীর্ঘদিন যাবত উবাইদুস সাকাফীর পুত্র হিসাবেই পরিচিত ছিল। কিন্তু পরে সে গর্ভে ধারণকৃত স্ত্রী অর্থাৎ যে মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছিল এবং নির্দিষ্ট সময় পর জন্ম দিয়েছিল তার স্বীকারোক্তি অনুসারে নিজকে আবু সুফিয়ানের পুত্র বলে দাবী করেন। সে দিন DNA পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না বা ক্রোমজমজ কি তাও মানুষের কাছে জানা ছিল না। কিন্তু পরিস্ফুটভাবে জানা ছিল যে, পুরুষ ও স্ত্রী লোকের মিলনে অর্থাৎ সহবাসে গর্ভে সন্তান আসে এবং যে সন্তান আসে তা ঐ ব্যক্তির যিনি ঐ স্ত্রী লোকটির সাথে এক বিছানায় কাটিয়েছিল এবং মধুর মিলনে মিলিত হয়েছিল। এখন গর্ভজাত সন্তানের পরিচয় বা পিতৃ পরিচয় কেবল বিছানায় অংশীদারিত্ব থেকে বর্তায় এবং স্ত্রী লোকটির স্বীকারোক্তি থেকে যে সে কোন্ পুরুষ লোকের সাথে সহবাস করেছিল এবং কার থেকে গর্ভে সন্তান এসেছে। তাই সন্তানের পরিচয় পিতৃ পরিচয়। তাই জ্ঞান সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْاٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ج فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ ○

"তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি ? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতি শক্তি সম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারতো। বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।"–সূরা হাজ্জ ঃ ৪৬

এখন লক্ষ করা যায় যে, মানুষ জেনেশুনে সত্যকে গোপন করে। স্ত্রী পুরুষের অবৈধ মিলন কেবল মিলনকারী ও কারিনীই জানে। তবে স্ত্রী গর্ভে সন্তান আসার পর তাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা সম্ভব নয়। প্রকাশ হয়ে পড়বেই পড়বে। কারণ চক্ষু অন্ধ নয়, অন্ধ হচ্ছে হৃদয় বা আত্মা। মানুষকে ধোঁকা দেয়া যেতে পারে কিন্তু নিজ আত্মা ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা।

www.amarboi.org

কুরআন হলো এমন একটি মহা পবিত্র গ্রন্থ যেখানে এমন কিছুর উল্লেখ নেই যা আমাদের জ্ঞানমতে আছে। অর্থাৎ কুরআনে সবকিছুর উল্লেখ আছে। তবে তা জ্ঞানীদের জন্য। যাদের জ্ঞান আছে তারা এর মধ্য থেকে তা আহরণ করতে সামর্থ হয়। অজ্ঞানীরা চক্ষু থাকতে দেখে না, আত্মা থাকতেও বুঝতে সক্ষম হয় না। মানুষের তৈরি বিধান বা কর্মপন্থা এবং আল্লাহর দেয়া বিধান এক নয়। কুরআনে চুম্বক শব্দ দেয়া আছে। তা থেকে নির্যাস বা সারবস্তু গ্রহণ করতে হয়। মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আছে। মানুষের বংশ পরিচয়, রক্তের সম্পর্ক ইত্যাদি লিপিবদ্ধ আছে কিন্তু মানব সৃষ্ট গঠনতন্ত্রের মতো ব্যাখ্যায়িত নয়। কারণ আল্লাহ কোনো একটা শব্দ দ্বারা অনেক কিছু বুঝিয়েছেন, এর মধ্য থেকে বুঝতে হবে। তাই এটা হলো জ্ঞানীদের জন্য।

## DNA-এর গঠন প্রণালী

বংশানুগতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক উপাদান হলো জিন। জীন্‌স এর জন্য ডি. এন. এ-এর প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য যে. শুক্রাণু ও ডিম্বাণু দ্বারা মিওটিক ডিভিশন গঠিত হয় এবং তদপ্রেক্ষিতে ক্রোমোজমজ দ্বিখণ্ডিত হয়। তবে শুক্রাণু যখন ডিম্বানুর সাথে মিশে তখন মিয়োসিসের চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ক্রোমোজমজগুলো হলো ফিলামেনাস যা ডি. এন. এ. দ্বারা গঠিত। এগুলো জিন ধারণ করে এবং জিন দ্বারা প্রত্যেকটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়। অর্থাৎ তা প্রত্যেক সেল ডিভিশনে নিজের মতো অনুরূপ বা অবিকল গঠিত হয়। ক্রিক এবং ওয়াটসন X-Ray পরীক্ষার মাধ্যমে DNA মলিকুল সম্বন্ধে যা আবিষ্কার করতে পেরেছেন তা এর আবশ্যকীয় শর্ত পূরণ করে। তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে DNA Molecule, Mucleotides এর দুটো চেইন দ্বারা গঠিত যা ডাবল হেলিস এর মধ্যে সাজানো। প্রত্যেকটা চেইনের মেরুদণ্ড ফসফোডাইস্টার বন্ড্‌স দ্বারা গঠিত যা ৩′ এবং ৫′ নিকটবর্তী কারবণে সুগার এর মধ্যে বিদ্যমান এবং দুটো চেইনকে একত্রিত করা হয় হাইড্রোজেন বণ্ড্‌স দ্বারা যা নাইট্রোজেনাস ভিত্তির মধ্যে—যা আবার হেলিস এর কেন্দ্রের দিকে নির্দেশ করে থাকে। প্রত্যেকটা DNA শ্রেণীর মেরুপ্রবণতা থাকে যা সুগার-ফসফেট মেরুদণ্ডের উজ্জ্বলতা দ্বারা স্থির করা হয়। চেইনের শেষাংশ সুগার মলিকুলের ৫′ কারবণ এ্যাটম দ্বারা লুপ্ত হয়ে থাকে যা শেষ ৫′ নির্দেশ করে এবং শেষাংশ ৩′ কারবণ এ্যাটম দ্বারা বিলুপ্ত হয় যাকে ৩′ এন্ড বলা হয়। In the DNA DUPLEX The 5 end of one strand is opposite the 3′ end of the other is they have oppsite orientations and are said to be anti parallel.

www.amarboi.org

তবে DNA molecule গুছানো ভিত্তি অনিয়মিত নয়। একটা চেইনের একটা পিউরিন সর্বদা অপর চেইনের Pyrimi/dine এর সাথে যুগলবন্দী হয়। বেজ পেয়ার্স নির্দিষ্ট করে যুগলবন্দী হয়। যেমন এক চেইনে গুয়ানাইন সর্বদা অপর চেইনের সাইটেডিন, এ্যাডেনাইন সর্বদা অপর চেইনের থাইমিন এর সাথে যুগল বন্দী হয়। যা স্বাভাবিক এবং যুগলবন্দীর ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

উল্লেখ্য প্রত্যেকটি মানবীয় সেলে ২৩ জোড়া ক্রোমোজমজ পাওয়া যায়। যখন টেসটিস ও ওভারীতে রিডাকশন ডিভিশন ঘটে তখন তাতে ক্রোমোজমজের সংখ্যা ৪৬ থেকে ২৩ জোড়ায় নেমে আসে। রিডাকশন ডিভিশনের কার্যক্রমের ফলে নতুনরা বাবা-মা হতে ৪৬ ক্রোমোজম্জ পায় অর্থাৎ ২৩টা বাবা থেকে এবং ২৩টা মা হতে। তবে উর্বর ওভাম ৪৬ ক্রোমোজমজ ধারণ করে। মিয়োসিস এর সময় আর একটা ঘটনা ঘটে যাদ্বারা কিছু সংখ্যক ক্রোমোজমজ এর ক্রোসিংওভার ঘটে। সেজন্য অন্যের থেকে ভিন্নতর হয়। ভাইবোনের মধ্যে অনেক মিল থাকলেও জিনের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা হেতু ভিন্নতর হয়। তবে জমজ ভাই বা জমজ বোন অর্থাৎ জমজ সন্তানের ক্ষেত্রে উভয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এক হয়। কিন্তু গুপ্ত বা অজ্ঞাত পার্থক্যের জন্য ভিন্নতর বার্ধক্যতা হেতু সেল রিডাকশন হয়ে থাকে।

**জমজ সন্তান কেন হয়**

প্রাণ সৃষ্টি হয় পুরুষের একটি শুক্রাণুর সাথে স্ত্রীর ডিম্বাণুর সার্থক মিলনের মাধ্যমে। প্রতি মাসে ঋতুচক্রের সময় নারীর ডিম্বাশয় বা ওভারী থেকে একটি করে ডিম্বাণু নিঃসৃত হয়। এ ডিম্বাণু পুরুষের শুক্রাণুর সাথে মিলনের জন্য অপেক্ষা করে। এদের মিলনের ফলে একটি কোষের সৃষ্টি হয়। এ কোষটি কোনো কারণে যদি ভেঙে দুটি কোষ হয়, তবে ঐ কোষ থেকে দুটি সন্তান হবে এবং তারা হবে জমজ। এ ক্ষেত্রে সাধারণত উভয়ই একই লিংগের হয়। এমনকি এদের রক্তের গ্রুপ ও স্বভাবও প্রায় এক রকম হয়। কারণ তারা একটি কোষ ভেঙে জন্মায়। এদের বলে মনোওভিউলার জমজ। নারীর ঋতুচক্রের সময় যদি একাধিক ডিম্বাণু নিঃসৃত হয় এবং তারা যদি একাধিক শুক্রাণুর সাথে মিলিত হয় তবে সন্তানের সংখ্যাও হবে একাধিক। দুজন বা তার বেশীও হতে পারে। এদের বলে পলিওভিউলার। জমজ সন্তান কাদের বেশী হয় এবং কেন হয় তারও কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও উদঘাটন করা যায়নি। তবে বেশী বয়সে সন্তান ধারণ, দীর্ঘদিন গর্ভনিরোধক পিল খাওয়া, দীর্ঘদিন বন্ধ্যাত্বের পিল খাওয়ার পর সন্তান ধারণ ইত্যাদি বিষয়কে সম্ভাব্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন গবেষক ও চিকিৎসকগণ। তবে মূল কথা হলো, আল্লাহ যা একজন স্ত্রীলোকের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন তাই তাকে বহন করতে হয়।

www.amarboi.org

## DNA-এর অনুকৃত এবং জেনিটিক কোড (The Replication of DNA and Genetic Code)

যখন কোনো কোষ বিভাজিত হয় তখনই DNA-এর দ্বিধাবিভক্ত হবার একটা পন্থা থাকতে হয় যাতে করে উৎপন্ন অপত্য কোষের প্রত্যেকটিতে পিতা-মাতার মূল কোষের DNA-এর একটা পরিপূরক থাকে। DNA যদি দ্বিধাবিভক্ত হতে না পারে তাহলে উৎপন্ন অপত্য কোষগুলোর ভাগে পড়ার মতো যথেষ্ট পরিমাণ DNA পাওয়া যাবে না।

নিম্নে চিত্রে কাঠামো ভেঙ্গে যাবার প্রক্রিয়াটিতে দেখানো হয়েছে।

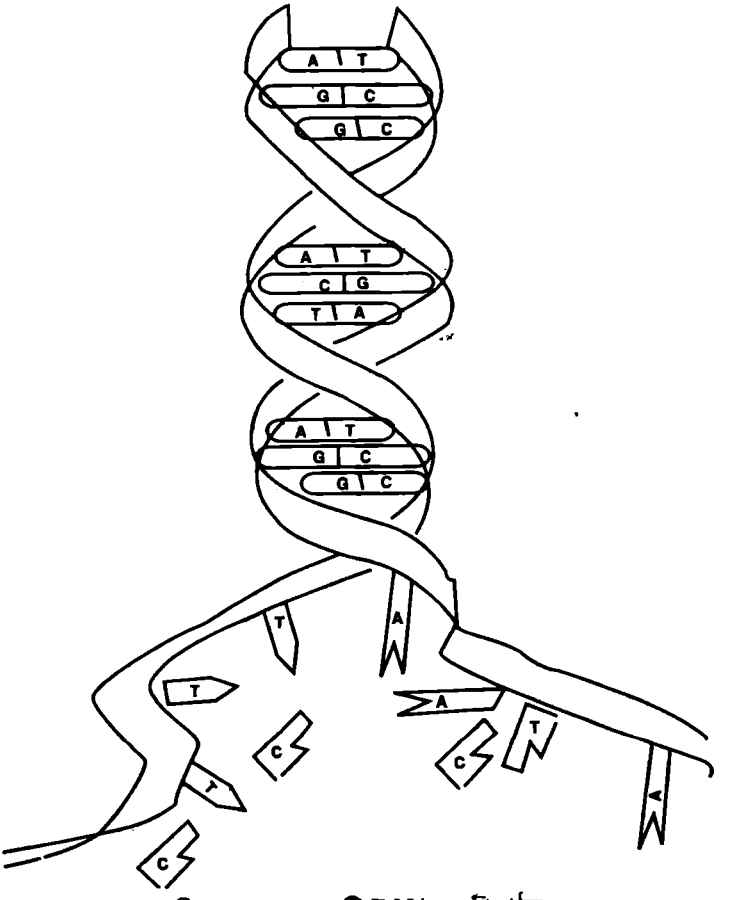


*চিত্র নং ১৬ ঃ একটি DNA অণুর গঠন*

www.amarboi.org

ওয়াটসন এবং ক্রিক এর ডাবল হেলিস মডেল কি করে জেনিটিক তথ্য এক বংশ থেকে অন্য বংশে এবং পরবর্তীতে তার একটা স্বচ্ছ তথ্যের যোগান দিয়ে থাকে অর্থাৎ DNA-এর অনুকৃতি ক্রমিক গতি। নিউক্লিয়ার ডিভিশনের সময় DNA Molecule এর দুটো ষ্ট্রান্ড DNA Helicase এনজাইমের মাধ্যমে বিভাজিত হয় এবং সুনির্দিষ্ট Base pairing-এর ফলে প্রত্যেক DNA Strand তখন সংশ্লেষকের অণুপূরককে নির্দেশ—যার ফলশ্রুতিতে দুটো নকল অপত্য DNA ডুপ্লেক্স সৃষ্টি করে যারা উভয় দেখতে অবিকল পিতা-মাতার মৌলিক মলিকূলের মত। এমনিভাবে যখন সেল বিভক্ত হয় তখন জেনিটিক তথ্যসমূহ অবিকৃত অবস্থায় অপত্য সেলে ট্রান্সমিট করা হয়ে থাকে। DNA Replication এর ক্রমধারাবাহিকতা আংশিক সংরক্ষিত যেমন নাকি প্রত্যেক resultant daughter molecule এর একটা Strand নতুনভাবে সংশ্লেষিত হয়ে থাকে।

তখন DNA Replication, through the action of enzymes DNA polmerase and ligase commenes at multiple points in the DNA double Helix forming Y shaped structure of raplication ingrks, progresse in both directions from these points of origin Formil bubble shaped structure of replication bubbles.

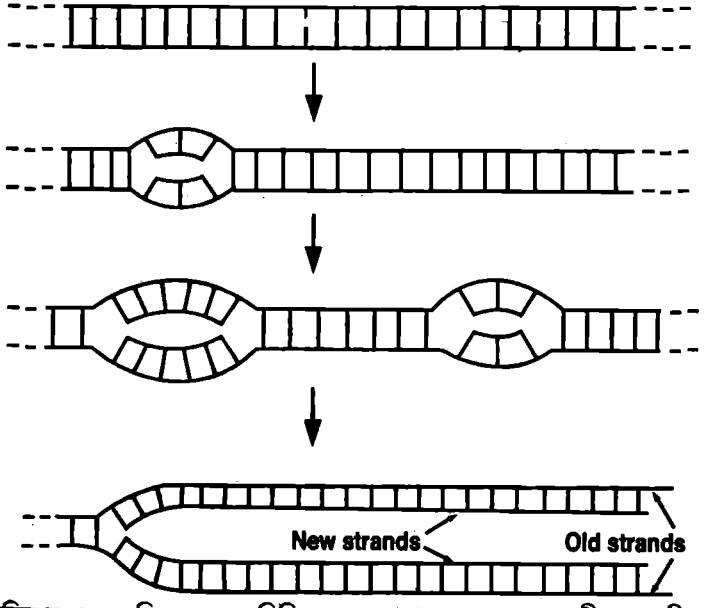


*চিত্র নং ১৭ ঃ ডিএনএ-এর বিভিন্ন রকম ধারা এবং আধারক্ষণশীল প্রণালীতে ভিতর দিকে ভাঁজ পরিলক্ষিত।*

www.amarboi.org

নিকটবর্তী মূল অনুকৃতি ৩০-৩০০ kb-তে উদগত হয় এবং গুচ্ছ গুচ্ছ অনুকৃতি ২০-৮০ ইউনিট্স এর হয়ে থাকে। তবে সেল সাইকেলের S phase এ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে অনুকৃতি ইউনিটে প্রবর্তন করার অধিকার রাখে যে পর্যন্ত না সকল DNA কপি করা না হয় এবং দুটো সম্পূর্ণ অপত্য মলিকুল গঠন করে।

উল্লেখ্য জোড়া গঠনের বদৌলতে DNA নিজেকে নকল করে বহু বিভক্ত করে এবং জেনিটিক দ্রব্যের নকল উৎপন্ন করে। একইভাবে DNA অণুর অংশ বিশেষের পাশাপাশি এক অণু সংবাদ বাহক RNA গঠিত হতে পারে। এটিই প্রোটিন সংশ্লেষণের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। mRNA -এর শুরু থেকে (যাকে Start code দ্বারা চিহ্নিত করা হয়) ভিত্তিগুলোকে তিনটির একটা দল আকারে বিবেচনা করা হয়। প্রতিটি দলকে একটা কোডন বলে। যেহেতু ভিত্তি চারটা, সেহেতু কোডন হলো মোট ৬৪টা (৪×৪×৪)। প্রোটিন গঠনকারী অ্যামিনো এসিড হলো মোট ২০টা। ফলে কোডনগুলোর কয়েকটি আসলে একই অ্যামিনো এসিডকে নির্দেশ করে। সংকেতটি অনুমোদিত এবং প্রোটিন অণু অণু গঠিত হয়ে একটা জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাইবোজোম, স্থানান্তরিত RNA অণু এবং অন্যান্য কিছু এনজাইম জড়িত থাকে। এভাবে প্রোটিন গঠনের প্রক্রিয়াকে প্রোটিন সিনথেসিস বলে।

জীবদেহে প্রোটিন গঠিত হয় এ্যামিনো এসিড থেকে। জীবদেহের যাবতীয় প্রোটিনই প্রতিনিয়ত ভেঙ্গে যায় এবং পুনর্গঠিত হয়। সাদা খরগোশের দেহের সমুদয় প্রোটিনের অর্ধেকই মাত্র ১৭ দিনে বদলে যায় আর মানবদেহের অর্ধেক প্রোটিন ৮০ দিনে বদলে যায়। অবশ্য সব ধরনের প্রোটিন একই হারে ভাঙ্গে না বা পুনর্গঠিত হয় না। যেমন মানুষের রক্তে সিরামের প্রোটিনের অর্ধেকটাই মাত্র ১০ দিনে ভেঙ্গে গিয়ে পুনর্গঠিত হয় ; লিভারের প্রোটিনের জন্য এ কাজে সময় লাগে ২০/২৫ দিন, হাড়ের প্রোটিন প্রতিস্থাপিত হতে অনেক সময় লাগে।

প্রোটিন সিনথেসিস অত্যন্ত দ্রুত প্রক্রিয়াশীল ফলে একটা প্রাণীর মধ্যে রেডিও activation (অ্যাকটিভেশন) দ্বারা চিহ্নিত অ্যামিনো এসিড প্রবিষ্ট করানোর কয়েক মিনিটের মধ্যেই উক্ত চিহ্নিত প্রোটিনকে আলাদা করা যায়, প্রোটিন সংশ্লেষণ সেল কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে সংঘটিত হয় রাইবোজমের উপর। পদ্ধতিটি নিম্নরূপ ঃ

প্রথম ধাপে একটা অ্যামিনো এসিড, এডিনোসিন ট্রাইফসফেট ATP (Adenosine triphosphate)-এর সাথে বিক্রিয়া করে। এ সক্রিয় অ্যামিনো

www.amarboi.org

এসিড একটা বিশেষ ধরনের বহিরাগমন RNA অণুর সাথে আবদ্ধ হয়। প্রতিটি অ্যামিনো এসিড-এর জন্য কমপক্ষে একটা করে বহিরাগমন বা স্থানান্তরিত RNA থাকে। এ দ্রব্য অতপর অন্যান্য অ্যামিনো এসিডের সাথে মিশে একটা পলিপেপটাইড চেইন গঠন করে যা অবশেষে একটা প্রোটিনে রূপান্তরিত হয়। অ্যামিনো এসিডগুলো যে ক্রম অনুসারে যুক্ত হয় তা নির্ধরিত হয় mRNA দ্বারা mRNA-এর প্রতিটি কোডন tRNA-এর উপর একটা anticodon এর সাথে জোড়া গঠন করে। mRNA বিশেষ ধরনের প্রোটিনের সংকেত বহন করে এবং তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পূর্বে কেবল কয়েকবার ব্যবহৃত হয়। একটা জীবের mRNA অন্য একটা জীবের tRNA এবং রাইবোজমের সাথে ক্রিয়া করে একটা প্রোটিন গঠন করতে পারে। ঠিক এভাবেই ভাইরাস কোনো একটা কোষের সিনথেটিক সিস্টেমগুলোকে দখল করে নেয়।

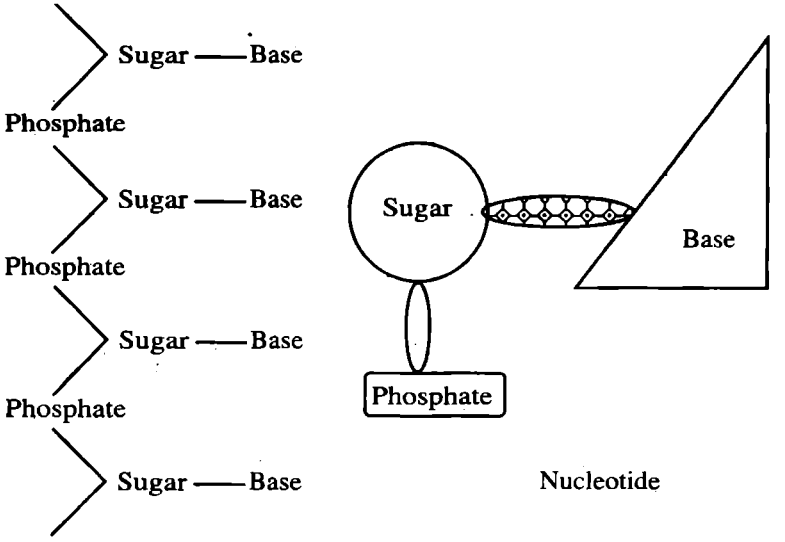


*চিত্র নং ১৮ ঃ একটি sugar, base এবং phosphate গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত একটি Nucleotide.*

www.amarboi.org

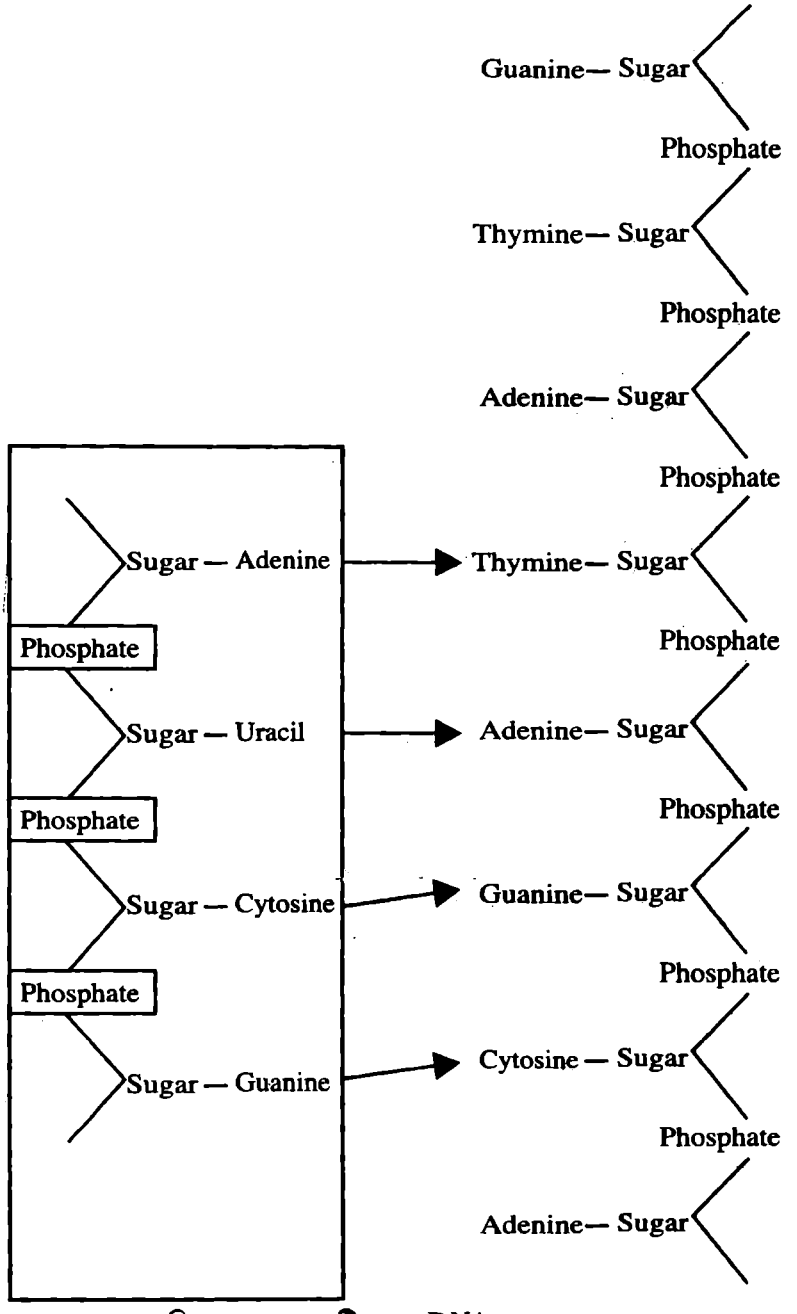


*চিত্র নং ১৯ ঃ একটি একক DNA-এর তন্তু*

www.amarboi.org

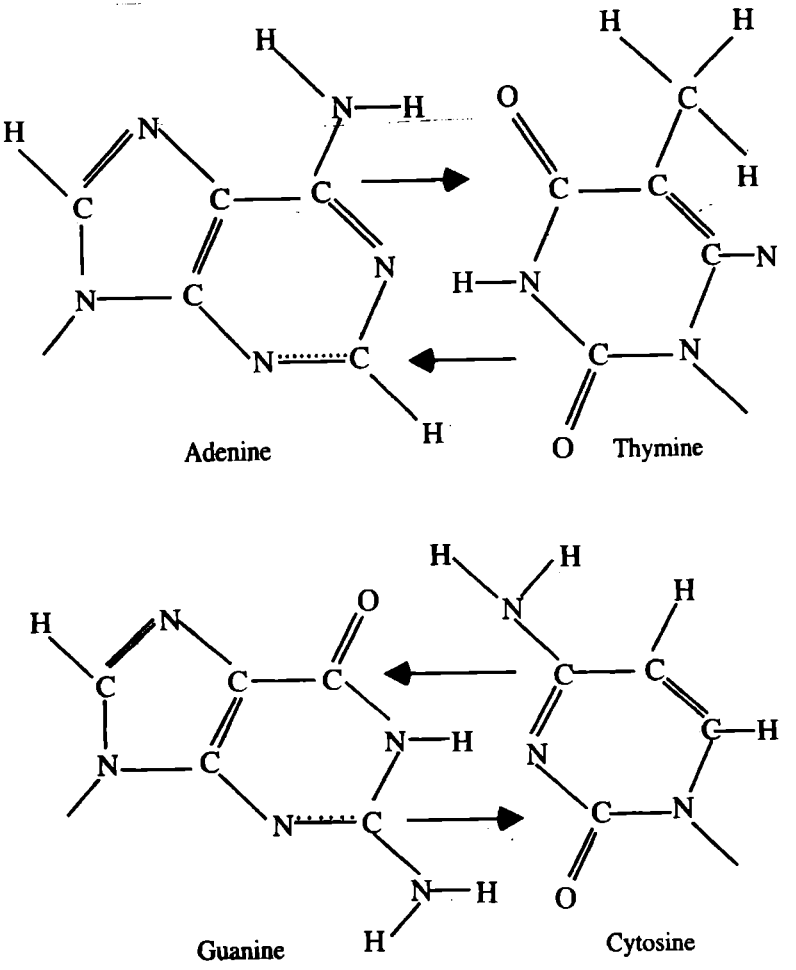


*চিত্র নং ২০ ঃ AT এবং CG base-এর জোড় গঠন।*

DNA থেকে RNA যে জেনিটিক তথ্য প্রেরণ হলো তা মূলত প্রোটিন সিনথেসিস। এর দটো ধাপ রয়েছে ঃ

১. DNA থেকে RNA-তে জেনিটিক তথ্যের স্থানান্তর এবং

২. RNA থেকে প্রোটিনের কাছে তথ্যের হস্তান্তর

**১. ট্রান্সক্রিপশন (Transcription) :** যে প্রক্রিয়ায় DNA থেকে RNA-তে জেনিটিক তথ্য স্থানান্তরিত হয় তাকে ট্রান্সক্রিপশন বলে। জেনিটিক

www.amarboi.org

কোডে ষ্টোরকৃত তথ্য জিনের একটা DNA থেকে RNA-এর একটা নির্দিষ্ট টাইপে স্থানান্তরিত হয় তাকে বহনকারী RNA অথবা mRNA বলা হয়। mRNA মলিকুলের প্রত্যেকটি বেজ জিন-এর DNA-বেজ-এর পরিপূরক অর্থাৎ সাইটোসিনের সাথে গুয়ানিন কিন্তু ইউরাসিল mRNA-তে থাইমিনকে প্রতিস্থাপন করে, mRNA একক ট্রানডেড যা এনজাইম RNA polymerase দ্বারা সংশ্লেষিত হয়ে থাকে আবার RNA চেইন এর ৩ প্রান্তে Ribonucleotides-এর সাথে যুক্ত হয়।

Double Helix এর একটা DNA ষ্ট্রান্ড কেবল একটা নির্দিষ্ট জিন টেমপ্লেট ষ্ট্রান্ড হিসাবে কাজ করে। নকলিত mRNA মলিকুল কমাপ্লিমেনটারী কোডিং এর অণুকপি। Double Helix-এর নির্দিষ্ট ষ্ট্রান্ড RNA সংশ্লেষের জন্য ব্যবহৃত হয় যা জিনসের বিভিন্ন অংশে বা অঞ্চলে মতপার্থক্য সৃষ্টি করে। DNA থেকে RNA, RNA থেকে প্রোটিনে জিনেটিক তথ্য স্থানান্তরিত হওয়াকে সেন্ট্রাল ডগমা বলে।

আর নিউক্লিয়াস ত্যাগ করার পূর্বে প্রাথমিক mRNA-তে বহু রকম পরিবর্তন হয় যাকে Post transcriptional processing বলে। Post transcriptional processing ধাপ অতিক্রম করার পর এটা mRNA. splicing 5 Capping এবং polyadenylation ধাপ পার হয়।

**২. ট্রান্সলেশন (Translation)** : জেনিটিক তথ্য mRNA থেকে প্রোটিনে স্থানান্তরিত হওয়াটাকে Translation বলে। নতুনভাবে সংশ্লেষিত mRNA নিউক্লিয়াস থেকে বের হয়ে সাইটোপ্লাজমে চলে যায় এবং সেখানে রিবোসম্‌স এর সাথে সংযুক্ত হয় যা প্রোটিন সিনথেসিসেরই সংস্থিতি। রিবোসম্‌স দুটো সাবইউনিট দ্বারা তৈরি কৃত যা আবার চারটি ভিন্ন ভিন্ন রিবোসোমাল RNA অথবা mRNA মলিকুল টাইপ এবং বহু সংখ্যক নির্দিষ্ট রিবোসোমাল প্রোটিন সমন্বয়ে গঠিত। রিরোসমস এর গ্রুপসমূহ RNA এর সেই একই মলিকুলের সাথে সম্পৃক্ত যাকে পলিসমস বলে। এ্যামিনো এসিড এর একটা নির্দিষ্ট ফলাফল উৎপাদনের নিমিত্ত mRNA রিবোসমস এর মধ্যে টেমপ্লেট গঠন করে।

সাইটোপ্লাজমের মধ্যে আর এক রকম RNA গঠিত হয় যাকে স্থানান্তরিত RNA অথবা tRNA বলা হয়। polypeptide clain এর মধ্যে এমিনো এসিডকে একত্রিভূত করার জন্য, প্রথমে ATP-এরসাথে প্রতিক্রিয়া দ্বারা এমিনো এসিডকে কার্যক্ষম হতে হবে। প্রত্যেক কার্যক্ষম এমিনো এসিড পরে একটা নির্দিষ্ট tRNA-এর কোনো এক প্রান্তে সংযুক্ত করতে হবে।

www.amarboi.org

রিবোসম, এর সাথে সম্মিলিত রিবোসোমাল $RNA_S$ ($tRNA_S$) mRNA-এর সাথে জিপারের মতো ঘুরে যা poly peptide chain গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

যখন পূর্ণ Polypeptide chain মুক্ত হয় তখন রিবোসম্‌স পুনরায় নিজকে একটা নতুন প্রারম্ভিক স্থানে mRNA মলিকুলে সংযোজিত করে ফেলে।

## Post Translation Processing

অনেক প্রোটিন তাদের স্বাভাবিক আকৃতি প্রাপ্তি বা কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বেই Post Translation Processing অথবা পরিবর্তন এর অধীন হয়ে পরে যা Carbohydrate moieties অথবা proteolytic cleavage অর্থাৎ Pronisulin থেকে insulin এ অন্যতর যোগান ছাড়া জড়িয়ে যেতে পারে।

## The Genetic Code

Triplet Code আকৃতিতে DNA মলিকুলের মধ্যে জিনেটিক তথ্য গুদামজাত অবস্থায় থাকে, যা এমিনো এসিড সনাক্ত করণে তিনটা ভিত্তির একটা ফলাফল এজন্য এটা বিশ্বাস করা যায় যে, কেবলমাত্র প্রোটিনের মধ্যে ২০টা ভিন্ন এমিনো এসিড পাওয়া যায়। এবং যেমন DNA চারটা নাইট্রোজেনাস বেজ নিয়ে গঠিত। সেজন্য একটা বেজ একটা এমিনো এসিডকে নির্দিষ্ট করতে পারে না। সেজন্য এতে চারটা এমিনো এসিডকে নির্দেশ করে। যদি দুটো বেজ একটা এমিনো এসিডকে নির্দিষ্ট করে সেখানে কেবলমাত্র $^{২}_{৪}$ অথবা ১৬টা সম্ভবত সংযোজন বা সম্মিলন হতে পারে। এটাই যথেষ্ট নয়। যদি তিনটা বেজ একটা এমিনো এসিডকে নির্দিষ্ট করে নির্দেশ করে সম্ভবত সম্মিলনের সংখ্যা ৪টার উপর $^{৩}_{৪}$ অথবা ৬৪ হতো। এটা ২০টা এমিনো এসিডকে এ্যাকাউন্টফর করার জন্য যথেষ্ট, তাই তাকে জেনিটিক কোড বলা হয়।

## Triplet Codons

১৯৬১ সালে নিরেনবার্গ এবং মাথাহাই সাফল্যজনক প্রচেষ্টায় জেনিটিক কোডের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং আবিষ্কার করলেন যে এমিনো এসিড কেনো ট্রিপলেট টিকে থাকে। এ গবেষণাকারীদ্বয় জানতে পারলেন যে, যখন RNA কেবল এ্যামিনো এসিড, এনাজাইমস এবং রিবোসম্‌স-এর রাসায়নিক মিশ্রণে বেজ ইউরোসিল (U) ধারণ করে এবং সহজ প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় যা কেবল আবার এমিনো এসিড ফিনিলালামাইন ধারণ করে যদিও অন্য সকল এমিনো এসিড বর্তমান থাকে তবুও।



www.amarboi.org

পরবর্তী অধ্যায় হলো RNA মলিকুল ধারণ করে কেবল ইউরোসিল বেজ (U), সাময়িকভাবে এডেনিন (A) যেন Nucleic এসিডটি প্রধানত U দ্বারা গঠিত কিন্তু এটা আপতিক A তে বিশৃঙ্খলভাবে আবির্ভূত হয় অর্থাৎ UUUAUUUAUUAUUU এ সমস্ত চেইনে অধিকাংশ ট্রিপলেটসগুলো হতো UUU কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থান বিবেচনায় কিভাবে এডিলাইন সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। তখন মিলনোৎপন্ন প্রোটিনকে কম্পোজড অবস্থায় পাওয়া যাবে যা প্রধানত ফিনাইল এ্যালানিন হয়ে থাকে। কিন্তু অনেকগুলো এমিনো এসিডকে অনুরূপ ভাবে অতিরিক্ত ট্রিপলেট্স এডিনাইন ধারণকৃত অবস্থায় একত্রিভূত করা হয়েছিল। অন্য এমিনো এসিডগুলো হলো leucine, lsoleucine এবং Tyrosine. বিশোধনের মাধ্যমে একই রকম পরীক্ষা দ্বারা ট্রিপলেটস কোডসকে ২০ এমিনো এসিড-এ বিভাজন করা হয়েছিল। আবার অনেক এমিনো এসিডকে একের অধিক ট্রিপলেট করার জন্য কোড ভুক্ত করা হয়েছে এবং এ কোডকে বংশোচিত বলে ধরা হয়।

mRNA-এর মধ্যে ট্রিপলেট এর Neucleotide বেজসমূহ যা একটা নির্দিষ্ট এমিনো এসিডের জন্য কোড করে তাকে কোডন বলে। আবার যখন tRNA মলিকুলের অণুপুরক কোনো একটা নির্দিষ্ট এমিনো এসিড-এর সাথে একত্রিত করে তখন তাকে Anticodon বলে। চারটার মধ্যে একটার উপস্থিতিতে mRNA চূড়ান্ত স্থানান্তর ঘটলে তাকে টারমিনেশন কোডন বলা হয়।

## RNA থেকে DNA সিনথেসিস প্রক্রিয়া
## (RNA Directed DNA Synthesis)

প্রথমত এটাই বিশ্বাসযোগ্য ধারণা ছিল যে, জেনিটিক তথ্য DNA হতে RNA-তে স্থানান্তরিত হয় এবং পরে প্রোটিনে চলে আসে কিন্তু পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে যে কোনো নির্দিষ্ট ভাইরাস এবং রিট্রোভাইরাস দ্বারা কখনও জেনিটিক তথ্য বিপরীত দিক চলতে পারে অর্থাৎ RNA থেকে DNA. এটাকে RNA-DNA নির্দেশিত সংশ্লেষণ। এটা সংকেত প্রদান করে যে, সাধারণ সেলে DNA, RNA-এর সংশ্লেষণের টেমপ্লেটস হিসাবে কাজ করে এবং বিপরীতে DNA এর সংশ্লেষণের টেমপ্লেটস হিসাবে কাজ করে। এটা পরবর্তীতে অন্য সেলে DNA-এর একিভূত করণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মানুষ এবং রেট্রোভাইরাল (Rctroviral) অঙ্কজেন সিক্যুয়েনস (Oncogene Scqencc)-এর সাদৃশ্য এতে প্রতিফলিত হয় এবং বংশগত রোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

www.amarboi.org

Mutations **জেনিটিক রূপান্তর/পরিবর্তন সঠিক**

মিউটেশনের অর্থ রূপান্তর বা পরিবর্তন সাধক বলে ধরা যায়। সাধারণ অর্থে মিউটেশনকে নামজারী বা নাম পরিবর্তন বলে আখ্যায়িত করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাকে জেনিটিক রূপান্তর বলা হয়। তবে মিউটেজেনিক, এ্যাজেন্টের মাধ্যম রূপান্তরকে প্রকাশ করা যায় কিন্তু এর অধিকাংশ স্বতস্ফূর্তভাবে DNA রেপলিকেশনের ত্রুটির জন্য এটা ঘটে থাকে। উদ্দেশ্য বিদ্যা দ্বারা (টেলিয়োলজিকাল্লী) বুঝানো যায় যে, বংশগতি বিবর্তন ধারার প্রবর্তন পরিবৃত্তিকার মাধ্যম জীব সজিবতা লাভ করতে পারে। কোনো কোনো সময় রূপান্তর খুব সুখকর। জীব ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানীগণ সকল সময় নতুন নতুন উৎপাদনে প্রয়াসী কারণ নিত্য নতুন উদ্ভাবন বিজ্ঞানীদের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়ক হয়। তবে নতুন আবিষ্কারের ফলশ্রুতিতে নানা প্রকার পীড়ার প্রসার ঘটতে পারে কারণ স্বামী স্ত্রীর মিলনে সন্তানের মধ্যে পিতা-মাতার পীড়া ছড়িয়ে যায় যা বংশগত ধারায় চলে আসে। ননকোডিং এবং কোডিং অনুক্রমের দ্বারা ঘটে থাকে যা বংশধারার ধারাবাহিকতা মাত্র। সোমেটিক সেলে রূপান্তর ঘটলে তা সন্তানের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করতে পারে না তবে এটা gonadal টিস্যুতে প্রবাহিত হতে পারে অথবা একটা গ্যামেট ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে চলে যেতে পারে।

পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি কমপক্ষে ছয়টা লেথান অথবা অর্ধ লেথান Recessive Mutant Alleles বহন করে থাকে যার হোমোজাইগাজ অবস্থায় বিরূপ ফল ফলতে পারে। সকল প্রকার ক্ষতিকারক এ্যালিলিস জনসংখ্যার তথাকথিত জেনিটিক লোড গঠন করতে পারে।

বংশধারা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি সেই জিনগুলোর উপর নির্ভরশীল বা সেই জিনগুলোর ভিত্তিতে বহাল থাকে যেগুলো পিতা-মাতার কাছ থেকে সন্তানের মধ্যে সফলভাবে প্রবাহিত হয়। উচ্চতর জীবের ক্ষেত্রে এ জিনগুলো ক্রোমোজমের মধ্যে স্থাপিত থাকে যা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গ্যামেট এর মাধ্যমে উত্তরসূরীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। গঠনগতভাবে এ জিনগুলো প্রায় ক্ষেত্রে হয়ে থাকে DNA, যারা তাদের সংকেতকে বেজপেয়ার এর ধারায় লিপিবদ্ধ করে থাকে এবং যা কোষের দ্বিধাবিভক্তির সময় বিভক্ত হয়। এ দ্বিধাবিভক্তির প্রক্রিয়াকে সংঘটিত করার জন্য অনুঘটক (Catalyst) হিসাবে বিশেষ পলিমার উপস্থিত থাকে। এভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জেনিটিক তথ্যের বিশ্বস্তভাবে প্রবাহের জন্য বিশেষ প্রক্রিয়া স্তরে স্তরে উদ্ভূত হয়েছে। আপতত দৃষ্টিতে বিবর্তিত প্রক্রিয়াটি একটা সফল প্রক্রিয়া।

www.amarboi.org

Types of Mutations : **রূপান্তরের শ্রেণী বিভাগ**

মিউটেশন দু প্রকার। এক প্রকার হলো দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে ক্রোমোজমজ-এর বড় রকম গঠন প্রকৃতির পরিবর্তন।

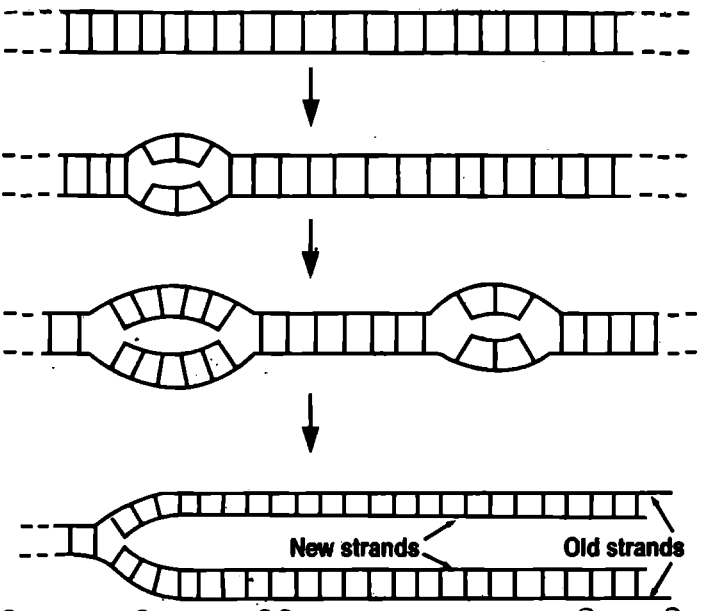


*চিত্র নং ২১ ঃ ডিএনএ-এর বিভিন্ন রকম ধারা এবং আধারক্ষণশীল প্রণালীতে ভিতর দিকে ভাঁজ পরিলক্ষিত।*

দ্বিতীয়টা হলো, সাবজাইক্রোসকপিক পরিবর্তন যাতে এক বা অধিক সংখ্যক Nuecleotides এর সম্পৃক্ততা থাকে যাকে point Mutation বলে।

**Point Mutations :** (point mutations-কে দুটো শ্রেণীতে আলোচনা করা যায় যে, কিভাবে একটা থেকে অন্যটা প্রবাহিত হয়ে থাকে।) অনেক Mutation-এ একটা একক pair পরিবর্তিত হয় বা একটা base pair অন্যটার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় বা একটা base pair নিজকে ডুপ্লিকেট করে যা একটা base pair বিলুপ্ত হয়ে যায় এরূপ পরিবর্তন করাকে point mutation আখ্যা দেয়া হয়।

বর্তমান সময় নতুন শ্রেণীর মিউটেশন পাওয়া গেছে যাকে dynamic অথবা unstable পরিবর্তন মনে করা হয় যা কিনা এক বংশ থেকে অন্য আর

www.amarboi.org

এক বংশে কেবলমাত্র অস্বাভাবিক ঘটনা এবং বংশের মধ্যে উত্তরাধিকারের পরিবর্তন ঘটে থাকে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য এবং প্রণিধানযোগ্য বিষয় mutation হলো যাবতীয় জেনিটিক বৈচিত্রের চূড়ান্ত উৎস যা জীবের ক্রম বিবর্তনের কাঁচামাল সরবরাহ করে। পুনসমন্বয় কেবল এই জেনিটিক বৈচিত্রকে নতুন আলোকে সাজায় এবং প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম নির্বাচন এরূপ সমন্বয়কে পরিবেশের সাথে খাপ খায়িয়ে বা টিকিয়ে রাখে।

এখন কথা হলো Mutation না থাকলে সব জিনই একটা মাত্র রূপে অস্তিত্ববান থাকতো। তখন allele বা বিকল্প জিনের কোনো অস্তিত্ব থাকতো না এবং এর ফলে জেনিটিক বিশ্লেষণ সম্ভব হতো না। সবচেয়ে বড় কথা হলো তখন জীব বিবর্তিত, বৈচিত্রমণ্ডিত ও বিকশিত হতো না এবং নতুন পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খায়িয়ে নিতে পারতো না।

এর অর্থ হলো যে Mutation একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জীবকে নতুন পরিবেশে ও পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলার এবং সেভাবে টিকে থাকার সুবিধা করে দেয়ার জন্য কতক পর্যায়ে Mutation এর দরকার। আবার Mutation যদি ঘনঘন ঘটতো তাহলে তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জেনিটিক বৈশিষ্ট্যকে প্রবাহিত হবার ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়াতো। সুতরাং বিজ্ঞান চর্চার ও তথ্যানুসন্ধানের জন্য প্রাণী ছাড়া বিধি সম্মতভাবে উদ্ভিদের উপর মিউটেশন করা যায় কিন্তু তাও বদ খেয়াল ও অশ্লীলতার জন্য নয় বা আল্লাহর সৃষ্টিকে চালেঞ্জ করার জন্য নয়। আল্লাহ হলো সর্বকৌশলের কৌশলী। আল্লাহ আদম হাওয়াকে সৃষ্টি করে পর্যায়ক্রমে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। এখানে আল্লাহর কৌশলের উপর মানবীয় গবেষণা ও চক্রান্তের কোনো স্থান বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۝ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ۝

"তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছো না অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।"

–সূরা আন নূহ ঃ ১৩-১৪

উপরোক্ত আয়াত থেকে দেখা যায় যে, মানুষের সৃষ্টি হয়েছে পর্যায়ক্রমে এবং বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার পর। প্রথমে পিতা-মাতার দেহাভ্যন্তরে পৃথক পৃথকভাবে শুক্রকীট রূপে অবস্থান করছিল। পরে আল্লাহর কুদরত ও মহিমাতেই শুক্রকীট মাতার গর্ভে ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে মানবের

www.amarboi.org

স্থিতি সাধিত হয়। একটা নির্দিষ্টকাল মাতৃগর্ভে ক্রমশ লালন-পালন ও বিকাশের মাধ্যমে পূর্ণ মানবীয় অবয়ব দান করেন এবং দুনিয়াতে বসবাসের জন্য যে মানবীয় শক্তি অপরিহার্য তা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়। সর্বশেষ এক পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতিতে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ করা হয় এবং স্তরে স্তরে পর্যায়ক্রমে বর্ধিত করা হয় যেমন বর্ধিত হয় মাটি থেকে সৃষ্ট উদ্ভিদ। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ط اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ○

"তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়াশীল। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অপসারিত করতে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমন তোমাদের তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ থেকে সৃষ্টি করেছেন।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৩৩

এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে এক বংশ বা সম্প্রদায়কে অপসারিত করে তাদের স্থানে অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে পারেন। আবার এক বংশ অন্য আরেকটি বংশের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। তখন ক্রোস ব্রেডিং এর জন্য যে সন্তান লাভ হয় তা হয়তো পিতৃপ্রধান অথবা মাতৃপ্রধান বৈশিষ্ট্য লাভ করে। কোনো সময় খাটো হয় বা লম্বা হয়। আবার কোনো সময় সাদা কালোর মিশ্রণে সন্তান কালো বা সাদা বা মধ্যম বর্ণের হতে পারে।

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ط لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ط اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

"বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভালো মন্দের উপর আমার কোনো অধিকার নেই। প্রত্যেক জাতির একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব করতে পারবে না।"–সূরা ইউনুস ঃ ৪৯

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ○

"আমি কোনো জনপদকে তার নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হলে ধ্বংস করি না।"–সূরা আল হিজর ঃ ৪

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ○

www.amarboi.org

"আমি কতো জনপদ ধ্বংস করেছি। যার অধিবাসীরা ছিল সীমালংঘনকারী এবং তাদের পরে অন্য জাতি সৃষ্টি করেছি।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১১

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ○

"অতপর তাদের পরে অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম।"
–সূরা মুমিনূন ঃ ৩১

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ○ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ○

"অতপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি। কোনো জাতিই তার নির্ধারিত ফলকে ত্বরান্বিত করতে পারে না। বিলম্বিতও করতে পারে না।"–সূরা মুমিনূন ঃ ৪২-৪৩

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ج وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلاً ○

"আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদেরকে গঠন সুদৃঢ় করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করবো তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবো।"–সূরা আদ দাহর ঃ ২৮

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, মানুষের বংশ বা গোত্র যা আদিকাল থেকে চলে আসছে তা কেবল স্থান কাল পাত্র এবং গোত্রে গোত্রে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য পরিবর্তিত হচ্ছে। তবে এ পরিবর্তন কেবল একটা সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও প্লান অনুসারেই অগ্রসর হচ্ছে। যেভাবে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের বাইরে কিছুই ঘটে না ও ঘটতে পারে না। আল্লাহ যখন যা করতে ইচ্ছা করেন তখন বলেন হও, তখনই হয়ে যায়। এখন মানুষের মধ্যে বা বংশগত যে পরিবর্তন ঘটে থাকে তা কেবল আল্লাহর নির্দেশেই।

**স্থায়ী রূপান্তর** (Stable Mutations)

স্থায়ী/সূক্ষ্ম রূপান্তর কেবল DNA লেভেলে যে নির্দিষ্ট মলিকুলার ফাইডিং পাওয়া যায় সে অনুসারে একে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এটা জিনের অংশ অথবা DNA-এর অনুক্রমের একক বেজ জোড়া, পরিবর্তন অন্তর্ভুক্তি, বাদ দেয়া অথবা নকল-এর অন্তর্ভুক্ত।

www.amarboi.org

**পরিবর্তন ঃ** Substitutions
**(একের পরিবর্তে অন্য প্রতিস্থাপন)**

একটা প্রতিস্থাপন হলো অন্য অপর একটা Single Nucleotide দ্বারা পরিবর্তন। এটা হলো খুব সাধারণ Mutation. যদি সাবস্টিটিউশন রিপ্লেসপেন্টকে একই প্রকার Nucleotide দ্বারা বিজড়িত করে অর্থাৎ pyrinidine একটা pyrinicine (C for T অথবা T for vice versa) বা একটা purine আর একটা purine (A for G অথবা vice versa), হয় তাকে ট্রানজিশন নামে অবহিত করা হয়। purine দ্বারা pyrinuiline এর পরিবর্তন অর্থাৎ vice versa-কে transversion বলে অবহিত করা হয়। transversions এর চেয়ে Transitions অধিক ঘন ঘন ঘটে। এটা C হতে T এর পরিবর্তন যে জন্য ঘটে সেই Relatively High Freqency এর চূড়ান্ত রূপ দেখা যেতে পারে যা সম্ভবত CPG dinuclcotide এর ফল কারণ এটা ফ্রিকোইনটাল genonic DNA তে methylatd হয়ে পড়ে সতস্ফূর্তভাবে Cytosine এর deamination এর তাদেরকে thymine এর রূপান্তরিত করে থাকে। CPG dinucleotides গুলোকে Mutation এর জন্য Hot Spot বলে অবহিত করা হয়।

**বাদ দেয়া** (Deletion)

Deletion এ এক বা একাধিক nucleotides পরাভূত হয়। তবে এটা যদি কোডিং অনুক্রমে ঘটে এবং এক বা একাধিক nucleotides-কে অন্তর্ভুক্ত করে তবে ৩′ এর বেশী নয়। এটা রিডিং ফ্রেমকে বাধাগ্রস্ত করে থাকে।

**অন্তরপ্রবিষ্ট করণ** (Insertions)

জিনের মধ্যে এক বা একাধিক nucleotides-এর যোগান কেবল সন্নিবেশের কারণে ঘটে থাকে। পুনরায় তা যদি কোনো কোডিং অনুক্রমে ঘটে এবং এক বা একাধিক nucleotides-কে অনুক্রম হিসাবে গ্রহণ করে এটাও ৩″ এর বেশী নয় এটাও রিডিং ফ্রেমকে ব্যাঘাত ঘটায়।

**গতিতত্ত্ব/অস্থির মিউটেশন**
(Dynamic/Unstable Mutation) :

বর্তমান সময় একটা নতুন শ্রেণীর মিউটেশনকে সনাক্ত করা হয়েছে যা মানবীয় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অসুখের একটা প্রধান কারণ হতে পারে। যেমন AIDS, HIV প্রভৃতি রোগগুলো রক্তবাহি। তবে পৈতৃক সূত্রেপ্রাপ্ত অসুখগুলোকে গতিতত্ত্ব/অস্থির মিউটেশন বলে। এটা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে

www.amarboi.org

পারে। অস্থির মিউটেশনগুলো পুনঃ অনুক্রম দ্বারা গঠিত। তবে সাধারণ মানুষের সাথে পার্থক্য করলে দেখা যাবে নকলের প্রকার ভেদে তা বেশী ছড়িয়ে পড়ে। Triplet -এর পুল অনুক্রমে নকলের মাধ্যমে আরো বেশী বিস্তার লাভ করে। এবং ভাবে মিউটেশনাল ভিত্তিতে অনেক একক জিনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে এবং সে কারণে নতুন নতুন পীড়ার উদ্ভব হয় যাকে Huntington's পীড়া বলে।

যে কারণে বা যে মেকানিজম-এর উপর ভিত্তি করে Triplet repeat sequence ঘটে তা এখন পর্যন্ত সত্যিকারভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের নিচে অথবা দৈর্ঘের নীচে এসে বিশৃঙ্খলা মিটোসিস ও মিওসিস এর মধ্যে চলে যেতে বা প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং একটা নির্দিষ্ট বিশৃঙ্খলার উপরে এটা Unstable হয়ে পড়ে। তখন তার সংখ্যা প্রিটলেটে বাড়তে বা কমতে পারে। তবে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য Unequal sister chromatid exchange mcanism সম্ভব। তবে Triplet Expansion বংশ ক্রমগতি বিস্তারের সাথে সাথে পারিবারিকভাবে বিস্তার লাভ করে থাকে এবং অস্বাভাবিক/বৈচিত্রময় উত্তরাধিকার উপহার দিয়ে থাকে।

## Genotype-phenotype correlation & effects.

অনেক জেনিটিক বিশৃঙ্খলার কোনো মানুষের নির্দিষ্ট কোনো অবয়বের মধ্যে সম্পৃক্ততার কারণে কঠোরভাবে প্রতিফলিত হয়। মলিকুলার জেনিটিকসের মধ্যে উন্নতির কারণে সর্বদা কোনো একটি নিকৃষ্ট অবয়বে কোনো একটা নির্দিষ্ট উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পীড়ার মধ্যে দেখা যায়। নির্দিষ্ট পীড়াটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বলে তাকে phenotype। আবার যখন কোনো একটা নির্দিষ্ট মিউটেশন সম্পর্কযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়, তখন সেটাকে Genotype, যখন কোনো মানুষের মধ্যে উত্তরাধিকারের কোনো বিশৃঙ্খল অবয়ব পরিলক্ষিত হয় তাকে Genotype phenotype correlation বলি। সন্তানের অবয়বের/আকৃতির সাদৃশ্যতার কথা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।

সন্তানের আকৃতির সাদৃশ্যতার ব্যাপারে রাসূল স. বলেছেন যে, পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন যদি স্বামীর বীর্য প্রথমে স্খলিত হয়ে যায়, তাহলে সন্তান বাবার আকৃতি পায়। আর যদি আগে মা'র (স্ত্রী) বীর্যপাত হয় তবে সন্তান মায়ের আকৃতি বা আদল ধারণ করে।

www.amarboi.org

হাদীসে আরও উল্লেখিত আছে ঃ

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, আল্লাহ মাতৃগর্ভে একজন ফেরেশতা মোতায়েন করে রেখেছেন। ফেরেশতা বলেন, হে আল্লাহ! এখন তো ভ্রূণমাত্র। হে পরওয়ারদিগার! এখন জমাটবদ্ধ রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। হে প্রতিপালক! এবার গোশতের টুকরায় পরিণত হয়েছে। আল্লাহ যদি তাকে সৃষ্টি করতে চান তখন ফেরেশতা বলেন, হে আমার রব! সন্তানটা ছেলে হবে না মেয়ে হবে। হে আমার রব! পাপী হবে না নেক্‌কার। তার রিযিক কি পরিমাণ হবে, তার আয়ু কতো হবে। অতএব তার সবকিছুই মাতৃগর্ভেই লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়।

মাতৃগর্ভে বৃদ্ধি প্রাপ্ততার সাথে সাথে সন্তানটি কি প্রকার হবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়, এবং পিতা-মাতার মিলনে উত্তরাধিকার সূত্রে Genetically অবয়ব বা আকৃতি সহ নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে।

আরেক হাদীসে উল্লেখ আছে, সবাই আদিপিতা আদমের দেহাকৃতি লাভ করবেন। কুরআনেও মানব সৃষ্টির যে চিত্র উল্লেখ আছে তা হাদীস দ্বারা সমর্থিত। কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝

"আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে, অতপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নির্জন আধারে, পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে (ভ্রূণ), অতপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি পাঞ্জরে, অতপর অস্থি পাঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা, অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতো মহান।"

–সূরা মুমিনূন ঃ ১২-১৪

هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

www.amarboi.org

"তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই, তিনিই প্রবল পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৬

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ

"আমিই তোমাদের সৃষ্টি করি, অতপর তোমাদেরকে রূপ দান করি।"
–সূরা আল আরাফ ঃ ১১

وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط

"তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিযিক।"
–সূরা মুমিন ঃ ৬৪

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ط

"তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই।"–সূরা আল হাশর ঃ ২৪

এ আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, তিনিই যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই ভ্রূণ থেকে সন্তানটির আকৃতি, প্রকৃতি গঠন করে থাকেন। তবে সন্তানের আকৃতি প্রকৃতির সাথে উত্তরাধিকারের মিল রেখেই গঠন করেন। উত্তরাধিকার বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ততাই হলো জেনিটিকসের ক্রমবিকাশ। যাদ্বারা সন্তানকে পিতৃ-মাতৃ পরিচয় সনাক্ত করা সম্ভব। অপরপক্ষে DNA রক্তের মাধ্যমে পিতৃ-মাতৃ পরিচয় নির্ধারক করা যায়। আল্লাহ তাআলা নিখুঁত কারিগর।

হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ স. হাস্যোজ্জল অবস্থায় আমার কাছে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, হে আয়েশা! তুমি দেখছো কি ! মুজাযযেজুল মুদলেজী' আসলো এবং উসামা ও যায়েদকে এমন অবস্থায় দেখতে পেল যে, চাদর দ্বারা তাদের উভয়ের মাথা দুটো আবৃত ও দুজনের পাগুলো খোলা ছিল এবং সে বললো এ পাগুলো অবশ্যই পরস্পর পরস্পর থেকে।

উল্লেখ্য যে, মানুষের হাত, পা, কিংবা মুখবাবয়ব ইত্যাদি দ্বারা পিতৃ-মাতৃ পরিচয় বা উত্তরাধিকার নির্ধারণ করা যায় যে, সে কার পুত্র বা ভাই বা কার বংশধর।

তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে Mutation এর প্রভাবকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হলে তা দ্বারা স্পষ্টভাবে নির্ভরযোগ্য phenotype পরিবর্তন

www.amarboi.org

সংঘটিত হতে হবে। Phenotype পরিবর্তনকে মিউটেশন যেভাবে প্রভাবিত করতে পারে তা কখনো কখনো এতো সূক্ষ্ম হয়ে থাকে যে, তা বিশেষ জেনিটিক বা জৈব রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়। এ পরিবর্তন আবার ব্যাপকভাবে কাঠামগতও হতে পারে। একটা জিন হলো কিছু Nucleotid জোড়ের একটা ধারা যা একটা বিশেষ Polypetide সংকেত বহন করে। এভাবে কোনো জিনের মধ্যে যে কোনো মিউটেশন সংঘটিত হলে তা ঐ জিনের একটা নতুন রূপ বা allele সৃষ্টি করে। জেনিটিক কোডের অধঃপতনের কারণে কিছু বেজপেয়ার এর পরিবর্তন ঐ জিনের দ্বারা সংকেতায়িত প্রোটিনকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করে না। যেসব জিনের মিউটেশনের ফলশ্রুতিতে বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ না করে সনাক্ত করা যায় না তাদেরকে বলে Isoallele। বিভিন্ন ধরনের মিউটিশনের ফলে জিন উপাদান প্রক্রিয়াকে পুরোপুরি বিলুপ্ত করে। এ মিউটেশন যদি অত্যাবশ্যকীয় জিনে সংঘটিত হয় তাহলে তার ফল হয় মারাত্মক/ধ্বংসাত্মক।

মিউটেশন পশ্চাৎগামী বা প্রভাবশালী হতে পারে। আর ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার মতো haploid বা Monopolied জীবে এ উভয় ধরনের মিউটেশনকে Phenotype-এর উপর তাদের ভাব ও প্রতিপত্তি দ্বারা সনাক্ত করা যায়।

তবে যে জীবের কোষ মাত্র এক সেট ক্রোমোজম্জ ধারণ করে তাকে haploid/monoploid, দুসেট ধারণকৃত ক্রোমোজমজকে diploid এবং তিন সেট ধারণকৃত ক্রোমোজমজ triploid এবং চারসেট ধারণকৃত ক্রোমোজমজ কে Tetraploid ইত্যাদি বলে থাকে।

Mutation এর ব্যাপারে নিম্ন বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

১. যে কোনো পর্যায়ে যে কোনো কোষে বা কোষচক্রের mutation সংঘটিত হতে পারে। কোন্ কোষ কতটুকু যোগ্য তার প্রভাবের ফলশ্রুতির উপর জীব চক্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নির্ভরশীল। phenotypie পরিবর্তন কেবল যোগ্যতা নির্ধারণের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

২. জনন কোষ ব্যতিরেকে শরীরের অন্যান্য কোষে মিউটেশন সংঘটিত হলে উক্ত জেনিটিক পরিবর্তন বংশগতভাবে শুধু সোমেটিক সেল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কারণ সোমিটিক সেল নিজেকে বহুগুণে গুণান্বিত করতে পারে বটে তবে এটা পূর্ণাঙ্গ জীবকে সৃষ্টি করতে পারে না।

৩. জার্ম সেলে যদি প্রভাবশালী মিউটেশন সংঘটিত হয়, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মে সংক্রামিত হতে পারে। এ জাতীয়

www.amarboi.org

মিউটেশন জীবের যে কোনো পর্যায়ে সংঘটিত হতে পারে। যদিও বিশেষ বিশেষ পর্যায়ের সাথে তার সম্পর্ক ঘনিষ্টতর। মিউটেশন যদি জননকোষে সংঘটিত হয় তবে সম্ভবত ভবিষ্যত প্রজন্মের কোনো একজন সদস্য প্রভাবিত হতে পারে বা একটা মিউট্যানট জিন লাভ করবে। আবার যদি গোনিক্যাল সেলে মিউটেশন সংঘটিত হয় তবে একাধিক জনন কোষ গ্রহণ করতে পারে এবং এভাবে এর বিস্তৃতি ঘটতে পারে। কিন্তু যে কোনো ক্ষেত্রে মিউট্যানট এ্যালিলী এর প্রবলতা এবং মিউটেশন সংঘটিত হবার সময় প্রজনন চক্রটির অবস্থানের উপর পরবর্তী প্রজন্ম নির্ভরশীল।

**স্বেচ্ছাপ্রসূত/স্বাভাবিক পরিবর্তন ও পদ্ধতি ঃ**
(Mutagens-Mutagensis)

সাধারণ বা স্বাভাবিকভাবে যে পরিবর্তন আছে তাকে Spontaneous mutations ক্রোমোজমালস বিভাজন অথবা DNA repslication-এর ভুলের কারণেও এর উদ্ভব হতে পারে। অথবা অন্যভাবে এর উদ্ভব হতে পারে যেমন পরিবেশে কোনো কোনো Mutigenic Agent এর উপস্থিতির কারণেও যাকে Mutagens নামে অবহিত করা যায়। তবে এটা স্বাভাবিক, কৃত্রিম আয়ন সৃষ্টিকারী বিকিরণ, অতি বেগুনী রশ্মি কিংবা DNA-র/বা RNA-র সাথে বিক্রিয়াকারী বিবিধ রাসায়নিক অথবা স্বাভাবিক Mutagens-এর সংস্পর্শে আসে। কোনো মিউটেশন সংঘটিত হবার পর এতে বলার কোনো উপায় থাকে না যে, তা স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হয়েছে না তা ঘটানো হয়েছে। তবে মুটাজেনিসের প্রোসেসকে মুটাজেনিসিস নামে অবহিত করা হয়।

বিজ্ঞানীগণ মানব নির্মিত এবং প্রাকৃতিক রাসায়নিক দ্রব্যাদির Mutagenic যোগ্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছেন এবং সৌরবিকিরণকে মিউটেশনের একটা কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন অক্সিজেন ছাড়া মানব জীবন চলতে পারে না, তেমনি সৌর বিকিরণ ছাড়া মানব জীবন প্রায় অচল। সূর্যের অতি বেগুনী রশ্মির শক্তি এতো কম যে, তা উচ্চতর জীবের টিস্যু ভেদ করে তার মধ্যস্থ গোনাড বা জার্ম সেল-এর মধ্যে Mutagenic প্রভাব ফেলতে পারে না। অতি বেগুনী রশ্মি শুধু মানব দেহের ত্বকের কোষের প্রতি Mutagenic-এর ফলে যারা বংশগতভাবে Xeroderma pigmentosum নামক ব্যাধি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে তাদের জন্য সুখকর নয়। কারণ তারা সূর্যালোকের দহনে ত্বকের ক্যান্সার বাধিয়ে বসতে পারে। এভাবে অধিকাংশ না হলেও অনেক ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশন মূলত বস্তুগত এবং রাসায়নিক এজেন্ট দ্বারা ত্বরান্বিত হতে পারে।

www.amarboi.org

DNA-এর মধ্যে আকস্মিকভাবে Mutation ঘটে গেলে এর যদি সংস্কার বা প্রতিকার না করা হয় সে ক্ষেত্রে উভয় একক বা পরবর্তী বংশধরদের উপর এর কঠিন প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। DNA -এর স্থায়িত্ব কেবল ধারাবাহিক DNA-এর Repair-এর উপর নির্ভর করে। ক্ষতিকর DNA -কে যে কোনো একভাবে অপসারন করা যায় অর্থাৎ endomiclease দ্বারা বা DNA ice muclead সংস্কার দ্বারা। এভাবে DNA molecule-এর গ্যাপ সৃষ্টি হয় যা আবার Enzyme DNA polymerase দ্বারা পূর্ণ হয়। আবার ক্ষতিগ্রস্ত Strand for DNA Enzyme ligase দ্বারা বন্ধ করে দেয়া যায়। এভাবে ক্রোমোজমাল ব্রেকেজ সিনড্রোম্স এর সৃষ্টি হয়।

আবার রাসায়নিক দিক থেকে বিবেচনা করলে, DNA-এর পলিমার গঠনের সময় nucleotide নির্বাচনের যে প্রকৃতিগত ভ্রান্তি ঘটে তাতে বিভিন্ন প্রতিবিধান প্রয়োগের মাধ্যমে কমানো যেতে পারে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যতই ভ্রান্তি দূর করা হোক না কেন তাতে জেনিটিক এবং পরিবেশগত প্রভাবের ফলে সৃষ্টি ক্ষতি বা ভ্রান্তির অস্তিত্ব থেকেই যায়। সম্পূর্ণরূপে অপসারন সম্ভব নয়।

**জেনিটিক বেগ/প্রবাহ** (Genetic Drift)

জেনিটিক বেগ বা প্রবাহ হলো বিবর্তনধর্মী পরিবর্তনের সেই প্রক্রিয়া যা বিশেষ কোনো সিলেকশন দ্বারা পরিচালিত হয় না বরং অনিয়মিতভাবে সংঘটিত হয়। এটা কেবল অল্পসংখ্যক জীব প্রজাতিতে যেখানে আকস্মিকভাবে একটা জিন উধাও হয়ে যায়। জিনকে বহনকারী গ্যামেটগুলো উর্বর হতে ব্যর্থ হলে এরূপ ঘটে। আর আকস্মিক প্রক্রিয়ায় একটা জিন সহজলভ্য বা বহুল প্রচলিত সাধারণ জিনেও রূপান্তরিত হতে পারে।

প্রতিটি DNA অণুতে এক লক্ষ থেকে দশ মিলিয়ন পরমাণু থাকে। DNA যার পুনরুত্থানের সময়ে নিজকে যদি কোনো আকস্মিকতার কারণে পুরোপুরি পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে যা ঘটে তাই হলো রূপান্তর। এ রূপান্তর বা পরিবর্তনের ফলে কিছু কোষের কর্মক্ষমতা পরিবর্তিত হয়ে যায় যার ফলশ্রুতিতে প্রায়শই ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে। তবে এটা হলো একটা জীব থেকে অন্য জীব সৃষ্টির প্রক্রিয়ার ভিত্তি।

উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে জেনিটিক প্রবাহের আকস্মিকতার কথা বহুস্থানে উল্লেখ করেছেন ঃ

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ط اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۝

www.amarboi.org

"তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়াশীল। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারিত করতে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমন তোমাদেরকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ থেকে সৃষ্টি করেছেন।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৩৩

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে যাদেরকে ইচ্ছা তাদেরকে অপসারিত করতে পারেন এবং তাদের স্থলে অন্যদেরকে স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন। এখানে কোনো একজনকে বুঝানো হয়নি। বুঝানো হয়েছে অনেককে। এখানে অনিয়মিত/অবিচারিতভাবে আকস্মিকতার মাধ্যমে অর্থাৎ ভূমিকম্প বা সাইক্লোনে যেভাবে ধ্বংসযজ্ঞ হয় ঠিক সেইভাবে একটা সম্প্রদায়কে বিলুপ্ত করে তাদের পরিবর্তে সেই স্থানে অন্য আর একটা সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

অন্য আর এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ط لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ط اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

"বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাছাড়া আমার নিজের ভাল মন্দের উপর আমার কোনো অধিকার নেই। প্রত্যেক জাতির একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না।"–সূরা ইউনুস ঃ ৪৯

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ○

"আমি কোনো জনপদকে তার নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হলে ধ্বংস করি না।"–সূরা আল হিজর ঃ ৪

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ○

"আমি ধ্বংস করেছি কতো জনপদ যার অধিবাসীরা ছিল যালেম এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অপর জাতি।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১১

আল্লাহ এক একটা জাতিকে ধ্বংস করে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন আর এক জাতি। এখানে দেখা যায় যে, 'আল্লাহ তা'আলা অবিচারিত/এলোমেলোভাবে (Random) একজন জাতিকে তাদের দুষ্কর্মের জন্য ধ্বংস করে দিয়ে তাদের উপর সৃষ্টি করেছেন আর একজাতি। কারণ সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।' আল্লাহ তা'আলা আরও ঘোষণা করেছেন ঃ

www.amarboi.org

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝

"অতপর তাদের পর অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম।"
–সূরা মুমিনূন ঃ ৩১

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝

"অতপর তাদের পরে আমি বহুজাতি সৃষ্টি করেছি। কোনো জাতিই তার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না, বিলম্বিতও করতে পারে না।"–সূরা মুমিনূন ঃ ৪২-৪৩

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ۝

"আমি তাদের সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করবো তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবো।"–সূরা আদ দাহর ঃ ২৮

উক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহ তার সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখার জন্য ক্রমাগত এবং বিরামহীনভাবে এক জাতির পর আর এক জাতি বা সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন। যদি তা না করতেন এবং একবার সৃষ্টির পর অন্য জাতির সৃষ্টি না হতো, তাহলে সৃষ্টির কোনো মাহাত্ম থাকতো না। সৃষ্টির কোনো আনন্দও থাকতো না। তাই এক জাতির পর অন্য জাতিকে দিয়ে স্থান পূর্ণ করেছেন। এতে দেখা যায় যে, ১৪০০ বছর পূর্বে যে কথার উল্লেখ আছে তা ১৪০০ বছর পর সেই মানবজাতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের চিন্তাধারা ও কুরআনের উদ্ধৃতি সম্পূরক বটে। কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

"তারা কি লক্ষ করে না, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন। অতপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন। এটাতো আল্লাহর জন্য সহজ। বল, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং অনুধাবন করো, অনুধাবন করো, কিভাবে

www.amarboi.org

তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন ? অতপর আল্লাহ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহতো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"–সূরা আনকাবুত ঃ ১৯-২০

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلاً لاَّرَيْبَ فِيْهِ ط فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلاَّ كُفُوْرًا ○

"তারা কি লক্ষ করে না যে, আল্লাহ যিনি আকাশজগত ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান ? তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন এক নির্দিষ্টকাল, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। তথাপি সীমালংঘনকারীগণ কুফরী করা ছাড়া ক্ষান্ত হলো না।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৯

**বিকৃত বা বিশৃঙ্খল জন্মধারা**

জেনিটিকসের ধারাবাহিকতা নির্ভর করে পূর্ববর্তীদের বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তীদের উপর। পূর্ববর্তীগণ ভাল হলে পরবর্তী প্রজন্ম ভাল হবে বলে আশা করা যায়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মীও লক্ষ করা যায়। যেমন মায়ের গর্ভে বিকৃত সন্তানের জন্ম হয়। আবার কোনো কোনো সময় জমজ সন্তানও প্রসব করে থাকে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটা

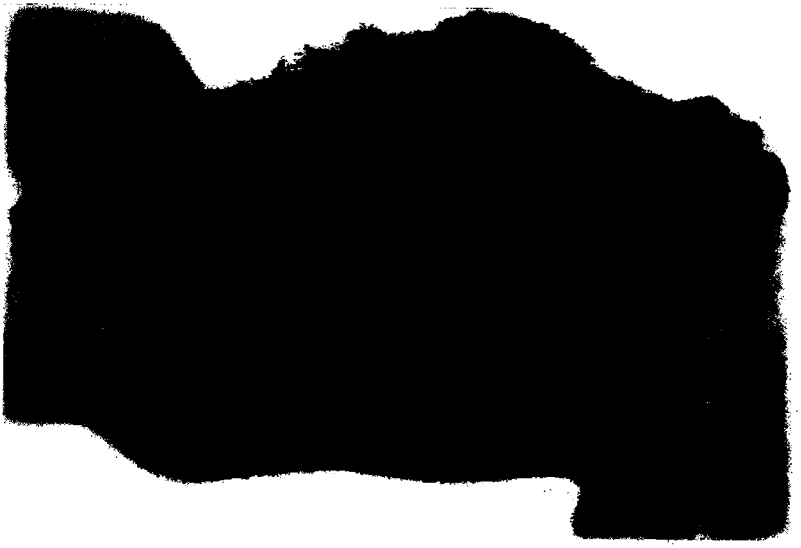

*চিত্র নং ২২ ঃ মারিয়া তেরেসা (বামে) ও মারিয়া ডি জেসাস আলভারেজ নামের ১১ মাস বয়সী এই যমজ বালিকার মাথা পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লাগানো।*



www.amarboi.org

মা ৬/৭টি বাচ্চাও জন্ম দিয়ে থাকে যার একটাকেও বাঁচাতে সক্ষম নয়। এ রকম বিশৃঙ্খল ধারায় জন্ম হলেই তাকে এ্যাবনরমালিটিস বলা হয়। তবে এর সংখ্যা খুবই নগণ্য। অপরপক্ষে অনেক মেয়েলোক নানা রকম বিকৃত সন্তানও প্রসব করে থাকে, যার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত আয়াত থেকে।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ○

"আমি (বিভিন্নভাবে) সুলাইমানকে পরীক্ষা করেছি (এক পর্যায়ে) তার সিংহাসনের উপর একটা নিথর নিষ্প্রাণ দেহও আমি রেখে দিয়েছিলাম। (যাতে করে সে বুঝতে পারে যে একটা মরা দেহকেও আমি রাজসিংহাসনে বসাতে পারি, সুলাইমান সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো) অতপর আমার দিকে সে (আরো বেশী) ফিরে এলো।"–সূরা সোয়াদ ঃ ৩৪

এ ঘটনার অবতারনার উদ্দেশ্য হলো সুলাইমানকে সঠিক পথে পরিচালিত করা ও দিকনির্দেশনা দেয়া এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে দূরে রাখা। অপরদিকে সুলাইমান আ.-ও নিজ প্রভুর প্রতি আত্মনিবেশ করেন। তার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি আল্লাহর দরবারে দু হাত তুলে ফরিয়াদ জানান ঃ

قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِىْ ج اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○

"হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে মাফ করো এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করো যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চয় তুমি মহাদাতা।"–সূরা সোয়াদ ঃ ৩৫

একখণ্ড নিথর গোশত পিণ্ডের কথা যদি ধরা হয় তবে তা দেখা যাবে যে, যখন কোনো মেয়েলোকের এ্যাবরসন হয়ে যায় তখন এ অবস্থায়ই প্রতীয়মান। এ্যাবরসন কিন্তু জেনিটিক্যাল। যদি মা'-এর এ রকম রোগ থাকে তবে মেয়েদেরও ঘটে থাকে। তবে এ্যাবরসন কেবল গর্ভাবস্থায় অসাবধানতার কারণেই ঘটে থাকে। এটা বর্তমান যুগে মেয়েদের মধ্যে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেনিটিক বৈশিষ্ট্যাবলী বংশ বাহিত বলে সম্প্রদায় কেন্দ্রিক। জেনিটিকস এর ধারণা মূলত কুরআন থেকেই পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা কেবলমাত্র বালুচরে খেলা করছে। মানিক আহরণ করতে আজও সক্ষম হয়নি। আল্লাহ বলেন ঃ

www.amarboi.org

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ○ اَوْيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

"আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা ; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"–সূরা শুরা ঃ ৪৯-৫০

এখানে দেখা যায় যে, আল্লাহ কাউকে ছেলেমেয়ে উভয়ও দান করেন এবং কাউকে করেন বন্ধ্যা। বন্ধ্যাটা কোনো ব্যধি নয়। তবে মেয়েদের হরমোনাল disorder, ইউটেরাইন এ্যাজেনেসিস ও অন্যান্য অসুবিধার কারণ হেতু বন্ধ্যা হতে পারে। তবে আল্লাহ যেখানে কোনো নারীকে কোনো সন্তান দিবেন না, সে কখনও মা হতে পারবেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা বংশক্রমনিকও হতে পারে। তবে এর % খুব কম।

তবে কারো বন্ধ্যাত্ব মনে করতে পারেন কেবল আল্লাহ যেমন ইবরাহীম আ.-এর স্ত্রীকে দান করেছিলেন। কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ○ فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ○ قَالُوْا كَذٰلِكِ لا قَالَ رَبُّكِ ط اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ○

"অতপর ওরা তাকে (ইবরাহীমকে) এক জ্ঞাতী পুত্রের (সন্তানের) সুসংবাদ দিল। তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সম্মুখে আসলো এবং গাল চাপড়িয়ে বললো, "এ বৃদ্ধা-বন্ধ্যার সন্তান হবে ?" ওরা বললো, তোমার প্রতিপালক এরূপই বলেছেন, তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ২৮-৩০

এখানে স্পষ্টত প্রমাণিত সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে কাউকে বন্ধ্যা করতে পারেন এবং তার বন্ধ্যাত্বও ঘুচিয়ে দিতে পারেন। তিনি সকল কৌশলের কৌশলী। আল্লাহ তা'আলা পুনঃ বলেন ঃ

www.amarboi.org

اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ط وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى ○

"কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহতেই ন্যস্ত, তাঁর অজ্ঞাতসারে কোনো ফল আবরণ হতে বের হয় না, কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং কোনো সন্তানও প্রসব করে না।"–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৪৭

উপরোক্ত আয়াত থেকে দেখা যায় যে, কিয়ামত হচ্ছে অদৃশ্য ও অজানা জগতে লুকায়িত। আর আবরণের ভিতর ফলের অস্তিত্ব হচ্ছে অজানা অদৃশ্যমান রহস্য। তেমনিভাবে মায়ের গর্ভাশয়ের ভিতর ভ্রূণও হচ্ছে এক অদৃশ্য ও গোপন অস্তিত্ব। এসব কিছু যথার্থ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। মানুষ যদি পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান সকল ফলকে আবরণের ভিতর খুঁজতে যায় মায়ের গর্ভাশায়স্থিত সকল ভ্রূণের খোঁজ নিতে যায় এবং তা কল্পনা করতে চায় তাহলে তার পথে সেটা কখনো সম্ভব হবে না। অসীম সত্যকে কল্পনা করার ক্ষমতা মানুষের মাঝে যতবেশী সৃষ্টি হবে ততবেশী সে আল্লাহ তাআলার অসীম জ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

তবে বর্তমানে কিছু কিছু তথাকথিত বিজ্ঞানী ও শৈল চিকিৎসাবীদগণ নৈতিক বির্বজিতভাবে একজন পুরুষের স্পার্মকে অন্য একজন স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থাপন করে তাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সক্ষম হচ্ছে। এখানে প্রশ্ন থাকে যে, ঐ স্ত্রীলোকটিকে কে সৃষ্টি করেছে এবং ঐ পুরুষটির স্পার্মকে কে সৃষ্টি করেছে ? উত্তর একটাই, আল্লাহ। যদি আল্লাহ সৃষ্টি করে থাকেন তার সৃষ্টিকে নিয়ে অন্য কারো গর্ব করা খাটে না। অসামাজিক ও নৈতিক বিবর্জিত ভাবে কোনো কিছুর কৌশল অবলম্বন করার অর্থ হলো সমাজকে ধ্বংস করা ও চরিত্র হনন করা। সোজা ও মুখ্য কথা হলো, আল্লাহর কর্তৃত্বের উপর কারো হাত নেই। আল্লাহ সকল কৌশলের কৌশলী।

**বংশগতি প্রকৌশল** (Genetic Engineering)

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلاً لَّارَيْبَ فِيْهِ ط فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلاَّ كُفُوْرًا ○

"তারা কি লক্ষ করে না যে, আল্লাহ, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান ? তিনি তাদের

www.amarboi.org

জন্য স্থির করেছেন এক নির্দিষ্টকাল, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। তথাপী সীমালংঘনকারীগণ কুফরী করা ছাড়া ক্ষান্ত হলো না।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৯

এখানে দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলা বংশের ধারা তাঁর কৌশলের মাধ্যমে টিকিয়ে রাখেন। অর্থাৎ এক একটি বংশের ধ্বংসের পর আর একটি অনুরূপ বংশ বা গোত্র বা সম্প্রদায় সৃষ্টি করে থাকেন। এরূপ কার্যকলাপ সৃষ্টির আদি থেকেই বিরামহীনভাবে চলে আসছে। বাস্তব কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে পুনঃ সৃষ্টির মাধ্যম। মানব ও জীবজন্তুর জন্য পৃথিবীটা হলো বংশ সৃষ্টির কৌশলগত স্থান। এ প্রক্রিয়া পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে ততোদিন চলবে।

তাই বংশগতি প্রকৌশল প্রযুক্তি সাধারণ প্রজনন প্রযুক্তি থেকে ভিন্ন ধরনের। বংশগতি প্রকৌশল প্রযুক্তিতে এক বা একাধিক কাংখিত জিনকে কোনো জীবাণু থেকে আহরণ করে শস্যের মধ্যে ঢুকিয়ে নতুন জিন বিশিষ্ট শস্যে পরিণত করা হয়। নতুন জিনটি শস্যের ক্রোমজমজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এ পদ্ধতির ব্যবহার করে পোকা প্রতিরোধী জিন সম্বলিত ক্রোমজমজের অংশবিশেষ Bacillus thuringiensis নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে আহরণ করে সেটাকে তুলা গাছে ঢুকিয়ে ঐ তুলা গাছকে পোকা প্রতিরোধী করা সম্ভব হয়েছে। এ উন্নতজাতের তুলা গাছ (BT তুলা) এখন তুলায় গুটির ক্ষতিকারক পোকার আক্রমণ থেকে, গুটিকে রক্ষা করতে সক্ষম। এর ফলে তুলা কৃর্ষকরা কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার কমাতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে পরিবেশ দূষণ কমে যাচ্ছে। এ বিশেষ পোকা প্রতিরোধী জিনটি সয়াবিন ও ভূট্টাসহ অন্যান্য শস্যে স্থানান্তর করে ঐ শস্যগুলোকে পোকা প্রতিরোধী করে তোলা হয়েছে। এভাবে বানানো জি এম ভূট্টাতে মাইকোটকসিন নামক ক্ষতিকারক রসায়নের পরিমাণ কম হতে দেখা যাচ্ছে।

আগাছা নাশক প্রতিরোধী জিন সম্বলিত ক্রোমজমজের অংশবিশেষ এক জীবাণু থেকে আহরণ করে শস্যের ক্রোমজমজের স্থানান্তর করে আগাছানাশক প্রতিরোধী করে তোলা হয়েছে তাতে শস্যের কোনো ক্ষতি হয় না এবং এভাবে রোগ প্রতিরোধী জিনকে এক জীবাণু থেকে আহরণ করে অন্য শস্যে ঢুকিয়ে রোগ প্রতিরোধী শস্যের নতুন জাত বানানো হয়েছে। আর বংশগতি প্রকৌশল প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ করে তিনটি জিন ঢুকিয়ে উদ্ভাবন করা হয়েছে সোনালী ধান। হয়তো কয়েক বছরের মধ্যেই এ ধান ক্রমবর্ধমান হারে হতে থাকবে।

www.amarboi.org

তবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্থানান্তর পদ্ধতিটি একটা জটিল প্রক্রিয়া, সচারাচর যার সাথে ব্যাকটেরিয়া এবং প্লাসমিড নামক চলমান জেনিটিক উৎপাদন জড়িত। এ প্লাসমিড বাঞ্ছিত জিনকে গ্রহীতা কোষে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে উদ্ভিদকে নতুন বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টি করা যায়—সে ক্ষেত্রে গবেষণাগারে উদ্ভিদের সামান্য সংখ্যক কোষকে জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে রূপান্তরিত করা হয় এবং পরে তার দ্বারা সমুদয় উদ্ভিদকে নতুনভাবে সৃষ্টি করা হয়। তার জেনিটিক উপায়ে রূপান্তরিত জীব, বিশেষত ব্যাকটেরিয়া পরিবেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ ঝুঁকি এড়াবার জন্য এমন একটা জিন প্রবিষ্ট করানো হয় যা পরিবেশের মধ্যে উন্মুক্ত পাওয়া ব্যাকটেরিয়াকে টিকে থাকতে সাহায্য না করে বরং উন্মুক্ত পরিবেশে তা ধ্বংসের কারণ হয়। উল্লেখিত ঝুঁকি এড়ানোর জন্য কিছু জেনিটিক নির্দেশকও ব্যবহার করা হয় যেমন এমন নির্দেশক যা অতি বেগুনী আলোতে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠে। এরূপ নির্দেশক ব্যবহার করার ফলে উক্ত ব্যাকটেরিয়াকে তার পরিবেশে বসবাসকারী অন্যান্য স্বগোত্রীয়দের থেকে তাকে আলাদা করে চেনা যায়।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○ ج

"তারা কি লক্ষ করে না, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন ? এটাতো আল্লাহর জন্য সহজ। বল, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং অনুধাবন করো, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন ? অতপর আল্লাহ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি ! আল্লাহতো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"–সূরা আনকাবুত ঃ ১৯-২০

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্বদান করেন। অর্থাৎ তিনি যখন যা সৃষ্টি করতে চান তখন বলেন, "কুন ফাইয়াকুন" 'হও, আর হয়ে যায়'। তিনিই আবার তার সৃষ্টিকে ধ্বংস করেন এবং তিনিই পরবর্তীতে তা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং অপার ক্ষমতার মালিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ج وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلاً ○

www.amarboi.org

"আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করবো তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবো।"–সূরা আদ দাহর ঃ ২৮

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ج فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ج مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ط اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ○

বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশজগত ও পৃথিবী এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি ; অতপর আমি তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি ; তার বৃক্ষাদী উদ্‌গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি ? তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য বিচ্যুত হয়।"–সূরা আন নামল ঃ ৬০

এখানে দেখা যায় যে, আল্লাহর নির্দেশে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ হয় এবং এর ফলে জমিন শস্য, গাছপালা, উদ্ভিদরাজী ইত্যাদি উদগত করার জন্য জন্ম দেয়ার জন্য ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। এটা কেবল আল্লাহরই কুদরত ও মহিমা শক্তিতে হয়ে থাকে। আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই যারা এটা করতে সক্ষম।

**অভিযোজন/যোগ্যতার বিন্যাস** (Adaptive evolution)

অভিযোজন বিন্যাসের ব্যাপারে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে, স্থান, কাল পাত্রভেদে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াইয়ে যে প্রজাতি জন্ম নেয় বা বেড়ে উঠে তাকেই অভিযোজন বা যোগ্যতার বিন্যাস বলা যায়। যেমন মৌসুমী অঞ্চল বা নাতিশীতষ্ণ অঞ্চলের কোনো জীব উষ্ণ অঞ্চল অর্থাৎ মরুভূমির বরফে ঢাকা অঞ্চলে টিকে থাকতে পারবে না। যে জীব বা উদ্ভিদ ঐ পরিবেশের কেবল তারাই ঐ অঞ্চলে বাসযোগ্য। যেমন মরুভূমিতে কেবল উট বাহন এবং উটেরই বসবাসের যোগ্য। কারণ আল্লাহ তা'আলা উটকে সেই পরিবেশের যোগ্য জীব করে সৃষ্টি করেছেন। উত্তর মেরুতে উত্তর মেরুর উপযোগী জীবজন্তু জানোয়ার ও উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন। সমুদ্রে সামদ্রিক জীব ও উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন। এক পরিবেশের জীব ও উদ্ভিদ অন্য পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে না বা জন্ম নেয় না। মরুভূমির উদ্ভিদ মরুভূমির উপযোগী বিধায় তারা সেভাবে জন্মায়। যেমন মরুভূমির উদ্ভিদ কোনো সময় নাতিশীতষ্ণ অঞ্চলে জন্ম নেয় না। হয়তো জন্ম নিলেও বিপরীতধর্মী পরিবেশের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আবার মাটির নীচে যে

www.amarboi.org

জীবের বাস তারা কখনো মাটির উপরে বাস করতে পারে না। কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ لا اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَايُوْقِنُوْنَ ○

"যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট আসবে তখন আমি মৃত্তিকা গর্ভ থেকে বের করবো এক জীব যা তাদের সাথে কথা বলবে। এজন্য যে মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী।"–সূরা আন নামল ঃ ৮২

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ج اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ○ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ○ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ لا وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ط اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ○ سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَايَعْلَمُوْنَ ○

"তাদের জন্য একটা মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা থেকে উৎপন্ন করি শস্য যা তারা ভক্ষণ করে। তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবন। যাতে তারা ভক্ষণ করতে পারে এর ফলমূল থেকে অথচ তাদের হাত তা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না ? পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৩-৩৬

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ط وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ قف وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

www.amarboi.org

"তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য। পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড, তাতে আছে দ্রাক্ষাকানন, শস্য ক্ষেত্র, একাধিক শির বিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষ, অথবা এক শির বিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষ সিঞ্চিত একই পানিতে এবং ফল হিসাবে তাদের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।"–সূরা আর রাদ ঃ ৩-৪

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ○

"আমি ধ্বংস করেছি কতো জনপদ, যার অধিবাসী ছিল জালিম এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অপর জাতি।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১১

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ○

"অতপর তাদের পর অন্য এক সম্প্রদায় (জাতি) সৃষ্টি করেছিলাম।"
–সূরা মুমিনূন ঃ ৩১

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ○ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ○

"অতপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি। কোনো জাতিই তার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না ও বিলম্বিত করতে পারে না।"–সূরা মুমিনূন ঃ ৪২-৪৩

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ج وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلاً ○

"আমি তাদের সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করবো তাদের পরিবর্তে অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবো (আমি যখনই চাইবো, তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে ফেলবো)।"
–সূরা আদ দাহর ঃ ২৮

উপরোক্ত আয়াতসমূহ বিশেষ করে সূরা আদ দাহরের ২৮ আয়াত থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে এক জাতিকে ধ্বংস করে স্বজাতীয় অন্যান্য লোকদের বা স্বজাতীয় গোত্রের স্থলাভিষিক্ত করে দিতে পারেন। এ কাজে তাঁর কোনো কষ্ট নেই। তবে চারিত্রিক দিক দিয়ে ঐ গোত্র বা সম্প্রদায় ভিন্নতর হবে। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তা'আলা তাদের আকার-আকৃতি পরিবর্তন

www.amarboi.org

করে দিতে পারেন। অর্থাৎ কাউকে সুস্থ-সবল বানাতে পারেন বা কাউকে নেংড়া খোড়া বানাতে পারেন। অনুরূপভাবে কাউকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বানিয়ে দিতে সক্ষম। তৃতীয়ত, তাদের মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অপর কোনো আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারেন। অর্থাৎ আলাদা আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারেন তাতে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা আসবে না বা আসতে পারে না।

সূরা মুমিনূনে এ দেখা যায় যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে এক জাতিকে ধ্বংস করে তাদের উপর বহুজাতি সৃষ্টি করতে পারেন। এ সকল হলো আল্লাহর একক সত্ত্বা ও মহিমা মাত্র।

## ১. মানুষের পারিবারিক বংশবৃক্ষ ফ্যামিলি ট্রি ও ইসলাম

মানুষ সৃষ্টি নিয়ে অমুসলিমগণ অনেক কুরুচিপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে আল্লাহর বিধান ও সৃষ্টির কৌশলকে পর্যুদস্ত বা মিথ্যা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু তা অদ্য পর্যন্ত সম্ভব হয়নি বিধায় অমুসলিম বিজ্ঞানীগণ বলে থাকেন ঃ

মানুষের উৎপত্তি নিম্নশ্রেণীর প্রাণী থেকে হয়েছে এ মতবাদ নিয়ে তৈরি মানুষের 'ফ্যামিলি ট্রি' বিবর্তনবাদীদের হাতে সবসময় কাটাকাটি হচ্ছে। রিচার্ড লিকে বলেন যে, সাম্প্রতিক জীবাশ্ম প্রাপ্তি অতীতের সেই ধারণাকে, যে পূর্বের সব জীবাশ্মকে বিবর্তনবাদের শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবর্তনের ধারাতে সাজানো যাবে। এ ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। (National Geographic, 'skull 1470', by Richard E. Leakey, June 1973, P. 819) দি 'বোষ্টন গ্লোব' পত্রিকায় সে সম্পর্কে লেখেন, নৃতত্ত্বের প্রতিটা বই, মানুষের বিবর্তনের উপর লেখা প্রতিটা প্রবন্ধ, মানুষের পারিবারিক বংশ বৃক্ষের প্রতিটা ড্রয়িংকে আবর্জনার মতো ছুড়ে ফেলতে হবে। এসবই মিথ্যা মনে হয়। (The Boston Globe, 'He's shaking Mankind's Family Tree' by Juel N. Shurkin, December 4, 1973, P. 1).

মানুষের বিবর্তনের তাত্ত্বিক ফ্যামিলি ট্রি'তে এমন সব পূর্বের গৃহীত 'লিংক' (যোগসূত্র) ছিল যা এখন বিবর্জিত। 'দি নিউইয়র্ক টাইমস'-এর একটা সম্পাদকীয় বলে যে, বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানে এতোবেশী ধারণা কল্পনার স্থান রয়েছে যে, মানুষ কিভাবে এসেছে এ সম্পর্কীয় মতবাদসমূহ, মতবাদ প্রণয়নকারী ও লেখকের সম্পর্কে বেশী পরিচয় তুলে ধরে তাদের মতবাদের চেয়ে। ... নতুন কোনো মাথার খুলির আবিষ্কারক মানুষের পারিবারিক

www.amarboi.org

বৃক্ষের কখনো কখনো এমন ব্যাখ্যা প্রদান করেন তার আবিষ্কারকে, মানুষের মধ্যমণি করে যে, অন্য সবার প্রাপ্ত মাথার খুলিসমূহকে পাশে সরিয়ে রাখা হয় গুরুত্ব না দিয়ে।'–অক্টোবর ৪, ১৯৮২, পৃষ্ঠা. এ ১৮

**বিবর্তনবাদী বৈজ্ঞানিক**

নাইল্‌স এলড্রেজ (Niles Eldredge) ও আয়ান ট্যাটারসাল (Ian Tattersal)-এর লিখিত 'দি মিথ অব হিউম্যান ইভোলুসন' গ্রন্থের রিভিড-এর 'ডিজকভার' ম্যাগাজিন মন্তব্য করে যে, বৈজ্ঞানিকদ্বয় বিবর্তনবাদী 'ফ্যামিলি ট্রি' পরিত্যাগ করেছেন। কারণ ম্যাগাজিনটি বলে, 'মানুষ প্রজাতির পূর্বপুরুষ সম্পর্কে যে যোগসূত্রের কথা বলা হয় তা শুধু অনুমান করা যেতে পারে। এলড্রেজ ও ট্যাটারসাল জোর দিয়ে বলেন যে, মানুষ বৃথাই তার পূর্বপুরুষ সম্পর্কে সন্ধান করে। ... যদি প্রমাণাদি থেকে থাকে, বৈজ্ঞানিকদ্বয় বলেন, একজন দৃঢ়ভাবে আশা করতো আরও 'হোমিনিড' (প্রাক মানব)-এর জীবাশ্ম পাওয়া গেলে মানুষের বিবর্তনের কাহিনী সাফ হতো। অন্যদিকে যা হয়েছে, উল্টোটা ঘটেছে। ডিভার ম্যাগাজিন আরো লেখে, 'মানব প্রজাতি এবং সব প্রজাতিই এতীমের মতো থাকবে।' তাদের পিতা-মাতার পরিচয় অতীতের গর্ভে হারিয়ে গেছে। (Book by review by game German, January, 1983 : pp 83, 84)। এই যে পিতা-মাতার পরিচয় অতীতের গর্ভে হারিয়ে গেছে বলা হচ্ছে—তা কি ঠিক ? মানুষের পিতা-মাতার পরিচয় হারিয়ে যায়নি। জীবাশ্মেই প্রমাণিত যে, মানুষের পিতা-মাতা মানুষই। অন্য কোনো ধরনের জীবশ্ম থাকলে, তা অন্য প্রাণীর জীবাশ্ম—মানুষের নয়। মানুষের কাছাকাছি প্রাণী থাকা আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু তারা মানুষ নয়। আল্লাহ কুরআনে বলেন ঃ

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا -

"তিনি (আল্লাহ) তোমাদের (মানুষকে) একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি তার মধ্য থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন।"

–সূরা আয যুমার ঃ ৬

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ج

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার সঙ্গিনী

www.amarboi.org

সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী বৃদ্ধি করেছেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ১

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো।"–সূরা হুজুরাত ঃ ১৩

আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম, তারপর তোমাদের রূপ দিয়েছিলাম, ফেরেশতাদের বলেছিলাম সিজদা করতে। ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করেছিল, যারা সিজদা করেছিল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হলো না। তিনি বললেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম এখন কে তোমাকে বাধা দিলো যে, তুমি সিজদা করলে না ?

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ج خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ○

"সে বললো, আমি তার (আদমের) চেয়ে বড়, আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছো আর তাকে কাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছো।"-সূরা আল আরাফ ঃ ১২

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ○

"তিনি (আল্লাহ) বলেন, তোমরা (আদম, হাওয়া, শয়তান) একে অন্যের শত্রু হিসেবে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে নেমে যাও। আর (সেখানে) তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইলো। তিনি বললেন, সেখানেই তোমরা জীবনযাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে আর সেখান থেকেই তোমাদের বের করে আনা হবে।"–সূরা আল আরাফ ঃ ২৪-২৫

মানুষের পূর্বপুরুষ মানুষই। অন্য প্রাণী মানুষের পূর্বপুরুষ এটা সত্য নয় বরং অসত্য। আর পূর্ববর্তী পাতাগুলোতে আমরা যা দেখেছি যে মানুষের জীবনের প্রাথমিক বিকাশ জান্নাত, পৃথিবীতে নয়। আল্লাহই তো কুরআনে বলেছেন, 'আদম ও হাওয়া এ পৃথিবীতে সৃষ্টি হননি—তারা সৃষ্টির পর জান্নাতে ছিলেন।' সেখান থেকে তারা পৃথিবীতে নেমে আসেন। তবে পৃথিবীকে পূর্বেই মানুষ থাকার উপযোগী করে রাখা হয়েছিল। এর কতকটা নেপালের তরাইয়ের বন ভূমিতে সাফারী প্রমাণ মিলে জঙ্গলের ভেতর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার দেখা পাওয়া। ট্যুর অপারেটরগণ সফরকারীদের জঙ্গলে অভ্যর্থনা

www.amarboi.org

জানায়। মানুষের জন্ম পৃথিবীতে নয়, অন্যত্র। পরে মানুষ এখানে এসেছে। প্রথম সৃষ্টি জীবন মানুষকে কোনো কারণবশত জান্নাত থেকে বের করে পৃথিবীতে পাঠানো হয়।

যাই হোক জীবাশ্ম রেকর্ডে বানর জাতীয় প্রাণী ও মানুষের সূত্রপাত হলো পৃথক পৃথক। সেখানে বানর জাতীয় প্রাণী ও মানুষের ভেতর কোনো যোগসূত্র নেই। কোনো সময়ই মানুষের সাথে অন্য কোনো জীবনের যোগসূত্র ছিল না। মানুষ সম্পূর্ণ পৃথক জীব এবং সৃষ্টিও ভিন্ন প্রকৃতিতে যা আল্লাহ তা'আলা নিজের হাতে করেছেন।–সংগৃহীত। ইনকিলাব, তারিখ ঃ ১০-১০-২০০০ইং

## ২. মানব দেহের রহস্য উন্মোচনে প্রোটিন

বিজ্ঞানীদের হতাশা এবং সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে যে জিনিসটা তার নাম প্রোটিন। প্রোটিন হলো প্রাণীর শরীর গঠনের মূল উপাদান, প্রথম কাঁচামাল ঃ জিন মানচিত্র তৈরীর সময় বিজ্ঞানীরা জিনের জটিলতা ছাড়াতে যতটা না হিমশিম খেয়েছেন প্রোটিনের পাঠোদ্ধারে নেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন আরো বেশী। আইবিএম লাইফ সায়েন্সের বিজ্ঞানী ক্যারেলিন কোভাক বলেছেন, 'মানুষের জিনতন্ত্রে যত না তথ্য আছে, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী তথ্য আছে প্রোটিনতন্ত্রে।' মানব দেহের একেকটি কোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের লাখ খানেক জিন, জিনের উপাদান ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড) এবং ডিএনএ-এর চারটি উপাদান চারটি নিউক্লিওটাইড আর্জিনিন, থাইমিন, সাইটোসিন ও গুয়ানিন—এসব মিলিয়ে যে তন্ত্র তাকে বলা হয় জেনোম বা জিনতন্ত্র।

এ জিনতন্ত্রের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো দেহের মধ্যে প্রোটিন তৈরীর সংকেত দেয়া। কোন্ কোষে কোন্ সময়ে কোন্ প্রোটিনটি তৈরী করতে হবে, সে নির্দেশনামা আসে এক বা একাধিক জিন থেকে। তাই একেকটি কোষের প্রায় লাখখানেক জিনের আঙুল নির্দেশে দেহের মধ্যে যে কত পদের প্রোটিন তৈরী হয়, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। তবু বিজ্ঞানীরা একটা গড় হিসাব কষে দেখেছেন, মানব দেহের ৫ লাখ থেকে ১০ লাখ রকমের প্রোটিন আছে। এসব প্রোটিনকে একযোগে নাম দেয়া হয়েছে প্রোটিওম বা প্রোটিনতন্ত্র। আর যে বিদ্যা দিয়ে এ প্রোটিনতন্ত্রের রহস্য ভেদ করার চেষ্টা চলছে, তাকে বলা হচ্ছে প্রোটিওমিক্স। বিশ্বের তাবৎজীব বিজ্ঞানীর দৃষ্টি এখন এ প্রোটিওমিক্সে।

কারণটা কী? কারণ আর কিছুই নয়, একটা প্রাণীর শরীর ধাপে ধাপে গড়ে উঠে এ প্রোটিন দিয়ে। মানবদেহের ১০ বিলিয়ন কোষ এর প্রত্যেকটাতে

www.amarboi.org

প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন জিনের নির্দেশে কোষের রাইবোজোমের মধ্যে তৈরী হচ্ছে হরেক পদের প্রোটিন। তৈরী হওয়ার সাথে প্রোটিনগুলো ভাঁজ খেয়ে তালা চাবির মতো একটার সাথে আরেকটা জুড়ে জুড়ে শিকলের মতো হয়ে একেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠন করে চলেছে।

এখন এ ১০০ বিলিয়ন কোষের কোন্‌টির মধ্যে কখন কোন্ প্রোটিন তৈরী হচ্ছে, তা বের করা এক মহাকঠিন কাজ। শুধু তাই নয়, এসব প্রোটিনের কোন্‌টার কী কাজ, কোন্‌টা কোন্ জিনের নির্দেশে তৈরী হলো, সেই জিনের সাথে প্রোটিনটির কী সম্পর্ক, একটি প্রোটিনের সাথে আরেকটি প্রোটিনেরইবা কী সম্পর্ক, প্রোটিনগুলো তৈরী হয়েই পাপড় ভাজার মতো ভাঁজ পড়ে যায় কেন, প্রোটিনের তালা-চাবির রহস্যটাইবা কী—এসব প্রশ্নের উত্তর বের করা একটা কাজ বটে। জিনতন্ত্রের রহস্য উদঘাটনের ক্ষেত্রে একটা বড় অগ্রগতি হলো জিন মানচিত্র তৈরী। জিন মানচিত্রে দেখা যায়, ডিএনএর যে চারটি উপাদানে এ (এডিনিন), টি (থাইমিন), সি (সাইটোসিন) এবং জি (গুয়ানিন)-এরা কিভাবে সজ্জিত হয়ে একেকটি প্রাণী দেহ গঠন করেছে। মনে হতে পারে, এটা সিজির সজ্জাবিন্যাস একেক রকম হলেই একেক রকম স্বভাব চরিত্র গঠন বিশিষ্ট প্রাণীর জন্ম হয়। আসলে পরিবর্তনটা ঘটে প্রোটিনতন্ত্রে। এটিসিজের সজ্জাবিন্যাস একটু এদিক সেদিক হলেই প্রোটিন তৈরীর সংকেতনামা যায় পাল্টে এবং প্রোটিনতন্ত্রে ঘটে মহাপরিবর্তন। তখন এ পরিবর্তন ঘটে প্রাতির দেহে। তাই জিনতন্ত্রের চেয়ে জরুরী কাজ হলো প্রোটিনতন্ত্রের রহস্য উদঘাটন। কিন্তু কাজটা মহাজটিল।

কারণ, সুমো কুস্তিগিরের অতবড় দেহখানা মাত্র লাখখানেক জিনের নির্দেশে কিভাবে ধাপে ধাপে তৈরী হলো, তা বের করা চাট্টিখানি কথা নয়। জিনগুলো এটিসিজির সজ্জাবিন্যাস ছাড়া আর কিছু নয়। একটা কোষকে যদি প্রোটিন তৈরীর কারখানা ধরা হয়, তাহলে জিনগুলো হলো এ কারখানার বিভাগীয় কর্তকর্তা, যাদের নির্দেশে উৎপাদন চলছে। এ কারখানায় অনেক রকম প্রোটিন তৈরী হয় এবং একেকজন কর্মকর্তার হাতে কমপক্ষে একটি করে ফর্মুলা আছে, যা দিয়ে একটি প্রোটিন বানানো যায়। ধরা যাক, ক নামের কর্মকর্তার দায়িত্ব ক নামের প্রোটিন উৎপাদন, খ কর্মকর্তার দায়িত্ব খ প্রোটিন আর গ কর্মকর্তার দায়িত্ব গ প্রোটিন উৎপাদন। কিন্তু কোষ কারখানাটির এমনই ব্যবস্থা যে, ক, খ, গ, প্রোটিন তৈরী তো হবেই, সেই সাথে দেখা যায় কখ, খগ, এমনকি কখগ, খকগ, গকখ ... এভাবে হাজার রকমের তৈরী হয়ে চলেছে প্রোটিন। ক্যালিফোর্নিয়ার ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির বিজ্ঞানী জন রিচার্ডস বলেন, একটা জিন থেকে ১০ পদের প্রোটিনও তৈরী হতে পারে।

www.amarboi.org

প্রোটিন নিয়ে এত ভাবনার আরেকটি বড় কারণ হলো—যেমন বলা হয়ে থাকে জিনঘটিত রোগ, আসলে সরাসরি জিনের কারণে কোনো রোগ হয় না, মানে জিনে ত্রুটি থাকলে সরাসরি সেখান থেকে কোনো রোগের সৃষ্টি হয় না। যেটা হয় ত্রুটিযুক্ত জিনের কারণে। ত্রুটিযুক্ত প্রোটিন তৈরী হয় আর রোগটা হয় তখন সেই প্রোটিন থেকে। তাই জিন পর্যন্ত অতদূর যাওয়া দরকার নেই, প্রোটিনটাকে সারিয়ে তুলতে পারলেও রোগ সেরে যাবে। আলজাইমার রোগের কথাই ধরা যাক। শরীরে প্রায় আধাডজন জিন আছে, যাদের কারণে এ রোগ হতে পারে। কিন্তু এ রোগের সুষ্ঠু ডায়াগনসিসের সময় দেখা যাবে, মস্তিষ্কে এক ধরনের প্রোটিনের উপস্থিতির কারণেই এ রোগ যুক্তরাষ্ট্রের চিপারজেন নামে একটি বায়োটেক ফার্ম তাই ডিএনএ চিপের বদলে আলজাইমার রোগীদের মস্তিষ্কে ওই প্রোটিনের উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য তৈরী করেছে প্রোটিন চিপ। ওই ফার্মের বিজ্ঞানী উইলিয়াম রিচের মতে,

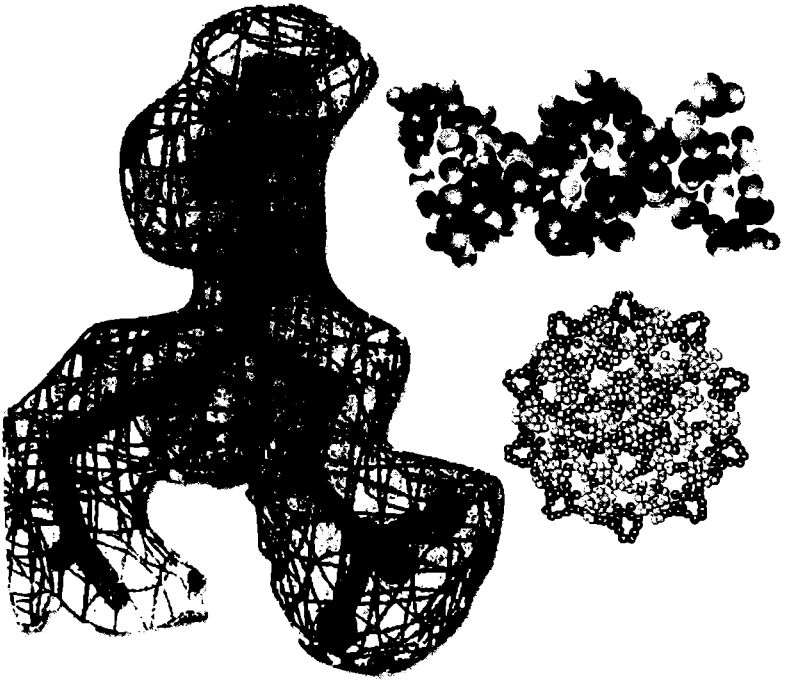

*চিত্র নং ২৩ ঃ ডিএনএ এবং প্রোটিনের মলিকিউল স্ট্রাকচার।*

www.amarboi.org

আলজাইমার রোগের নাড়িনক্ষত্র জানতে হলে কেবল ওই আধাডজন জিন নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না, যেতে হবে মস্তিষ্কের সেই ঘাতক প্রোটিনের কাছে। গত জানুয়ারীতে যুক্তরাষ্ট্রের লার্জ স্কেল প্রোটিওমিক্স কর্পোরেশন বা এলপিএস মানবদেহের প্রোটিনের প্রথম ডাটাবেস প্রকাশ করেছে। এতে ১৫৭টি টিসু থেকে নেয়া ১৫ হাজার ৬৯৩টি প্রোটিনের তথ্য দেয়া আছে। কিন্তু এটা নস্যিমাত্র। বিশাল সমুদ্র থেকে একটি ঝিনুক তোলার মতো বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এটা সবে শুরু। শতাব্দীর শুরুতে জিন মানচিত্র ছিল জীবনের মহাগ্রন্থের প্রথম অধ্যায়। আর এখন প্রোটিন গবেষণা নিয়ে চলছে আরেক অধ্যায়, বিশাল বিপুল যার বিস্তৃতি।

এখন শুধু অপেক্ষার পালা, কখন প্রোটিনতন্ত্রের রহস্যভেদ হয়ে নতুন দিগন্তের সূচনা করে বিজ্ঞানীরা। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ট্রেভর হকিন্স-এর সাথে সুর মিলিয়ে তাই আমরাও বলতে পারি, মানুষের জিনতন্ত্রের ঘাড়ের উপর ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে প্রোটিনতন্ত্র। আর সবার সামনে এখন প্রশ্ন জিনতন্ত্রের পর প্রোটিনতন্ত্র এরপর কী ? তবে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া এ রহস্য মানুষের বোধগম্য হবার কথা নয়। মানবের দেহে কতো কি আছে তার সমন্বয় কেবল আল্লাহ তা'আলাই করতে পারেন এবং করে থাকেন। কারণ তিনিই সকল কৌশলের শ্রেষ্ঠ কৌশল।–সংগৃহীত

## ৩. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও মানব ক্লোন

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা, পুরাকাহিনী, কল্পনা ও কিংবদন্তী নির্ভর সকল মতবাদ, এমনকি ধর্মমতকেও বেসামাল করে দিচ্ছে। যুগান্তকারী উদ্ভাবন ও চমকপ্রদ সব আবিষ্কার মানব রচিত ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিধানের ভিত আমূল নাড়িয়ে দিতেও সক্ষম। পৃথিবীর মানুষের এ বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের উপর সবসময় সমান দাপটের সাথে কর্তৃত্ব করার শক্তি কেবল কোনো ঐশী প্রত্যাদেশ সৃষ্ট ধর্মেরই আছে। একমাত্র নিখুঁত-নির্ভুল কোনো আসমানী গ্রন্থের পক্ষেই সম্ভব মানব বিশ্বের এ অব্যাহত অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা এবং নিরন্তর মানব জাতিকে নৈতিকতা ও মনুষ্যতের প্রকৃত শিক্ষা দিতে থাকা। সময়ের সকল ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে, বিজ্ঞানের অব্যাহত অনুসন্ধান আর অগ্রযাত্রার ছোট-বড় প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ধর্ম ও জীবন বিধানরূপে চির সবুজ, চির আধুনিক 'ইসলাম' চিরকালই সগৌরবে মাথা উঁচু করে আছে। আর এটাই তো স্বাভাবিক। কেননা ইসলামই আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত একমাত্র ধর্ম ও জীবন বিধান। যতোদিন মানবজাতি আছে, মানব

www.amarboi.org

বিশ্ব আছে অবধারিতভাবেই ততোদিন ইসলাম। ইসলাম পৃথিবীবাসীর প্রতি মহান সৃষ্টিকর্তার সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ ও চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা বা হিদায়াত। ইসলামের দীর্ঘ দেড় হাজার বছরের পথযাত্রায় দর্শন, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও ভাবনার প্রতিটা সংযোজনকেই ইসলামের প্রধান দুই তত্ত্ব ও মূলনীতির আলোকে পরখ করতে হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ড পৃথিবীর প্রতিটা আধুনিকতা আর প্রগতিকে সাহসিকতার সাথে স্বাগত জানায়। এসবের স্বাভাবিক যাত্রা ও বিকাশকে কুরআন-সুন্নাহ বাধাগ্রস্ত করে না বরং উৎসাহিত করে। তবে এসবের নৈতিক ও মানবিক দিকগুলো খুব গভীর শুদ্ধতায় বিবেচনা করে।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে এর তত্ত্ব, ব্যবহার, চর্চা, বিকাশ ও পৃষ্ঠপোষকতা সাকুল্য ইতিকথা জমা করলে ইসলামী বিজয় যুগের অংশগ্রহণ বা অবদানের পাল্লাই হবে সর্বাপেক্ষা ভারী। পাশাপাশি দেখা যাবে ইউরোপের 'ডার্ক এজ' আর ভারতবর্ষের সংকীর্ণ ধর্মতাত্ত্বিক ব্যবস্থা কেবলই বিজ্ঞান চর্চার সাথে দ্বন্দ্ব আর যুদ্ধে ভরপুর। বিজ্ঞানীদের ধরে ফাঁসি দেয়া, দার্শনিকদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া কিংবা নিদেনপক্ষে বিষপানের দিকে ঠেলে দেয়া ; এসবই ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম ও মতবাদের কীর্তি !

গির্জার ও বিজ্ঞানাগারের দ্বন্দ্ব, শাসক ও পাদ্রীদের লড়াই কিংবা বিজ্ঞানী ও ধর্মতাত্ত্বিকের যুদ্ধ—এসব বিষয় ইসলামে নেই। খৃস্টবাদসহ অন্যসব ধর্মমতের ইতিহাস এ ধরনের কার্যকলাপে পূর্ণ কিন্তু ইসলাম-এর বিপরীত। দেখা যাবে ইসলামী বিজয় যুগে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ পর্যন্ত ইসলামী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা তথা খিলাফত আমলে দুনিয়ার সভ্যতা, বিজ্ঞান, দর্শন ও বুদ্ধিচর্চার মূল কেন্দ্রবিন্দুও ইসলামী খেলাফত। উৎসাহ, পৃষ্ঠপোষকতা আর সহযোগীতার অকৃপণ ধারায় বিজ্ঞানচর্চাকে ইসলামের মানস সন্তান আখ্যা দেয়াই ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে সমীচীন।

বিজ্ঞানের অনুসন্ধান ও নবউদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির ফলে সৃষ্ট স্বচ্ছ জ্ঞান বা ধারণার ফলে সর্বশেষ চিকিৎসা বিজ্ঞান মানব জন্ম, ভ্রুণতত্ত্ব বা বংশবিস্তার প্রসঙ্গে যাকিছু জানতে সক্ষম হয়েছে এর আলোকে পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মবিশ্বাস ও মানব রচিত মতবাদ এ রকম কোণঠাসা হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য এ কুরআন অগ্রণী বিজ্ঞানকেও বিস্মিত করেছে তার পথপরিক্রমার প্রতিটা বাঁকে।



www.amarboi.org

সর্বশেষ ভ্রূণতত্ত্ব অবিকল পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান। দেড় হাজার বছর আগে ঐশী শিক্ষায় আলোকিত অথচ পার্থিব অক্ষরজ্ঞানমুক্ত একজন নবীর উপর আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ কিতাবে এসব সর্বসাম্প্রতিক তথ্য থাকা যে চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভ্রূণতত্ত্ব, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং যাই বলি না কেন—এসবের গবেষণায় পরম সত্যের যতো না দিশা, পবিত্র কুরআন যে আল্লাহর কালাম আর ইসলাম যে পরম সত্য ধর্ম এ বাস্তবতার সপক্ষে তা আরো বহুগুণ বেশী শক্তিশালী প্রমাণ।

গত ক'টি বছর ধরে বিশ্ববাসীর কান ঝালাপালা। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আজ এমন এক অসাধ্য সাধন করে দেখাচ্ছে যে, মানুষ সৃষ্টিকর্মের সূক্ষ্ম ও জটিলতার অঙ্গনেও নির্ভয়ে পদচারণায় মেতে উঠলো বলে ! কেউ ভাবছেন, সৃজন প্রবণতার ধারা পাল্টে দেয়ার কথা। বলেছেন রোগ-শোক, জ্বরা-মৃত্যু সব রুখে দেবেন। কথা উঠেছে, মানুষের অমরত্ব প্রাপ্তিরও কিন্তু এসব কিছুর পরও মানুষ যে আল্লাহর বান্দা ; তাদের জীবন-মৃত্যু, ভূত ভবিষ্যত, সবকিছুই নিঃশেষে আল্লাহর হাতেই নিয়ন্ত্রিত। এমনিতে তো প্রথম মানব হযরত আদম আ.-কে আল্লাহ তা'আলা কোনো মডেল বা উৎস ব্যতিরেকেই নিজ ইচ্ছা ও পসন্দমাফিক সরাসরি মাটির উপাদান থেকে তৈরী করেন এবং তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চারণ করেন। পার্থিব দেহের ভেতরে একটা অদৃশ্য ও অনুভূত বিষয় দান করেন। যাকে আল্লাহ বলেছেন 'রূহ'। ঠিক এ পূর্ণ মানবটির দেহের নিউক্লিয়াস থেকেই সৃষ্টি করেন মা হাওয়া আ.-কে। এ হলো মানবজাতির প্রথম মানব-মানবীর সৃষ্টিতত্ত্ব। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত প্রাকৃতিক ধারায় নারী ও পুরুষের বংশবৃদ্ধি সংক্রান্ত দৈহিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সকল স্তর পেরিয়ে মানব বংশধরের জন্ম হয়। এ উপাদানগুলোর সংমিশ্রণে আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ কৃত্রিম প্রক্রিয়ার সহায়তাও মানব বংশবৃদ্ধির অসম্ভব নয়। টেস্ট টিউব বেবী থেকে শুরু করে এতদসংক্রান্ত আরো বিস্তারিত কোনো বিষয় এ নীতিরই বাস্তবায়ন।

একজন মানুষের দেহের কোষ নিয়ে অন্য অনেক মানুষ তৈরী ও প্রকৃতিদত্ত স্বভাব নিয়ম বা প্রক্রিয়ার বাইরে কিছু নয়। ইসলাম এখানে একটি কথা খুব জোর দিয়ে বলে রেখেছে যে, মানুষের কোনো কাজই যেন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সৎকর্মের বাইরে না যায়। তো, যুদ্ধই অর্থহীন। আর মানব জীবনের গোটা কার্যক্রম হতে হবে সৎকর্ম নির্ভর।

www.amarboi.org

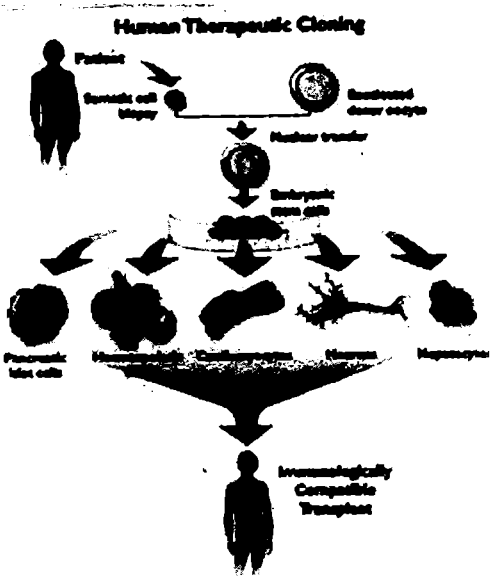


*চিত্র নং ২৪ ঃ মানব থেরাফিউটিক ক্লোনিং দৃশ্য।*

*চিত্র নং ২৫ ঃ ক্লোন বেবী*

www.amarboi.org

এ মূলনীতির আলোকে মুমিন ব্যক্তির প্রতিটা চিন্তা, বিশ্বাস ও তৎপরতা হতে হবে ঈমানভিত্তিক। পাশাপাশি তার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে সে তৎপরতাই যা সৎকর্ম বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। বিজ্ঞানের যে গবেষণা, উদ্ভাবন বা অবদান মানব বিশ্বে, মানব সভ্যতা আর মানবতার জন্য প্রকৃতই কল্যাণকর তাকে ইসলাম নাকচ করে দেয় না। তবে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের দাবী অনুযায়ী একটা কাজকে ইসলাম নিঃশর্ত-ভাবে কল্যাণকর বলেও মেনে নেয় না। জীবন ও জগতের প্রতিটি বিষয়ে ইসলামের একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এর আলোকেই ইসলাম নতুন যুগের তথা অনাগত দিনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জের সামনা-সামনি হতে সক্ষম। আর ইসলামের অনন্য শক্তি এটিই যে, সে প্রভাবিত হয় না বরং নিজ কালজয়ী ও অতি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক মেজাজের ফলে সকল কিছুকেই প্রভাবিত করে।

এবার আসা যাক ক্লোনিং প্রসঙ্গে। বছর পাঁচেক আগে প্রথম যখন ক্লোনিং করে ভেড়া-শিশুর জন্ম দেয়া হয়, তখন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরাই এ তথ্য প্রকাশ করেছিলেন যে, এর আগে তাদের ব্যর্থতার সংখ্যা ছিল ২৭৬। ২৭৬ বার যদি ভেড়া-শিশুর জন্ম প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়ে থাকে তাহলে মানব শিশুর ক্লোনিংয়ের ব্যর্থতারও তো একটা সংখ্যা থাকবে। তাহলে জন্মের পথে কিংবা জন্মের পর পূর্ণাঙ্গতার ক্ষেত্রে যতগুলো ব্যর্থতা কিংবা ভুল হবে এসব মানব প্রাণের দায় কে নেবে ?

সর্বোপরি প্রশ্ন দেখা দেবে এ নতুন মানব সন্তানের পিতৃ, মাতৃ, বংশ ও ঐতিহ্য পরিচয় নিয়ে। বলা কঠিন হবে যে, এ ব্যক্তিটা কে ? তার ব্যক্তিত্বের সংকট বা পার্সনালিটি ক্রাইসিস কিভাবে মোকাবেলা করা হবে ? এরপর আসবে একটি অমানবিক নিষ্ঠুরতা যে, একটা ক্লোন মানবের জন্মদিবসেই হবে তার মূল উৎস ব্যক্তিটার সমান বয়স। শৈশব, কৈশোর ও ক্রমবিকাশের মধুর মানবিকতা থেকে সে হবে বঞ্চিত। কী কঠিন সমস্যা ! এছাড়া সামাজিক, পেশাগত, রাজনৈতিক পরিচয়, পিতৃত্ব, পুত্রত্ব বা আত্মীয়তার সকল বন্ধনে মূল ব্যক্তিটা এবং তার কোষসঞ্জাত নতুন মানুষটা বা মানুষগুলোর সহাবস্থান কেমন হবে ? কোন্ নৈতিকতার ভিত্তিতে কি হবে ? খাদ্য, শস্য, জীব-জন্তু বা পশু-পাখির ক্ষেত্রে মানব সভ্যতার বৃহত্তর কল্যাণ তথা ইসলামী পরিভাষার 'মুসলেহাত' নীতি প্রয়োগ করলে ক্লোনিং বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে লাগানোর বৈধতা বিবেচনায় আনা যেতে পারে। যে বিষয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞ ইসলামী ফিকহবিদগণ যথাসময় ফতোয়া প্রদান করবেন। কিন্তু মানব ক্লোনিংয়ের ক্ষেত্রে শরীয়তের তিনটি মূলনীতিই হবে সর্বাপেক্ষা বড় অন্তরায়।

www.amarboi.org

১. মানব সন্তানের বংশ ও পিতৃ-মাতৃ পরিচয়, ২. সামাজিক ও উত্তরাধিকারী সংকট, ৩. ব্যক্তিত্বের সংকট। এ তিনটি বিষয়ের পরও থাকে ইসলামে নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া একে অপরের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন, শিশু জন্মের উপাদান বিনিময়, গ্রহণ বা সংরক্ষণ সম্পর্কিত বৈধতার মাসআলা।

মানব শিশুর জন্মপ্রক্রিয়ার বাইরেও প্রকৃতিতে উদ্ভিদসহ নানা প্রজাতির বংশ বৃদ্ধির পদ্ধতিতে যে বৈচিত্র রয়েছে এসব আমরা সচরাচর খেয়াল করি না বলেই ক্লোনিং আমাদের কাছে এত অভিমত আর বিস্ময়কর মনে হচ্ছে। মূলত বীজ বা চারা রোপণ ছাড়া ঠিক যেভাবে কলা গাছ থেকে নতুন গাছের জন্ম হয়, আলুর টুকরা থেকে আলুর চাষ কিংবা পাথরকুচি পাতার প্রতিটি কোণ থেকে শিশু গাছ জন্মায়, জীব-জন্তু বা মানব ক্লোনিং বিষয়টিও এ প্রাকৃতিক সম্ভাব্যতারই একটি নমুনা মাত্র।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের কোনো আয়াত বা কোনো একটা হাদীসও এমন আছে বলে আমাদের জানা নেই যে, মানব ক্লোনিং আদৌ সম্ভব নয়। জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে এসব মূলনীতি ঈমানদার সম্প্রদায়ের মাথায় রাখতে হবে যে, ইসলামী অনুশাসনের মৌলনীতি 'আত তাগয়ীর ফী খালকিল্লাহ' অথবা 'আত-তাহবীল ফী সুন্নাতিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টি জগতের বা প্রাকৃতিক ধারায় যেনো অহেতুক কোনো বিশৃঙ্খলা বা অস্বাভাবিক বিবর্তন আনা না হয়। তাছাড়া আল্লাহপ্রদত্ত মেধা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনী ক্ষমতায় অর্জিত সাফল্যকে যেন আল্লাহদ্রোহিতার হাতিয়ার না বানানো হয়।

এ ক্ষেত্রে মানব ক্লোনিং ছাড়া উদ্ভিদ জগতে অর্থাৎ উদ্ভিদ, ফল ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উন্নত পদ্ধতি অবলম্বনের অনুমোদন আমরা মহানবী স.-এর এ হাদীস থেকে পাই। মদীনা শরীফে একবার রাসূল স. খেজুর গাছের পরাগায়ন দেখে বলেছিলেন, এ রকম না করলে কি চলে না ? গোত্রটিকে তিনি এসব না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তারা ফসল তোলার মৌসুমে রাসূল স.-কে জানালেন যে, এবার পরাগায়ন না করায় আমাদের বাগানে খেজুর কম হয়েছে। তখন রাসূল স. যে ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন আজকের দিনে তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি সেদিন বলেছিলেন, তোমরা এখন থেকে তা (পরাগায়ন) করবে। আর তোমাদের পার্থিব বিষয়ে তোমরাই ভাল জান। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইসলামী ধর্মতত্ত্ববিদগণ বলতে পারেন যে, কৃষি বিজ্ঞান থেকে শুরু করে আজকের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা অনাগত সময়ের আরো নতুন কোনো প্রক্রিয়াও যদি মানুষের কল্যাণ সাধনে কাজে

www.amarboi.org

লাগে তাহলে এতে ইসলাম বাধা দেবে না। বরং পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই যে বেশী বিজ্ঞ তাও ইসলামেরই ঘোষণা। তবে মানব সভ্যতা বা সৃষ্টি শৃঙ্খলার জন্য ক্ষতিকর, অনৈতিক, অমানবিক কোনো বিষয় ইসলাম সমর্থন করতে পারে না। তাছাড়া মানুষের প্রাণ নিয়ে যাচ্ছে তাই করার কিংবা 'শারফুল ইনসান বা কারামাহ ইনসানিয়াহ' তথা মানুষের মর্যাদা, মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বকে ধূলোয় মিশিয়ে দেবে এমন কোনো অবিবেচনাপ্রসূত বিষয়ও ইসলামের সমর্থন পাওয়ার যোগ্য হতে পারে না।

সাম্প্রতিক মানব ক্লোনিং বিষয়টি যদি প্রকৃতই সংঘটিত হয়ে গিয়ে থাকে কিংবা অদূর ভবিষ্যতে সংঘটিত হয় তখন দুনিয়ার অন্যান্য ধর্ম, রাষ্ট্রীয় আইন বা আন্তর্জাতিক নীতিমালা এটাকে কি চোখে দেখবে তা সময়ই বলবে। কিন্তু ইসলাম তার উদার দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়টিকে দেখবে তার ঈমানী মাপকাঠিতে। শরীয়তের নীতি, মানবতার উন্নত মূল্যবোধ, উচ্চতর উপলব্ধি আর পূর্ণাঙ্গ স্বাভাবিকত্বের দৃষ্টিতে। এতে কোনো বাড়াবাড়ির বা সংকীর্ণতা থাকবে না। পৃথিবীর বিখ্যাত ইসলামী তাত্ত্বিকগণ প্রতিটা নতুন সমস্যার ন্যায় উদ্ভূত এসব জিজ্ঞাসারও যথার্থ বিজ্ঞোচিত জবাব দেবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই।–সংগৃহীত, ইনকিলাব, তারিখ ঃ ১৬-০১-২০০৩ইং

## ৪. বংশগতি প্রকৌশল প্রযুক্তির সম্ভাবনা

বংশগতি প্রকৌশল প্রযুক্তি সাধারণ প্রজনন প্রযুক্তি থেকে ভিন্ন ধরনের। বংশগতি প্রকৌশল প্রযুক্তিতে এক বা একাধিক কাঙ্ক্ষিত (desirble) গুণকে (gene) কোনো জীবাণু থেকে আহরণ করে শস্যের ভিতর ঢুকিয়ে তাকে নতুন গুণ বিশিষ্ট শস্যে পরিণত করা হয়। নতুন গুণটি শস্যের ক্রোমজোমের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এ পদ্ধতির ব্যবহার করে পোকা প্রতিরোধী গুণ সম্বলিত ক্রোমজোমের অংশবিশেষ Bacillus thuringiensis নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে আহরণ করে সেটাকে তুলা গাছে ঢুকিয়ে ঐ তুলাগাছকে পোকা প্রতিরোধী করা সম্ভব হয়েছে। এ উন্নত জাতের তুলাগাছ ((BT তুলা) এখন তুলার শুঁটির ক্ষতিকারক পোকার আক্রমণ থেকে শুটিকে রক্ষা করতে সক্ষম। এর ফলে তুলা চাষীরা কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার কমাতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে পরিবেশ দূষণ কমে যাচ্ছে। এ বিশেষ পোকা প্রতিরোধী গুণটি সয়াবিন ও ভুট্টাসহ অন্যান্য শস্যে স্থানান্তর করে ঐ শস্যগুলোকে পোকা প্রতিরোধী করে তোলা হয়েছে। এভাবে বানানো জিএম ভুট্টাতে মাইকোটক্সিন (Mycotoxin) নামক ক্ষতিকারক রসায়নের পরিমাণ কম হতে দেখা গেছে।

www.amarboi.org

আগাছা নাশক প্রতিরোধী (Herbicide resistence) গুণ সম্বলিত ক্রোমজোমের অংশবিশেষ এক জীবাণু থেকে আহরণ করে শস্যের ক্রোমজোমে স্থানান্তর করে আগাছানাশক প্রতিরোধী করে তোলা হয়েছে। এখন কৃষকরা অতি সহজে আগাছা নাশক প্রতিরোধী শস্য ক্ষেত্রে আগাছা নাশক ছিটিয়ে সমস্ত আগাছাকে ধ্বংস করতে পারে কিন্তু প্রতিরোধী শস্যের কোনো ক্ষতি হয় না।

একইভাবে রোগ প্রতিরোধী গুণকে এক জীবাণু থেকে আহরণ করে অন্য শস্য ঢুকিয়ে রোগ প্রতিরোধ শস্যের নতুন জাত বানানো হয়েছে। ফলে রোগ প্রতিরোধকারক ওষুধের ব্যবহার কমে যাচ্ছে। এজন্য পরিবেশ দূষণ কম হচ্ছে এবং কৃষকরা কম খরচে রোগ দমন করে বেশী ফলন পেয়ে থাকে। পেঁপে ফসলে Ringspot Virus রোগকে এভাবে সফলতার সাথে দমন করা সম্ভব হয়েছে। বংশগতি প্রকৌশল প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ করে তিনটি জিন ঢুকিয়ে উদ্ভাবন করা হয়েছে 'সোনালী ধান' যা খেলে ভিটামিন 'এ' অভাবগ্রস্ত লোকেরা অধিক মাত্রায় ভিটামিন 'এ' পাবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ধানের কোনো জাতেই ভিটামিন 'এ' গুণ বিশিষ্ট জিন থাকে না এবং একমাত্র বংশগতি প্রকৌশল প্রযুক্তির মাধ্যমে এ উন্নয়ন সম্ভব। কয়েক বছরের মধ্যেই এ ধান বাজারজাত শুরু হবে। অনুন্নত বিশ্বের চাউলভোজী গরীব লোকদের উদ্দেশ্য করেই এ সোনালী ধানের উদ্ভাবন করা হয়েছে। আরো সুখবর হলো, এ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে লোহাসমৃদ্ধ ধানের জাত বানানো সম্ভব হয়েছে, যা চাউলভোজী 'অল্পরক্ত' জড়িত লোকদের সহায়ক হবে।

এ পদ্ধতিতে কলা অথবা অন্যান্য শস্যে উন্নতমানের প্রোটিন অথবা কলেরার টীকার উপাদান-এর জিন ঢুকিয়ে ঐগুলো বেশী পরিমাণে প্রস্তুত করার গবেষণা এগিয়ে চলেছে। তাছাড়া শস্যে প্লাষ্টিক, লুব্রিক্যান্ট তেল, কলেষ্টরেলমুক্ত তেল ইত্যাদি বড় আকারে প্রস্তুত করার গবেষণা এগিয়ে আছে এবং ভবিষ্যতে সুফল আনবে। ভোজ্যকারীরা এসব উপাদান তুলনামূলকভাবে সস্তায় পেতে পারবে।

রোগ ও কীট প্রতিরোধী জিএম শস্যের ব্যবহার করে ফসলের ফলন বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া এক বিশেষ জিনের ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের পচনশীলতা রোধ করে বেশী খাবার ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাবে। তাছাড়া বন্যা প্রতিরোধী, খরা প্রতিরোধী, লবণাক্ততা প্রতিরোধী ও অম্ল সহিষ্ণু শস্য জাত উদ্ভাবনের গবেষণা এগিয়ে চলেছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের সাথে সাথে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যাবে।

www.amarboi.org

এ প্রযুক্তির ব্যবহার করে উদ্ভাবিত শস্যকে বৈজ্ঞানিক সম্মত উপায়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যখন খাদ্য হিসাবে এবং পরিবেশের জন্য নিরাপদ বলে বিবেচিত হয় তখনই চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়। এ প্রযুক্তির কিছু গুণগত দিক হলো যে, এটি খাদ্য উৎপাদনের খরচ কমায়, কৃষি কার্যক্রম সহজতর করে এবং পরিবেশ দূষণ কমিয়ে আনে। ১৯৯৬ সাল থেকে ক্রমবর্ধমান হারে বংশগতি পরিবর্তিত শস্যের চাষ এটির অধিক মাত্রায় জনপ্রিয়তার প্রমাণ বহন করে। বিভিন্ন দেশের সরকার এ জিএম শস্যের চাষাবাদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সুগম করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করে চলেছে। এ আইনের আওতায় প্রজননকারী (breeder) ব্রান্ড নাম ব্যবহার করে তাদের উদ্ভাবিত শস্যজাতের বীজ বিক্রি করার অধিকার পায় এবং কৃষকরা তাদের জমিতে উৎপাদিত জিএম শস্যের একাংশ বীজ হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে এবং ঐ অঞ্চলে অন্য কৃষকদের কাছে বিক্রি করতে পারবে। বাংলাদেশে এখনও এতদসংক্রান্ত আইন প্রণয়ন হয়নি। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে কৃষক, ভোজ্যকারী, ব্যবসায়ী ও পরিবেশের স্বার্থরক্ষা করে বাংলাদেশ সরকার আইন প্রণয়ন করবে।

–সংগৃহীত, ইনকিলাব, তারিখ ঃ ১৩-০২-২০০২ইং

## কুরআনের দৃষ্টিতে সৃষ্টি ও বিবর্তন (মানব সৃষ্টি)

মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও লেখকগণ বিভিন্ন রকম মন্তব্য ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন যা পবিত্র কুরআনের সাথে বৈপরিত্যমূলক। কোনো কোনো বিজ্ঞানী ও তথাকথিত লেখকগণ হয়তো নিজেদের পরিচিতি লাভের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে তাদের অযৌক্তিক কথা প্রকাশ করে কেবল সমাজেরই ক্ষতি করছে না বরং আল্লাহর দেয়া বিধানের অমর্যাদা করছেন।

যেমন ডারউইন বলেছেন, মানুষ ক্রমাগতভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে বানর থেকে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন। আসলে একথাটা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা ও বানোয়াট। সে নিজেই জানে যে, সে কোথা থেকে এসেছে। যদি নিজেকে চিনতো ও জানতো তাহলে এ উদ্ভট উক্তি করতে পারতো না। বর্তমান বিশ্বের কিছু লেখক আজও সেই বিভ্রান্তিমূলক কথার উল্লেখ করে থাকেন।

তবে প্রকৃতপক্ষে মানব সৃষ্টির আদিকথা হলো যে, পৃথিবীতে আল্লাহ তার প্রতিনিধিত্ব করার মানসে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। যেখানে আল্লাহ সকল বিশ্বের সর্ব জীব সৃষ্টি করেছেন সেখানে মানুষ কেন তার ইচ্ছা হলে আরও অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারেন যা এখন পর্যন্ত মানুষ চিন্তাও করতে পারেনি।

www.amarboi.org

মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে ১৪০০ বছর পূর্বে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ স.-কে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন তাহলো নিম্নরূপ ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ق فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ○

"আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করি অতপর তোমাদেরকে রূপদান করি এবং তৎপর ফেরেশতাদেরকে আদমের নিকট নত হতে বলি ; ইবলিস ছাড়া সকলেই নত হয়। যারা নত হলো সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১১

وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ○ وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ۙ○ فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ج فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ط وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا سكته وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

"এবং বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সংগিনী জান্নাতে বসবাস করো এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার করো ; কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না। হলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতপর তাদের লজ্জাস্থান, যা গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বললো, যাতে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এজন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বললো, আমি তোমাদের হিতাকাংখীদের একজন। এভাবে

www.amarboi.org

সে তাদেরকে প্রবঞ্চনা দ্বারা অধঃপতিত করলো। তৎপর যখন তারা সেই বৃক্ষ ফলের আস্বাদ গ্রহণ করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা উদ্যান পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের সম্বোধন করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করিনি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তারা বললো হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করো এবং দয়া না করো তবে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৯-২৩

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط قَالَ ءَ اَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ۝

"স্মরণ করো যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করলো। সে বলেছিল, আমি কি তাকে সিজদা করবো যাকে আপনি কর্দম থেকে সৃষ্টি করেছেন।"
–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৬১

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ص وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ص وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝ فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

"এবং আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সংগিনী জান্নাতে বসবাস করো এবং যথা ইচ্ছা আহার করো, কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না, হলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু শয়তান তা থেকে তাদের পদস্খলন ঘটালো এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কৃত করলো। আমি বললাম, তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে

www.amarboi.org

নেমে যাও, পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদেরকে পৃথিবীতে থাকতে ও জীবনযাপন করতে হবে। অতপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলো। আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আমি বললাম, তোমরা সকলেই এ স্থান থেকে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের কোনো নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৩৫-৩৮

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○ ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

"আদমকে, নূহকে ও ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে আল্লাহ বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। এরা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৩-৩৪

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○ وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ○ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ○ قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ○ قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○

"আমিতো মানুষ সৃষ্টি করেছি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে এবং এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি জিন অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ থেকে। স্মরণ করো যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, "আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা থেকে মানুষ সৃষ্টি করছি। যখন আমি তাকে সুঠাম করবো এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করবো তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হও ; তখন ফেরেশতাগণ সকলেই একত্রে সিজদা করলো ; কিন্তু ইবলীস করলো না, সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার

www.amarboi.org

করলো। আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! তোমার কি হলো যে, তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না ? সে বললো আপনি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা থেকে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আমি তাকে সিজদা করার নই।"–সূরা আল হিজর ঃ ২৬-৩৩

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ط اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ط بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ○

"এবং স্মরণ করো, আমি যখন ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম আদমের প্রতি সিজদা করো, তখন সকলেই সিজদা করলো ইবলীস ছাড়া ; সে জিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে নিজেদের অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছো। ওরা তো তোমাদের শত্রু। যালিমের এ বিনিময় কতো নিকৃষ্ট।"–সূরা আল কাহ্‌ফ ঃ ৫০

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ○

"মৃত্তিকা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি ; তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিবো এবং তা থেকে পুনর্বার তোমাদেরকে বের করবো।"
–সূরা ত্বা-হা ঃ ৫৫

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰى ○ فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ○

"স্মরণ করো, যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমের প্রতি সিজদা করো, তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করলো, সে অমান্য করলো। অতপর আমি বললাম, হে আদম ! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ পাবে।"–সূরা ত্বা-হা ঃ ১১৬-১১৭

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ○ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ

www.amarboi.org

اَجْمَعُوْنَ ۝ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○ قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ط اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ○ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ط خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ○

"স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, আমি মানব সৃষ্টি করবো কর্দম থেকে, যখন আমি ওকে সুষম করবো এবং ওতে আমার রূহ ফুঁকে দিব (সঞ্চার করবো) তখন তোমরা ওর সামনে সিজদাবনত হবে। তখন ফেরেশতারা সকলেই সিজদাবনত হলো, কেবল ইবলীস ছাড়া, সে অহংকার করলো এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো। তিনি বললেন, হে ইবলীস, আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিলো ? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে না তুমি উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ? সে বললো, আমি ওর থেকে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং ওকে সৃষ্টি করেছেন কর্দম থেকে।"–সূরা সাদ ঃ ৭১-৭৬

পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, আদমকে অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে অর্থাৎ নিজ শক্তি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।

আদম হলো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। পৃথিবীকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার সাক্ষ্য এর মধ্যে নানান জাতীয় জীবজন্তু, উদ্ভিদ, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, সমুদ্র, প্রোতাশ্রয় প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা আদমকে আল্লাহর খলীফা বানিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

কুরআন তো সত্য, অতীব সত্য, যার একটা শব্দকে অসত্য বলা সম্ভব নয়। কারণ কুরআন হলো আল্লাহর বাণী।

মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে সেই মানবের তথ্য সকল অবস্থায় মিথ্যা। কারণ আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে সপ্ত আসমানে এবং রাখা হয়েছিল জান্নাতে। শয়তানের প্ররোচনার কারণে তারা জান্নাত থেকে বের হয়ে ক্ষণিকের জন্য পৃথিবীতে আগমন করেন। মানুষ কোনো পানির বুদবুদ বা বানর নামক প্রাণী থেকে সৃষ্টি নয়। মানুষের সৃষ্টি মাটি থেকে এবং আল্লাহ তা'আলার নিজ হাতে। কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۝ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ○

www.amarboi.org

"তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে বিস্ময়কর রূপে উৎপন্ন করেছেন। অতপর তাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন।"

–সূরা নূহ ঃ ১৭-১৮

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ○

"মৃত্তিকা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিবো এবং তা থেকে তোমাদেরকে পুনর্বার বের করবো।"

–সূরা ত্বা-হা ঃ ৫৫

এ থেকেও দেখা যায় যে, মানুষের সৃষ্টি মাটি থেকে এবং তাদেরকে মাটিতে ফিরে যেতে হবে এবং শেষ বিচারের দিন আল্লাহ মানুষদেরকে মাটি থেকে পুনরুত্থিত করবেন। সে সত্যটি বাইবেলেও বলা আছে। তবে মানুষের শরীরে যে সকল রাসায়নিক উপাদান দ্বারা গঠিত, মাটিতেও সে সকল উপাদান বিদ্যমান, তাই মানুষ যে মাটির দ্বারা সৃষ্টি তা অস্বীকার করার কোনো পথ নেই।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এ সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। কারণ বর্তমান বিজ্ঞানীগণ কুরআনের বর্ণনাকে কোনো মাধ্যমেই অস্বীকার করতে পারছে না।

এ সত্যকে আমরা আরও বেশী করে উপলব্ধি করতে পারি যদি নীচের প্রদত্ত আয়াতগুলো আলোচনা করি।

هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

"তিনি তোমাদেরকে ভূমি থেকে সৃষ্টি করেছেন।"–সূরা হূদ ঃ ৬১

فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ○

"আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা থেকে।"–সূরা হজ্জ ঃ ৫

خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ○

"তিনিই তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

–সূরা আল আনআম ঃ ২

وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ○

এবং কর্দম থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন।"–সূরা সাজদা ঃ ৭

اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ○

"তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি আঠালো মৃত্তিকা থেকে।"–সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১১

www.amarboi.org

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝

"মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মতো শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে।"–সূরা আর রহমান ঃ ১৪

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۝

"আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠন্‌ঠনে মৃত্তিকা থেকে।"–সূরা আল হিজর ঃ ২৬

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝

"আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে।"
–সূরা মুমিনূন ঃ ১২

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى

"এবং শপথ তার যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।"–সূরা আল লাইল ঃ৩

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ط

"তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে, অতপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন।"–সূরা ফুরকান ঃ ৫৪

এ আয়াতগুলো মানব সৃষ্টির প্রকৃষ্ট আদি প্রমাণ বহন করে। এ আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা করার পর আর কোনো তথ্যাদি ও মানব মতবাদ সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। তবে যাদের কুরআনের উপর জ্ঞান নেই সেই সকল অপদার্থ লোকেরা এবং অবিশ্বাসীগণ নিজ সত্ত্বাকে ভুলে গিয়ে যে কোনো চাতুর্যপূর্ণ পন্থার আশ্রয় নিতে পারেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিকগণ যা খুশী বলতে ও করতে পারে। কারণ তাদের তা ঈমান নেই।

তবে মানুষ যে আল্লাহর সৃষ্টি এবং কর্দম থেকে সৃষ্ট তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একজন অমুসলিম বিজ্ঞানী ডাঃ মরিস বুকাইলী তার কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করে যথার্থভাবে মানব সৃষ্টির বস্তুনিষ্ঠ ও সঠিক মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন কুরআনে যেভাবে মানব সৃষ্টির তথ্য বলা আছে তা সত্য ও নির্ভুল। কুরআন ও বাইবেলের আলোকে তিনি সে সত্য উঘাটন করেছেন। কিন্তু তথাকথিত মুসলিম লেখকগণ সস্তা বাহানা কুড়াবার জন্য মনগড়া কথা লিখে যাচ্ছেন এবং তারা তাদের জন্মসমূহেও সন্দেহ পোষণ করে থাকেন।

www.amarboi.org

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى

"এবং শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।"

–সূরা আল লাইল ঃ ৩

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝

"আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।"–সূরা আত ত্বীন ঃ ৪

কুরআনে বর্ণিত এ আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ নর ও নারীকে সুন্দরতম করে সৃষ্টি করেছেন। যদি আল্লাহর উপর বিশ্বাস থাকে তবে সেই সৃষ্টিকে কোনোক্রমে ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা এই আল্লাহ সৃষ্ট মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলা অবিশ্বাসীদের উচিত নয়। কারণ তারাও আল্লাহরই সৃষ্টি।

## কুরআন এর দৃষ্টিতে বিবর্তন

কুরআনে উল্লেখ আছে যে ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّارَيْبَ فِيْهِ ط فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ۝

"তারা কি লক্ষ করে না যে, আল্লাহ যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান। তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন এক নির্দিষ্টকাল, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। তথাপী সীমালংঘনকারীগণ কুফরী করা ছাড়া ক্ষান্ত হলো না।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৯

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

"তারা কি লক্ষ করে না, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন ; অতপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন ? এটাতো আল্লাহর জন্য সহজ। বল, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং অনুধাবন করো, কিভাবে তিনি সৃষ্টি

www.amarboi.org

আরম্ভ করেছেন ? অতপর আল্লাহ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"–সূরা আনকাবুত ঃ ১৯-২০

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝ وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ۝

"তুমি কি লক্ষ করো না যে, আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন ? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন। এবং এটা আল্লাহর জন্য আদৌ কঠিন নয়।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ১৯-২০

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ۝

"তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়।"
–সূরা ফাতির ঃ ১৬-১৭

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

"আল্লাহ প্রথমে সৃষ্টি করেন, অতপর তিনি এর পুনরাবৃত্তি করবেন, তখন তোমরা তারই নিকট প্রত্যানীত হবে।"–সূরা আর রূম ঃ ১১

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে,

১. আল্লাহ যে কোনো সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন।

২. আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্বদান করেন, অতপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন।

৩. তিনি কিভাবে সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন তা পরিভ্রমণ করে দেখার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। কারণ স্থান কাল পরিবেশ অনুসারে মানুষের বিভিন্ন প্রজাতি সৃষ্টি করেছেন। এতে দেখা যায় কোনো অঞ্চলের মানুষ লম্বা আবার কোনো অঞ্চলের মানুষ খাটো, আবার কোনো অঞ্চলের মানুষ কালো, কোথায়ও সাদা, আবার কোথায়ও সাদা কালো, লম্বা খাটো। অর্থাৎ বৈচিত্রময় পূর্ণ।

৪. আল্লাহ কোনো জাতির অস্তিত্বকে বিলোপ করে দিয়ে আবার পূণর্বার নতুন সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনতে পারেন। এর সবকিছু আল্লাহর খেয়াল ও কৌশলের উপর নির্ভরশীল।

অর্থাৎ একদিকে অসংখ্য জিনিস অস্তিত্বহীনতা থেকে বের হয়ে এসে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে। অপরদিকে প্রত্যেক প্রজাতির ব্যক্তিগুলোর বিলুপ্ত হবার সাথে সাথে সৃষ্টির পূর্বে ধারাবাহিকতায় তাদের মতো ব্যক্তিগণ অস্তিত্ব লাভ করতে থাকে। এটা সবই আল্লাহর সৃষ্টি ক্ষমতা ও অস্তিত্বদানের প্রতিভার



www.amarboi.org

ফল। পূর্বেকার লোকেরাও এটা মানতো ও বিশ্বাস করতো। আল্লাহ যে সৃষ্টিকর্তা তা তারা অমান্য বা অবিশ্বাস করতো না। কিন্তু এসব কুরআনে পরিষ্কার ভাষায় লিপিবদ্ধ হবার পরও কিছুসংখ্যক নাস্তিক ব্যক্তিবর্গ একে অজ্ঞানতাবশত অস্বীকার করে সমাজকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলছে। তবে বিজ্ঞানীগণ মানুষের আদি সৃষ্টি, সৃষ্টির ধারাবাহিকতা, বিলুপ্তি ও পুনঃ সৃষ্টি ইত্যাদিকে অস্বীকার করে না। কারণ বিজ্ঞানীগণ তো তাদের বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা সঠিক জিনিসটাকেই গ্রহণ করতে সক্ষম এবং সক্ষম হচ্ছে। আজ গ্রহ থেকে গ্রহে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে আল্লাহর সৃষ্টি ক্ষমতা ও কৌশল জানতে সক্ষম হচ্ছে। তবে কোনো কৌশলই আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না। কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ز وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

"তোমরা আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না পৃথিবীতে অথবা আকাশে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।"–সূরা আনকাবুত ঃ ২২

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ط وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ○

"তার অন্যতম নিদর্শন আকাশজগত ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো ; তিনি যখন ইচ্ছা তখনই এদেরকে সমবেত করতে সক্ষম।"–সূরা শুরা ঃ ২৯

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ط

"জেনে রাখ ! যারা আকাশজগতে আছে এবং যারা পৃথিবীতে আছে তারা আল্লাহরই।"–সূরা ইউনুস ঃ ৬৬

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط

"আকাশজগতে ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে তা তারই।"–সূরা ইউনুস ঃ ৬৮

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ط ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ج فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ○

www.amarboi.org

"আমি আকাশ, পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি ; যদিও কাফেরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফেরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।"–সূরা সোয়াদ ঃ ২৭

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○ مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ ○

"আমি আকাশজগত ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এ দুটো অযথা সৃষ্টি করিনি, কিন্তু ওদের অধিকাংশই এটা জানে না।"–সূরা দুখান ঃ ৩৮-৩৯

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ ط وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ○ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○

"আকাশজগত ও যমীন এবং ওদের অন্তর্বর্তী কোনো কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তুমি পরম সৌজন্যের সাথে ক্ষমা করো। তোমার প্রতিপালকই মহাস্রষ্টা মহাজ্ঞানী।"

–সূরা হিজর ঃ ৮৫-৮৬

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহ তাআলা আকাশজগত ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কেবল পৃথিবীতেই জীবজন্তু উদ্ভিদ বিদ্যমান নয়। গ্রহ উপগ্রহ, স্থান কাল অনুসারে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্টি প্রসারিত করে রেখেছেন। যদিও আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানীদেরকে ভ্রমণ করার জন্য বলেছেন। এর অর্থ এ নয় যে, কেবল পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে হবে বা শুধু পৃথিবীর উপর গবেষণা চালাতে হবে এবং আকাশজগত ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টি সম্বন্ধেও গবেষণা করতে হবে। জ্বিন আগুনের তৈরি, জ্বিন কোথায় অবস্থান করে, ফেরেশতাগণ কোথায় অবস্থান করে তাও গবেষণার বস্তু। গবেষণা না করলে জ্ঞানের পরিধি বাড়বে না। গবেষণার মাধ্যমে আজ বিজ্ঞানীগণ ঊর্ধাকাশে যাচ্ছে, কাল হয়তো এমন কিছুর সন্ধান পাবে যা এখনও মানুষের কাছে অচিন্তনীয় হয়ে আছে। তবে গবেষণার মাধ্যমে অনেক কিছুই সম্ভব। অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। তবে সব ব্যাপারে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সম্ভব হবে না। কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

www.amarboi.org

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۝

"আকাশজগত ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে তা আল্লাহরই। যারা অসৎকাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎকাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম ফল।"–সূরা আন নাজম ঃ ৩১

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ج لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

"আকাশজগত ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে সমস্তই তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, সার্বভৌমত্ব তারই এবং প্রশংসা তারই ; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফের এবং কেউ মুমিন। তোমরা যা করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।"–সূরা তাগাবুন ঃ ১-২

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে সমস্তই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এ থেকে দেখা যায় যে, আকাশজগতে পৃথিবীর মত জীব বিদ্যমান নতুবা সেখানে থেকে কারা আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে থাকে। নিশ্চয়ই আকাশজগত ও পৃথিবী এর উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে জীব অবস্থান করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানীগণ গবেষণা ও পরীক্ষার মাধ্যমে যে মঙ্গলগ্রহে পানির অস্তিত্ব পেয়েছে ভবিষ্যতে বিভিন্ন গ্রহ এবং এর মধ্যবর্তী স্থানেও অনেক কিছু পাওয়া যাবে যা এখনও মানুষ তা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। তবে যেহেতু আল্লাহর ঘোষণা সত্য তাই একদিন না একদিন এ সত্য প্রকাশিত হবেই হবে।

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ط لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

"হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! আকাশজগত ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পারো, অতিক্রম করো, কিন্তু তোমরা তা পারবে না শক্তি ব্যতিরেকে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ?"–সূরা আর রহমান ঃ ৩৩-৩৪

www.amarboi.org

আকাশজগত ও পৃথিবী দ্বারা গোটা সৃষ্টিলোককে বুঝানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে হে জ্বিন ও মানুষের দল, তোমরা যদি পৃথিবী ও আকাশজগতের সীমানা লংঘন করে পালিয়ে যেতে পার তবে পালিয়ে গিয়ে বা এদের সীমানা অতিক্রম করে দেখাও। পৃথিবী যা আকাশের সীমা অতিক্রম করতে হলে শক্তি, সামর্থ ও জ্ঞানের প্রয়োজন। তোমাদের যদি সেই বুত্তিমত্তা থেকে থাকে তবে সেই জ্ঞান প্রয়োগ করে দেখ পার কিনা ? তবে আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। যেহেতু মানুষদেরকে তাদের জ্ঞান বুদ্ধি খাটাতে বলেছে সেইহেতু বর্তমান সময় দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ গবেষণালব্ধ জ্ঞান দ্বারা মানুষ পৃথিবী নামক গ্রহ থেকে মঙ্গল গ্রহ ও চাঁদে গমন করতে সক্ষম হয়েছে। তার এখন পর্যন্ত আকাশের কোনো সীমানা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। কেবল আল্লাহর পরম অনুগ্রহ পেলে মানুষ হয়তো আকাশের সীমানাও অতিক্রম করতে সক্ষম হতে পারে।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা লক্ষ করো বা জেনে রাখ যে, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং পুনপুন অস্তিত্ব দানের মাধ্যমে সৃষ্টিকে টিকিয়ে রেখেছেন। কেবলমাত্র জ্ঞানীদেরকে লক্ষ করেই বলা হয়েছে। শুধুমাত্র জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীরা আল্লাহ সৃষ্টিতত্ত্ব জানতে সক্ষম।

কোনো কোনো তথাকথিত বিজ্ঞানীরা মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে ভুল তথ্য দিয়ে সৃষ্টির মাধুর্যতাকে খেয়ালের বসে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে থাকে। মানুষ কোনো একক বীজ থেকে সৃষ্টি নয় বা জন্তু জানোয়ার থেকে সৃষ্ট নয়। আল্লাহ তা'আলা মানবের আদি পিতা আদম আ.-কে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করে এর মধ্যে রূহ বা জীবন ফুঁকিয়ে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টি করেন এবং আদম আ.-এর পাঞ্জরস্থি দ্বারা বিবি হাওয়া আ.-কে সৃষ্টি করেছেন যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে প্রথম মানুষ আদমকে কোনো পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়নি। বরং মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ আছে।

পরবর্তীকালে সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য আদম ও হাওয়ার মিলনে অর্থাৎ স্খলিত শুক্রের দ্বারা বংশ বৃদ্ধি হয়েছে এবং হচ্ছে। কোনো জীবকোষ থেকে নয়। যদি ধরা হয় কোনো জীব কোষ থেকে হয়েছে তবে সে জীব কোষটা সৃষ্টি হলো কিভাবে ? আল্লাহ যদি অন্য জীবকোষ সৃষ্টি করতে পারেন তবে মানুষ নামক জীবকে কেন সৃষ্টি করতে পারবেন না। সুতরাং কুরআনে উল্লেখিত মানব সৃষ্টি তথ্য সঠিক ও গ্রহণীয়। DNA পরীক্ষা করলে সৃষ্টি সম্বন্ধে সকল সন্দেহ দূরিভীত হবেই হবে।

www.amarboi.org

আল্লাহ তাআলা কুরআনে উল্লেখ করেন ঃ

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

"মৃত্তিকা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব, এবং তা থেকে পুনর্বার তোমাদেরকে বের করবো।"

–সূরা ত্বা-হা ঃ ৫৫

بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰكَ رَجُلاً ۝

"তুমি কি তাকে অস্বীকার করছো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র থেকে এবং তার পর পুর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে।"

–সূরা কাহাফ ঃ ৩৭

মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে যেভাবে পর্যায়ক্রমিক অবস্থার বর্ণনা দেয়া আছে তারপরও যদি কোনো গবেষক ও বিজ্ঞানীগণ মিথ্যাচার দ্বারা বা ভ্রান্তিমূলক রচনা দ্বারা সমাজকে প্রভাবিত করতে চান বা কুরআনের অপব্যাখ্যা দ্বারা বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি করতে চান সেটা হবে অতীব দুঃখজনক। তবে পুনরায় এটা স্পষ্টত উল্লেখ করা যাচ্ছে। প্রথম মানব মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যদি কেউ মা-বাবাকে অস্বীকার করে তবে তাকেই অস্বীকার করা হয়। তবে আদম ও হাওয়া আ.-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে প্রেরণের পর, পৃথিবীতে এসে তাদের মিলন হয় এবং মিলনের প্রেক্ষিতে বংশ বিস্তার আরম্ভ হয় এবং এর ধারাবাহিকতা আদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত চলবে ও চলতে থাকবে এ সত্যকে অস্বীকার করার কোনো প্রশ্ন উঠে না। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝

"প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে। সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কী হতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্ববেগে স্খলিত পানি থেকে, এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পাঞ্জরস্থির মধ্য থেকে।"–সূরা আত ত্বারিক ঃ ৪-৭

## সৃষ্টির পর্যায়ক্রম ও পরবর্তী অবস্থান

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط

www.amarboi.org

وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً لا قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ج اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

"আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভেধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হবার পর বলে হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমকে সামর্থ দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছো তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা তুমি পসন্দ করো ; আমার জন্য আমার সন্তান সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করো, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম।"–সূরা আহকাফ ঃ ১৫

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قف مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ○ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ط فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

"তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ আকাশজগত, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবেই ও আর এক নির্দিষ্ট কালের জন্য ? কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না ? তাহলে দেখতো যে, তাদের পূর্ববর্তীগণের পরিণাম কিরূপ হয়েছে। শক্তিতে তারা ছিল তাদের অপেক্ষা প্রবল, তারা জমি চাষ করতো, তারা তা আবাদ করতো তাদের অপেক্ষা অধিক। তাদের নিকট এসেছিল তাদের

www.amarboi.org

রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ। বস্তুত তাদের প্রতি জুলুম করা আল্লাহর কাজ ছিল না, তারা নিজেরাই নিজদের প্রতি জুলুম করেছে।"

–সূরা আর রূম ঃ ৮-৯

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

"আল্লাহ আদিতে সৃষ্টি করেন, অতপর তিনি এর পুনরাবৃত্তি করবেন, তখন তোমরা তারই নিকট প্রত্যানীত হবে।"–সূরা আর রূম ঃ ১১

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ط وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

"তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতপর তিনি একে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার, এটা তার জন্য অতি সহজ। আকাশজগত ও পৃথিবীর সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"–সূরা আর রূম ঃ ২৭

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ط كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ○

"বল, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে ? ওদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।"

–সূরা আর রূম ঃ ৪২

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَىْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ط اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ○

"এরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি ? তাহলে এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা দেখতে পেত। এরাতো ওদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আল্লাহ এমন নন যে, আকাশজগত ও পৃথিবীর কোনো কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে। তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।"

–সূরা ফাতির ঃ ৪৪

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ○

www.amarboi.org

"আকাশজগত ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।"–সূরা শুরা ঃ ৪৯

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

"ওরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ও দেখেনি ওদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল ? পৃথিবীতে তারা ছিল ওদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। তারা যা করতো তা তাদের কোনো কাজে আসেনি।"–সূরা মুমিন ঃ ৮২

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ز وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ○

"ওরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল ? আল্লাহ ওদের ধ্বংস করেছেন এবং কাফেরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম।"–সূরা মুহাম্মদ ঃ ১০

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ط وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ○

"এরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না ? করলে দেখতো এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল। পৃথিবীতে ওরা ছিল এদের অপেক্ষা শক্তিতে এবং কীর্তিতে প্রবলতর। অতপর আল্লাহ ওদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন ওদের অপরাধের জন্য এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে ওদেরকে রক্ষা করার কেউ ছিল না।"–সূরা মুমিন ঃ ২১

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে উপলব্ধি করার জন্য মানুষকে পৃথিবীতে অর্থাৎ যমীনে ভ্রমণ করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। কারণ বৈচিত্রময় ধরায় বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির সমাহার

www.amarboi.org

দেখতে পাওয়া যাবে বলে ভ্রমণের কথা উল্লেখিত আছে। ভ্রমণের মাধ্যমে বিজ্ঞানী ও জ্ঞানীগণ আল্লাহর সৃষ্টির মাহাত্ম, বৈচিত্রময় সৃষ্টির কৌশল ইত্যাদি স্বচোখে দেখতে ও উপলব্ধি করতে পারে। কোনো কোনো বিজ্ঞানীগণ হয়তো মানব সৃষ্টির অপব্যাখ্যা করতে দ্বিধাবোধ করবে না। তবে যাদের জ্ঞান আছে, সে কোথায় ছিল, কোথা থেকে আগমন, কে তার সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি যদি ভাবতে শিক্ষতো তবে ডারউইনের মতো অযৌক্তিক বর্ণনা দিতো না। তবে ডাঃ মরিস বুকাইলীর মতো বিজ্ঞানীগণ কুরআনের বর্ণনাকে স্বীকার করেছেন। কারণ কুরআনে মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে যেভাবে ব্যাখ্যায়িত আছে তাতে অস্বীকার করার কোনো প্রশ্ন উঠে না বা সন্দেহ থাকে না।

হযরত আদম ও হাওয়া আ.-এর সৃষ্টির পরবর্তীতে মানুষ সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র পুরুষ ও স্ত্রীর মিলনে নারীরা গর্ভাশয়ে যা যখন পুরুষ শুক্রকীট নারীর ডিম্বানুর সাথে লেগে যায় তখন থেকেই মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং মানুষ সৃষ্টির এটাই একমাত্র নিয়ম। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই শুক্রকীট থেকে মানুষ সৃষ্টি হলো কিভাবে ? তাতে মানবের সন্তান জন্ম দেবার বিশেষভাবে ও কেবলমাত্র মানব সন্তানই জন্ম হবার যোগ্যতা কি ? আপনা আপনি এসেছে না মানুষ নিজ থেকেই তাতে যোগ্যতা অর্জন করেছে ? অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তি তাতে যোগ্যতার সৃষ্টি করেছে ? শুক্রকীট গর্ভাধারে যাবার পর তাতে গর্ভের সঞ্চার হওয়া কে করে দিল ? এ ক্ষমতায় অধিকার কি পুরুষের না স্ত্রীর। অথবা এতে দুনিয়ার অপর কোনো শক্তির হাত আছে। শুক্রকীট স্ত্রীর গর্ভাশয়ে ডিম্বানুর সাথে লেগে যাবার পর গর্ভের সঞ্চার কি এমনিতেই হয়েছে। অতপর স্ত্রীর গর্ভশয়ে গর্ভের সঞ্চার হবার পর থেকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত সন্তানের বিভিন্ন পর্যায়ক্রম, সৃষ্টি ও লালন পালনের যে কার্যধারা চলছে, প্রত্যেকটি সন্তানের সম্পূর্ণ ভিন্নতর আকার-আকৃতি লাভ, প্রত্যেকটি সন্তানের সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ধরনের দৈহিক ও মানসিক শক্তি সামর্থ প্রতিভা একটা বিশেষ আনুপাতিকতা সহকারে সঞ্চারিত হওয়া যায় ফলে এর একটা বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ব্যক্তি হয়ে উঠা সম্ভব হয়েছে—এসব কিছু কি এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাজ না অন্য কারো দ্বারা এটা সম্ভব হয়েছে কি ? এতে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো শক্তি বা ক্ষমতায় একবিন্দু অংশ জড়িত আছে কি ? এ কাজটা কি পিতা-মাতার নিজেরা করে থাকে ? করতে পারে ? কিংবা কোনো কোনো ডাক্তার কবিরাজ বা পীর-দরবেশ করতে পারে কি ? তারাও তো একই নিয়মে সৃষ্টি হয়েছে তাহলে তারা যখন মাতৃগর্ভে ছিল তখন তাদের সম্পর্কে এ কাজ কে করেছে ? তবে এরাতো একটা বিশেষ নিয়মে বন্দী, তাই এরা কিভাবে করতে পারে ? আর

www.amarboi.org

অনেকে যে প্রকৃতির কথা বলে সেই প্রকৃতিতো কারোর সৃষ্টি, প্রকৃতির তো কোনো ক্ষমতা নেই। গর্ভস্থ সন্তান ছেলে হবে কি মেয়ে হবে এ সিদ্ধান্ত আল্লাহ ছাড়া কারো আছে কি ? সেই সাথে সেই সন্তানটি সুন্দর সুশ্রী হবে, না কুৎসিত হবে, শক্তিশালী না দুর্বল হবে, অন্ধ না পঙ্গু হবে, পূর্ণাঙ্গ ও সুস্থ, বুদ্ধিমান না নির্বোধ এ বিষয়ের চূড়ান্ত ফায়সালা কার ? আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি আছে কি যারা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। জাতিসমূহের ইতিহাসে কোনো সময় কোনো জাতির মধ্যে কোনো সব ভালো ভালো গুণসম্পন্ন কিংবা খারাপ গুণের অধিকারী ও যোগ্যতা সম্পন্ন লোকের জন্মলাভ করবে। যার ফলে সেই জাতির উত্থান ও উন্নতি হবে। কিংবা পতন ও বিপর্যয় হবে, তা এক আল্লাহ ছাড়া কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে ? এ সকলের যুক্তিসংগত এবং প্রানিধিক জবাব একটাই হতে পারে এবং হবে তাহলো আল্লাহ এ সত্যকে অস্বীকার করার কোনো অধিকার কারো নেই।

মানুষের সৃষ্টি হয় এমন এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু থেকে, যা অধিক শক্তিসম্পন্ন অণুবিক্ষণ যন্ত্র ছাড়া কোনো উপায়ে পরিদৃষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। এক শুক্রকীট বা জীবাণু নারী দেহের গোপনীয়তম পরতের নিঃছিদ্র অন্ধকারে কোনো এক সময় এর মতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুবীক্ষণীয় ডিম্বের সাথে মিলিত হয়। এ দুটোর সম্মিলনে একটা সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম জীবন্ত কোষ গড়ে উঠে। আর এটাই হলো মানব জীবনের সূচনাবিন্দু। কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ط وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ○ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ○

"প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ূতে যা কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন এবং তারই বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে যা অদৃশ্য ও দৃশ্যমান তিনি তা অবগত, তিনি মহান ও সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।"–সূরা আর রাদ ঃ ৮-৯

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ○ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ○ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ○

www.amarboi.org

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে অতপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে, পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে। অতপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি পঞ্জরে, অতপর অস্থি পঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা, অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতো মহান।"–সূরা মুমিনূন ঃ ১২-১৪

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ

"তিনি (আল্লাহ) সামান্যতম শুক্র থেকে মানব সৃষ্টি করেছেন।"
–সূরা আন নাহল ঃ ৪

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۝ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۝ اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۝

"সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে, এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষের অস্থির মধ্য থেকে। নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম।"–সূরা আত তারিক ঃ ৫-৮

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝

"অতপর তার বংশ উৎপন্ন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে।"
–সূরা আস সাজদা ঃ ৮

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝

"আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য, এজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।"
–সূরা আদ দাহর ঃ ২

এভাবেই নারী গর্ভধারণ করে এবং ৯ মাস ১০ দিন পর বা পূর্বেও আল্লাহরই হুকুমে সে সন্তান প্রসব করে থাকে। এ নিয়মের ধারাবাহিকতায় পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত মানুষ জন্মলাভ করে চলছে এবং মৃত্যুও হচ্ছে। জন্ম মৃত দুটোই পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা, এটা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারভুক্ত। মানুষ ইচ্ছা করলেই সন্তান জন্ম দিতে পারে না—যদি তাই পারে বা পারতো তাহলে বন্ধ্যাত্ব কেন দূর করতে পারে না। পুরুষের জীবকোষ নিয়ে বন্ধ্যা নারীর গর্ভে স্থানান্তরিত করে যে সন্তান উৎপাদন করা

www.amarboi.org

হয়, সেটাও তো আল্লাহর সৃষ্টি জীবের মধ্যে। এখানে নতুনত্ব তো কিছুই নেই। আর এর বাইরে বিজ্ঞানীরা যদি পারে তবে নিজেরাই তা সৃষ্টি করুক তো ? তা কখনো করতে পারবে না। কারণ জীবের জীবন-মৃত আল্লাহর হাতে। সময় মতো সব চলছে এবং চলবে। মানুষ কেবল বাহক মাত্র। আল্লাহ তা'আলা তার নির্ধারিত নিয়ম ও পন্থায় মানব সৃষ্টি করছেন এবং এ নিয়ম অনন্তকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ○ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ○ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ○ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ○ عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِىْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ○ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ○ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ○ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ○

"আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছো না ? তোমরা কি ভেবে দেখেছো, তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে ? তা কি তোমরা সৃষ্টি করো, না আমি সৃষ্টি করি ? আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেছি এবং আমি অক্ষম নই তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ্য আনয়ন করতে এবং তোমাদের এমন এক আকৃতি দান করতে (পারি) যা তোমরা জান না, তোমরাতো অবগত হয়েছো প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে, তবে তোমরা অনুধাবন করো না কেন ? তোমরা যে বীজ বপন করো সে সম্বন্ধে চিন্তা করেছ কি ? তোমরা তাকে অঙ্কুরিত করো, না আমি অঙ্কুরিত করি ? আমি ইচ্ছা করলে একে খড়কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা।"–সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৫৭-৬৫

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

ক. তোমরা মানুষ সৃষ্টি করো না আমি করি ?

খ. প্রথম সৃষ্টি আমি করেছি না তোমরা করেছো ?

গ. তোমাদের স্থলে তোমাদের সাদৃশ্য আমি সৃষ্টি করি না তোমরা সৃষ্টি করো ?

ঘ. তোমরা যে বীজ বপন করো সে সম্বন্ধে চিন্তা করতে পার যে কে বীজটা বানিয়েছে। তোমাদের শক্তিতে না আমার শক্তিতে ?

ঙ. তোমরা বীজটা অঙ্কুরিত করো না আমি করি ?

www.amarboi.org

চ. মাটিটাকে উর্বর কে করেছে, তোমরা না আমি ?

ছ. বীজ আমি সৃষ্টি করেছি না তোমরা করেছো ?

প্রথম পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন এটা অতীব সত্য। দ্বিতীয় পর্যায় সেই নারী পুরুষ কে অর্থাৎ আদম হাওয়া আ.-কে পৃথিবীতে মিলন ঘটিয়েছেন এবং তারপর থেকে পর্যায়ক্রমে বংশবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। স্ত্রী পুরুষের মিলনের সময় পুরুষের মেরুদণ্ড ও পঞ্জরস্থি হতে যে জলীয় পদার্থ স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করে স্ত্রীর ডিম্বাণুর সাথে লেগে যায় অর্থাৎ বীজ রপিত হয়, সে অবস্থাটা পুরুষ ও স্ত্রীর ভালবাসার আন্তরিকতা মাত্র। এ বীজটা যদিও পুরুষ থেকে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে রূপিত হয় কিন্তু বীজ অঙ্কুরোদ্গমন হয় সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে। অথবা জমিতে উর্বরা শক্তি ও যোগ্যতা কোনো মানুষ দান করেনি। যেসব মূল উপাদানে খাদ্য সামগ্রী সংগৃহীত হয়, তাও মানুষ জোগাড় করার শক্তি রাখে না। এতে মানুষ যে বীজ বপন করে তাতে বিকাশ দান ও প্রবৃদ্ধি লাভের যোগ্যতাও তারা রাখে না। সেই বীজের প্রত্যেকটি হতে যে গাছ অঙ্কুরিত হয় তা সে গাছেরই বীজ।

যেমন আমরা যদি উদ্ভিদ ও গাছের কথা চিন্তা করি তাহলে দেখা যাবে যে, জমিতে চাষাবাদ ও বীজ বপনকে হিল্লোলিত চারাগাছে ভর্তি ক্ষেতে পরিণত করার জন্য মাটির ভিতর যে কার্যক্রম এবং মাটির উপর যে বাতাস, পানি, শৈত্য ও মৌসুমী অবস্থার আবর্তন হওয়া প্রয়োজন তন্মধ্যে কোনো একটা জিনিসও তোমাদের কারও চেষ্টা বা প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি নয়। এসব কিছুই আল্লাহরই লালন পালন ও ইচ্ছার বিস্ময়কর প্রকাশ মাত্র।

অনেক সময় কিছু সংখ্যক মূর্খ ও তথাকথিত বিজ্ঞানীগণ আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন এবং নিজের মূর্খতাবশত মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে নানারকম মুখরোচক গল্প সৃষ্টি করে থাকেন যার মধ্যে হলো বানর প্রজাতী থেকে মানুষের সৃষ্টি। এ সকল তথাকথিত লেখক ও বিজ্ঞানীগণ তাদের লেখায় ও কার্যক্রমে ডারউইনবাদকে প্রকৃষ্ট গবেষণালব্ধ জ্ঞান বলে প্রকাশ করে থাকেন বা বহুকাল পূর্বেই বিশ্ব মানব সভ্যতার কাছে অগ্রহণীয় হয়ে গেছে। পরবর্তীতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীগণ কুরআনের ঘোষণাকে মনেপ্রাণে স্বীকার করে নিয়ে তদানুসারে তথ্যভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ পৃথিবীকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার লক্ষে অন্যান্য সৃষ্টির পাশাপাশি মানব অর্থাৎ আদমকে সৃষ্টি করেন। মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে আজ কোনো দ্বিমত নেই তবে তথাকথিত মূর্খগণ আজও মূর্খই রয়ে গেছে। আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

www.amarboi.org

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ○ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ لا فَقَالَ اَنْبِئُوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ○ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ○ قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ج فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ لا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لا وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ○ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ز وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ○ وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ص وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ○ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ص وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ○ فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ○ قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ○

"স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি, তারা বললো, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে, যারা অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে ? আমরাই তো আপনার প্রশংসা, স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি, তিনি বললেন, আমি জানি যা তোমরা জান না।

এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপর সে সমূদয় ফেরেশতাদের সামনে প্রকাশ করলেন এবং বললেন এ সমুদয় নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

www.amarboi.org

তারা বললো, আপনি মহান পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদেরতো কোনো জ্ঞানই নেই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।

তিনি বললেন, হে আদম! তাদেরকে এ সকল নাম বলে দাও। যখন সে তাদেরকে এ সকল নাম বলে দিল তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশজগত ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত করো বা গোপন রাখ আমি তাও জানি।

যখন ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করলো, সে অমান্য করলো ও অহংকার করলো। সুতরাং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো। এবং আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সংগিনী জান্নাতে বসবাস করো এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার করো, কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না, হলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কিন্তু শয়তান তা থেকে তাদের পদস্খলন ঘটালো এবং তারা যেখানে ছিলো সেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কৃত করলো। আমি বললাম তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও, পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।

অতপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু বাণীপ্রাপ্ত হলো। আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আমি বললাম, তোমরা সকলেই এ স্থান থেকে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের কোনো নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৩০-৩৮

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, মানুষ সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে তার অবস্থানের কথাও সঠিকভাবে বলে দেয়া হয়েছে। সেই সাথে মানবজাতির ইতিহাসে এমন এক অধ্যায় উপস্থাপন করা হয়েছে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য অন্য কোনো উপায় মানুষের করায়ত্ব নেই। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক পন্থায় পূর্ববর্তীদের বিক্ষিপ্ত অস্থি সংগ্রহ করে আন্দাজ ও অনুমানের মাধ্যমে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হতে পারে। তবে বর্তমান বিশ্বে সেই পুরাকালের ফসিল নিয়ে মানুষ গবেষণা চালাচ্ছে। সে সকল দেহাবশেষ আবিষ্কার হচ্ছে তার মাধ্যমেই যতটুকু সম্ভব তাই করা হচ্ছে। আল্লাহ বলেন ঃ

www.amarboi.org

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ج ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

"তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার করো ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকেও জীবন্ত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন্ত করবেন, পরিণামে তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে। তিনি পৃথিবীর সবকিছুই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন, তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"-সূরা আল বাকারা ঃ ২৮-২৯

২৮ এবং ২৯ আয়াত থেকে দেখা যায় মানুষ প্রথম পর্যায় ছিল প্রাণহীন। অর্থাৎ মানুষকে যখন মৃত্তিকা নামক বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করে এবং যে পর্যন্ত তার দেহে রূহ ফুঁক দিয়ে না দেয়া হয় সে পর্যন্ত সে প্রাণহীন ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহই সে পর্যায় থেকে মানব দেহ বা বস্তুটিকে প্রাণবন্ত করেন। এ থেকে আরও দেখা যায় যে, মানুষের অস্থিমজ্জার মধ্যে যে জলীয় পদার্থ অর্থাৎ (Matter) লুকায়িত থাকে তাও যে পর্যন্ত না স্ত্রীর গর্ভে চলে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রাণহীন থাকে। কেবলমাত্র স্বামী স্ত্রী বা নরনারীর মিলন প্রক্রিয়ায় সেই জলীয় পদার্থ অর্থাৎ শুক্রকীট নারীর গর্ভে পড়ে জীবন লাভ করে থাকে। আল্লাহই প্রাণহীনকে প্রাণবন্ত করেছেন এবং করছেন।

মানব সৃষ্টি করার পর আল্লাহ পৃথিবীর সবকিছুই মানবের জন্য সৃষ্টি করেছেন যা খাদ্যদ্রব্য উদ্ভাবন প্রভৃতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত যে তার সৃষ্টি শ্রেষ্ঠজীব মানবের যখন পৃথিবী নামক গ্রহে কিছু কালের জন্য বসবাস করতে হবে সে কারণে মানব প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রব্য সামগ্রির পৃথিবীময় সমাহার করে দিয়েছেন। এ সকলই সেই মহান সত্তা আল্লাহর সৃষ্ট ও দান। তথাকথিত মূর্খ, জ্ঞানী বুদ্ধিজীবি ও বৈজ্ঞানিকের দান নয়। আল্লাহ বলেন ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○ نِ الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ○

"মহামহিমান্বিত তিনি, সর্ব কর্তৃত্ব যার করায়ত্ব, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা



www.amarboi.org

করার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"–সূরা মূলক ঃ ১-২

قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ط قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ ○ قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

"বলো, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। বলো, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।"–সূরা মূলক ঃ ২৩-২৪

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ○

"মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মতো শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে।"–সূরা আর রহমান ঃ ১৪

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○

"আমিতো মানুষ সৃষ্টি করেছি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা থেকে।"
–সূরা হিজর ঃ ২৬

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○

"স্মরণ করো যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা থেকে মানুষ সৃষ্টি করছি। যখন আমি তাকে সুঠাম করবো এবং তাতে রূহ সঞ্চার করবো তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হও।"–সূরা হিজর ঃ ২৮-২৯

এখানে দেখা যায় যে,

১. মহামহিমান্বিত তিনি, সর্ব কর্তৃত্ব তার করায়ত্ব যিনিই সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা।

২. তিনি সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেন, অস্তিত্ব দান করেন এবং মৃত্যু দেন আবার মৃত অর্থাৎ জীবনহীনকে জীবনদান করেন ও করবেন।

৩. তিনি মানবকে ঠনঠনে বা ছাঁচে ঢালা পোড়া মাটির মতো শক্ত মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করে তাতে রূহ ফুঁকিয়ে দিয়ে জীবনদান করেছেন। স্রষ্টার কৃতিত্ব অন্তর্নিহিত।

www.amarboi.org

এখানে একটা কথা বলা দরকার এই যে, মানুষকে শুদ্ধ ও পরিশুদ্ধভাবে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা অতীব প্রয়োজন। ভাষাভাষা জ্ঞান সমাজের জন্য ক্ষতিকর এবং অবশ্য ক্ষতিকর। হয়তো মুশরিকগণ যারা আল্লাহর পরিবর্তে দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করে তারাই ঠনঠনে শুষ্ক পোড়া মাটির তৈরি বস্তুটিকে আজ দেবতা ভাবছে। আর যখন তাতে ফুঁক দিয়ে রূহ ঢুকিয়ে দেয়া হলো সে অংশকে পরিহার করে চলছে। অর্থাৎ সত্যিকারভাবে সৃষ্টিকে ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে অস্বীকার করছে কারণ তাদের জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ।

আর একটা কথা হলো আল্লাহ যেখানে পৃথিবীর সকল জীবজন্তু, উদ্ভিদ, গাছপালা, নদনদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন সেখানে মানব সৃষ্টি করতে পারবেন না এভাবনাটা কোথা থেকে আসলো ? মানব যে বানর বা শিম্পাঞ্জী জাতীয় প্রজাতি থেকে সৃষ্টি করতে হবে সেই ভাবনা বা চিন্তাটা কেনইবা সেই মানুষের মধ্যে জন্ম নিল ? কুরআনে তো মানব সৃষ্টির কথা বর্ণিত হয়েছে, তৎপ্রেক্ষিতে বাইবেলে কি বলে তা মানুষের জ্ঞানের জন্য দেখা দরকার। আল্লাহ বিশ্বজগত ও পৃথিবী সৃষ্টি করে তার মধ্যে কিভাবে মানুষ পাঠালেন সে সম্বন্ধে আল্লাহ প্রদত্ত কিতাবসমূহে বিশেষ করে বাইবেলে কি লেখা আছে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্যও বটে। যদিও ইনজীল আল্লাহর দেয়া কেতাব তবুও বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে তার বিকৃতি ঘটেছে এবং এ পর্যন্ত প্রায় ৭০/৭৫ বার তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। তবুও ইনজীল বা বাইবেলে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কি লেখা আছে তা দেখা দরকার। তাওরাত ও বাইবেল (ইনজীল) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এখন থেকে প্রায় ৫,৭৬৩ বছর পূর্বে সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল। তবে বাইবেল অনুসারে আদম ও ইবরাহীম আ. থেকে হিসাব করা হলে সঠিক তথ্য উদঘাটিত হবে।

| নাম | জন্ম | আয়ুষ্কাল | মৃত্যু |
|---|---|---|---|
| হযরত আদম | | ৯৩০ | ৯৩০ |
| শেথ | ১৩০ | ৯১২ | ১০৪২ |
| ইনোশ | ২৩৫ | ৯০৫ | ১১৪০ |
| কৈমন | ৩২৫ | ৯১০ | ১২৩৫ |
| মহললেল | ৩৯৫ | ৮৯৫ | ১২৯০ |
| জেরদ | ৪৬০ | ৯৬২ | ১৪২২ |
| ইনোক | ৬২২ | ৩৬৫ | ৯৮৭ |
| মুথ্যুশেলহ | ৬৮৭ | ৯৬৯ | ১৬৫৬ |

www.amarboi.org

| | | | |
|---|---|---|---|
| লেমক | ৮৭৪ | ৭৭৭ | ১৬৫১ |
| হযরত নূহ | ১০৫৬ | ৯৫০ | ২০০৬ |
| শেথ (শাম) | ১৫৫৬ | ৬০০ | ২১৫৬ |
| অষকষদ | ১৬৫৮ | ৪৩৮ | ২০৯৬ |
| শেলহ্ | ১৬৯৩ | ৪৩৩ | ২১২২ |
| এবর | ১৭২৩ | ৪৬৪ | ২১৮৭ |
| পেলেগ | ১৭৫৭ | ২৩৯ | ১৯৯৬ |
| রিযু | ১৭৮৫ | ২৩৯ | ২০২৬ |
| স্বরূগ | ১৮১৯ | ২৩০ | ২০৪৯ |
| নাহোর | ১৮৪৯ | ১৪৮ | ১৯৯৭ |
| তেরহ | ১৮৭৪ | ২০৫ | ২০৮৩ |
| হযরত ইবরাহীম | ১৯৪৮ | ১৭৫ | ২১২৩ |

জেনিসিস সম্বন্ধে বাইবেলের রিভাইজড স্টাণ্ডার্ড ভার্সলে যে প্রথম বর্ণনা এসেছে তা থেকে দেখা যায় ঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ ১-৪ এ

"আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক ; তাহাতে দীপ্তি হইল। তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন, এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তির পৃথক্ করিলেন।"

অধ্যায় ঃ ৩-৫

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক ; তাহাতে দীপ্তি হইল। তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন, এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক্ করিলেন। আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।"

অধ্যায় ঃ ৬-৮

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হউক, ও জলকে দুই ভাগে পৃথক করুক। ঈশ্বর এইরূপে বিতান করিয়া বিতানের উর্দ্ধস্থিত জল

www.amarboi.org

হইতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক্ করিলেন ; তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।"

অধ্যায় ঃ ৯-১৩

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশমণ্ডলের নীচস্থ সমস্ত জল এক স্থানে সংগৃহীত হউক এবং স্থল সপ্রকাশ হউক ; তাহাতে সেইরূপ হইল। তখন ঈশ্বর স্থলের নাম ভূমি, ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন ; আর ঈশ্বর দেখিলেনযে, তাহা উত্তম। পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি তৃণ, বীজোৎপাদক ওষধি, ও সবীজ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী ফলের উৎপাদক ফলবৃক্ষ, ভূমির উপরে উৎপন্ন করুক ; তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলতঃ ভূমি তৃণ, স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বীজোৎপাদক ওষধি, ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী সবীজ ফলের উৎপাদক বৃক্ষ, উৎপন্ন করিল ; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল।"

অধ্যায় ঃ ১৪-১৯

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে বিভিন্ন করণার্থে আকাশ-মণ্ডলের বিতানে জ্যোতির্গণ হউক ; সে সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য এবং দিবসের ও বৎসরের জন্য হউক ; এবং পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য দীপ বলিয়া আকাশমণ্ডলের বিতানে থাকুক ; তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলতঃ ঈশ্বর দিনের উপরে কর্তৃত্ব করিতে এক মহাজ্যোতিঃ, ও রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতিঃ, এই দুই বৃহৎ জ্যোতিঃ, এবং নক্ষত্রসমূহ নির্ম্মাণ করিলেন। আর পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য, এবং দিবস ও রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব করণার্থে, এবং দীপ্তি হইতে অন্ধকার বিভিন্ন করণার্থে ঈশ্বর ঐ জ্যোতিঃসমূহকে আকাশমণ্ডলের বিতানে স্থাপন করিলেন, এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল।"

অধ্যায় ঃ ২০-২৩

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, জল নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে প্রাণিময় হউক, এবং ভূমির উর্দ্ধে আকাশমণ্ডলের বিতানে পক্ষিগণ উড়ুক। তখন ঈশ্বর বৃহৎ তিমিগণের, ও যে নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে জল প্রাণিময় আছে, সে সকলের, এবং নানাজাতীয় পক্ষীর সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। আর ঈশ্বর সে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, সমুদ্রের

www.amarboi.org

জল পরিপূর্ণ কর, এবং পৃথিবীতে পক্ষিগণের বাহুল্য হউক। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল।"

অধ্যায় ঃ ২৪-৩১

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি নানা জাতীয় প্রাণিবর্গ, অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু, সরীসৃপ ও বন্য পশু উৎপন্ন করুক ; তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলতঃ ঈশ্বর স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বন্য পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ নির্ম্মাণ করিলেন ; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি ; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্ত্তৃত্ব করুক। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন ; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ; ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আকাশের পক্ষিগণের উপরে, এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্ত্তৃত্ব কর। ঈশ্বর আরও কহিলেন, দেখ, আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত যাবতীয় বীজোৎপাদক ওষধি ও যাবতীয় সবীজ ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে। আর ভূচর যাবতীয় পশু ও আকাশের যাবতীয় পক্ষী ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় কীট, এই সকল প্রাণীর আহারার্থ হরিৎ ওষধি সকল দিলাম। তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর আপনার নির্ম্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ, সে সকলই অতি উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।"

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বাইবেল লেখকের কথা ১ থেকে ৪এ অধ্যায়-২ শেষ হয়ে গেছে। তবে বর্ণনায় অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে যে তথ্য প্রদান করেছেন তা মোটামুটি ঠিক আছে তবে কুরআনে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সে রকম নয়। তবে যে সকল বাইবেল রচয়িতা তারা হয়তো কুরআনকে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে কুরআনে বর্ণিত তথ্যের কাছাকাছি দাড় করাতে প্রচেষ্টা চালিয়েছে বা এ। যাক, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪টি থেকে ৭ অধ্যায় পর্যন্ত কি বলা হয়েছে তা পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে।

www.amarboi.org

"সৃষ্টিকালে যে দিন সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল নির্ম্মাণ করিলেন, তখনকার আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর বৃত্তান্ত এই। সেই সময়ে পৃথিবীতে ক্ষেত্রের কোন উদ্ভিজ্জ হইত না, আর ক্ষেত্রের কোন ওষধি উৎপন্ন হইত না, কেননা সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষান নাই, আর ভূমিতে কৃষিকর্ম্ম করিতে মনুষ্য ছিল না। আর পৃথিবী হইতে কুজ্-ঝটিকা উঠিয়া সমস্ত ভূতলকে জলসিক্ত করিল। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে [অর্থাৎ মনুষ্যকে] নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন ; তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল।"

তারপর ৮ থেকে ১৭ অধ্যায়ে পার্থিব স্বর্গের বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে। পরক্ষণে প্রাণী জগত ও নারী সম্বন্ধে বর্ণনা অব্যাহত রেখেছেন।

দু অধ্যায়ের ১৮-২৫ বর্ণনা মতে ঃ

"আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়, আমি তাহার জন্য তাহার অনুরূপ সহকারিণী নির্ম্মাণ করি। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকা হইতে সকল বন্য পশু ও আকাশের সকল পক্ষী নির্ম্মাণ করিলেন ; পরে আদম তাহাদের কি কি নাম রাখিবেন, তাহা জানিতে সেই সকলকে তাঁহার নিকটে আনিলেন, তাহাতে আদম যে সজীব প্রাণীর যে নাম রাখিলেন, তাহার সেই নাম হইল। আদম যাবতীয় গ্রাম্য পশুর ও খেচর পক্ষীর ও যাবতীয় বন্য পশুর নাম রাখিলেন, কিন্তু মনুষ্যের জন্য তাঁহার অনুরূপ সহকারিণী পাওয়া গেল না। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন ; আর তিনি তাঁহার একখান পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সেই স্থান পূরাইলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিলেন ও তাঁহাকে আদমের নিকটে আনিলেন। তখন আদম কহিলেন, এবার [হইয়াছে] ; ইনি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস ; ইহাঁর নাম নারী হইবে, কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত হইয়াছেন। এই কারণে মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে। ঐ সময়ে আদম ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ে উলঙ্গ থাকিতেন, আর তাঁহাদের লজ্জা বোধ ছিল না।"

অতএব একটা মানুষ তার পিতা-মাতাকে ত্যাগ করে এবং স্ত্রীর সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে এবং তারাও একই রক্ত মাংসের হয়ে যায়। এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোক দুটো উলঙ্গ ছিল এবং তারা লজ্জিতও হলে না।

www.amarboi.org

১৮-২৫ অধ্যায় মানব সৃষ্টি পশুপাখী ও জীবজন্তু উদ্ভিদ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। যদিও বাইবেলের রচয়িতা মোটামুটিভাবে মানব সৃষ্টি তথ্যের উপর কিছুটা বিশ্লেষনাত্মক বর্ণনা রেখেছেন কিন্তু কুরআনের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার মতো নয়। তবুও বাইবেল রচয়িতা তার বিশ্লেষণ মানব ও মানব স্ত্রীর বর্ণনা উত্থাপন করেছেন।

কুরআনে যেভাবে আদম ও হাওয়ার কথা সুন্দরভাবে উল্লেখ আছে তা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থে নেই। যদিও ইয়াবিট বর্ণনায় মাটি থেকে মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে একটা প্রতীক বর্ণনা আছে। কিন্তু হিব্রু ভাষায় মানুষ আদমকে আদম হিসাবে বলা হয়েছে। আদম শব্দটা হিবরু ভাষায় আদামাহ থেকে এসেছে যার অর্থ মাটি। মানুষ সৃষ্টি এবং এর অস্তিত্ব মাটির উপরই নির্ভরশীল। যেমন বাইবেলে মানুষের উৎপত্তি এবং প্রত্যাবর্তন মাটিতেই। জন্মের পরে মৃত্যু এবং প্রত্যেকের অবস্থান একই স্থানে হবে অর্থাৎ মাটি থেকে জন্ম এবং মাটিতে মিশে যাওয়া। কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ج

"হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অনুধাবন করো আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপরে আলাকা থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশ্ তপিণ্ড থেকে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য, আমি যাকিছু করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনিত হও।"

–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৫

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ○ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ○ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ○

www.amarboi.org

"আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে, অতপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে, পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে, অতপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে, অতপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা, অবশেষে তাকে গড়ে তুলি এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতো মহান।"–সূরা মুমিনূন ঃ ১২-১৪

প্রথমত, মানুষ রূপী আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে ঠন্‌ঠনে মৃত্তিকা বা তার উপাদান থেকে এবং আদমের পঞ্জরস্থি থেকে তার সংগীনী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে এর তদপরবর্তী কালে আদমের শুক্রাণু হাওয়ার ডিম্বাণুর সংস্পর্শে সংমিশ্রণের দরুন সৃষ্টি হয়েছে বংশানুক্রমিক সন্তান এবং আজও সে প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। তবে পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে প্রক্রিয়া চলবে।

এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, আদম ও হাওয়া কোনো শুক্রাণু অর্থাৎ কোনো স্খলিত শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্ট নয়। অনেক লেখক মূর্খতাবশত শুক্রবিন্দুকে পানি থেকে মানুষকে এবং সকল সৃষ্টিকে পানি থেকে সৃষ্ট বলে জ্ঞান করে থাকেন। এ অধ্যায়টা হলো, আদম হাওয়ার, পরবর্তী অধ্যায় কাল। অনেক লেখকগণ জ্ঞানের অজ্ঞতাবশত কুরআনকে না বুঝে তার ভুল ব্যাখ্যার দ্বারা কেবল পানির কথা উল্লেখ করতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন, যা বাস্তবিকতার প্রথম সৃষ্টির পর্যায় পড়ে না।

যদি আদম হাওয়া বা আদম এবং ইভকে স্বীকার করা হয়—আর না করারও তো কোনো পথ নেই। কারণ যে সকল বিজ্ঞানী এখন সৃষ্টি সম্বন্ধে নানা রকম ধারণা দিয়ে থাকেন তারাও তো সেই আদম হাওয়া থেকে আসা ক্রমনিক বংশজাত সন্তান। যে সন্তান তার সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করতে পারে না এবং করছে না তারাতো মানুষের পর্যায় পড়ে না। যেখানে বিভিন্ন ধর্ম-গ্রন্থগুলোও সেই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে স্বীকার করছে সেখানে কোনো মূর্খের স্থান হতে পারে না। দুঃখ হয় অনেক তথাকথিত জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিকগণ আজও সেই অমূলক তথ্য যে বানর প্রজাতি থেকে মানুষের সৃষ্টি কে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। শূকরের গতিকে যেমন রোধ করা সম্ভব নয় তেমনি সস্তা যশঃ লাভ করার জন্য আজেবাজে কথা বলতে তাদের বুক কাঁপে না। কারণ তারা নাস্তিক। নিজের সত্ত্বায় নিজেই বিশ্বাসী নয়। তাই কোনো কোনো লেখক মূর্খতাবশত কুরআনের আয়াতকে ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা সৃষ্টি তত্ত্বকেও অসত্য বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যা সূরা নূরের ৪৫ আয়াত থেকে দেখা যাবে। কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

www.amarboi.org

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ط يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

"আল্লাহ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে, তাদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক দুপায়ে চলে এবং কতক চলে চার পায়ে, আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"–সূরা আন নূর ঃ ৪৫

এ আয়াতকে অপব্যাখ্যা দ্বারা বলা হয়েছে, "আল্লাহ সমস্ত জীবের পা সৃষ্টি করেছেন।"

এ অপব্যাখ্যা যে কতোখানি ক্ষতিকর তা সকলেরই অনুমেয়। কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ○ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ○ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ○

"আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে, অতপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে, পরে আমি তাকে শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে, অতপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে, অতপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা। অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম সৃষ্টা আল্লাহ কতো মহান।"–সূরা মুমিনূন ঃ ১২-১৪

এ আয়াতসমূহের মধ্যে নুতফাহ, আলাক, মুদগা সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

নুতফাহকে একবিন্দু তরল পদার্থ বলা হয়েছে এবং এটাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন যেমন ঃ

১. পুরুষ শুক্রবিন্দু

২. স্ত্রী ডিম্বাণু

৩. স্ত্রী ডিম্বাণুর সাথে পুরুষের মিশ্রিত শুক্রাণু।

www.amarboi.org

আলাকাহকে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে আটকিয়ে থাকাকে বলা হয়েছে। মুদগাকে চর্বিত মাংসপিণ্ড বলা হয়। মুদগা অবস্থায় মানব সন্তানের হাড় মাংস গঠন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়।

পুরুষ নুতফাহ ও স্ত্রী ডিম্বাণু সম্বন্ধে কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ○

"সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না।"–সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ৩৭

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ○ اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ○ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ○ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ○ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِ َ الْمَوْتٰى ○

"মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে ? সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না ? অতপর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন এবং সুঠাম করেন। অতপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃত্যুকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নয়।"–সূরা কিয়ামাহ ঃ ৩৬-৪০

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ○ مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ○ وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ○

"আর এই যে তিনি সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী। শুক্রবিন্দু থেকে যখন সে স্খলিত হয়, আর এই যে পুনরুত্থান ঘটাবার দায়িত্ব তাঁরই।"
–সূরা আন নাজম ঃ ৪৫-৪৭

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ○ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ○ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ○

"আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছো না ? তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের বির্যপাত সম্বন্ধে। তা কি তোমরা সৃষ্টি করো, না আমি সৃষ্টি করি।"–সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৫৭-৫৯

উপরোক্ত আয়তসমূহ থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহ আদম ও হাওয়ার সৃষ্টির পর ধারাবাহিকতায় মানুষের বংশবৃদ্ধি করে থাকেন। তিনি মানুষ

www.amarboi.org

সৃষ্টি করেন তার ইচ্ছা ও ক্ষমতায় এবং মৃত্যু ঘটান তারও ক্ষমতা ও ইচ্ছায়। আল্লাহর ইচ্ছার উপর কারো হাত নেই। যদি থাকে তাতে আদি সৃষ্টির অবস্থায় ফিরে গিয়ে অর্থাৎ যখন পৃথিবীতে কোনো জনপ্রাণী বা মানব প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না, সে অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে কোনো শক্তি দেখাক তো দেখি সৃষ্টিকে স্থায়িত্ব আনতে পারেন কিনা ? আল্লাহর সৃষ্টির উপর কারো মাতাব্বরি করার কোনো প্রকার অধিকার বর্তায় না এবং নেই। মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ সেখানে সেই মানুষকে নিয়ে মানুষের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা কেবল আল্লাহরই ইখতিয়ার। মানুষের মধ্যে থেকে মানুষ সৃষ্টি কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ মানুষকে বাদ দিয়ে তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণ মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম কিনা সে প্রশ্নটা আজ সবার।

কোনো পুরুষের শুক্রাণু নিয়ে অন্য কোনো স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে স্থাপন করে যে সন্তান উৎপাদন করার পরীক্ষা চলছে তাতো আল্লাহরই সৃষ্টি। সেই পুরুষ শুক্রাণু এবং স্ত্রী গর্ভাশয় তো কোনো বিজ্ঞানীর সৃষ্ট নয়। সামান্য জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর সত্ত্বা ও শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয় বরং মূর্খতা মাত্র।

তবে "আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী এক শুক্রাণু বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন যখন তা স্খলিত হয়।"-সূরা আন নাজম ঃ ৪৫-৪৬

আমরা জানি যে, শুক্রাণু কেবলমাত্র স্খলিত মোট শুক্রাণুর ৫% হয়ে থাকে। তবে প্রত্যেক স্খলিত তরল পদার্থে গড়পড়তায় ২০০ থেকে ৪০০ মিলিয়ন স্পারমাটোজোয়া ধারণ করে থাকে। কিন্তু এর ভিতর থেকে কেবল একটা মাত্র বীজ গর্ভাশয়ে গিয়ে ডিম্বাণুর সাথে মিশে গর্ভধারণ করে এবং সন্তাননোৎপাদনক্ষম হয়। এখন কথা হলো, আল্লাহ তো সেই ২০০ থেকে ৪০০ মিলিয়ন স্পারমাটোজোয়া থেকে একটা এবং কদাচিৎ ক্ষেত্রে দুটো স্পারমাটোজোয়াকে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে ডিম্বাণুর সাথে মিলতে দিয়ে যমজ সন্তান উৎপাদনের সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন। কোনো বিজ্ঞানী যদি পারে ঐ ২০০ থেকে ৪০০ মিলিয়ন স্পারমাটোজোয়াকে ধরে মিলিয়ন মিলিয়ন সন্তান বানাক। কিন্তু তা কখনো পারবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব সেখানেই। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ○

"অতপর তার বংশধর এমন এক বস্তু থেকে উৎপন্ন করেন যা নিকৃষ্ট পানির মতোই।"-সূরা আস সাজদা ঃ ৮

www.amarboi.org

এখানে ঐ নিকৃষ্ট পানির মতো তরলপদার্থ যা পুরুষ মানুষের মেরুদণ্ড থেকে নির্গত হয়ে নারীর গর্ভাশয়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে জীবনলাভ করে মানবীয় আকারে মানব সন্তান। সেকি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না ? অতপর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতিদান করেন ও সুঠাম করেন। অতপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃত্যুকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নয় ?"–সূরা কিয়ামাহ ঃ ৩৭-৪০

বিজ্ঞানীগণ যদিও বিংশ শতাব্দীতে নারীর গর্ভাশয়ে ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর আটকিয়ে যাওয়াকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু ১৪০০ বছর পূর্বে কুরআনে তাকে 'আলাকা' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূল স.-এর হাদীসেও তার বর্ণনা আছে।

পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে বহু জায়গায় উল্লেখ আছে ঃ

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ط وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ○

"প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যাকিছু কমে ও বৃদ্ধি পায় আল্লাহ তা জানেন এবং তার বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।"–সূরা আর রাদ ঃ ৮

নুত্ফাহ এবং আলাকার পরে মুদগাহর কথা আসে। কুরআনে উল্লেখ আছে যে ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ج

"হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অবধান করো, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর আলাকা থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি মাংস পিণ্ড থেকে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য, আমি যা ইচ্ছা করি তা এক

www.amarboi.org

নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভেস্থিতি রাখি, তারপর তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও।"

–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৫

এখানে প্রথমত মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টির কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে এবং পরবর্তীতে পৃথিবীতে মানুষের আগমন ও স্থায়িত্ব লাভের পর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হওয়ার পর মিলনের মাধ্যমে পুরুষ শুক্রবিন্দু স্ত্রীর গর্ভাশয়ে পতিত হওয়া এবং পর্যায়ক্রমে মাতৃগর্ভে ভ্রূণ থেকে মানবত্ব লাভ পর্যন্ত অধ্যায় আলোচিত হয়েছে।

মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে কুরআনে আরও উল্লেখ আছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝

"আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান থেকে, অতপর আমি তাকে শুক্র বিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে, পরে আমি শুক্র বিন্দুকে পরিণত করি আলাকে, অতপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জর অতপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দেই মাংস দ্বারা অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতো মহান।"–সূরা মুমিনূন ঃ ১২-১৪

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

"আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, আল্লাহ মাতৃগর্ভে একজন ফেরেশতা মোতায়েন করে রেখেছেন। ফেরেশতাটি বলেন, ইয়া রব! এখনতো ভ্রূণ মাত্র। হে পরোওয়ারদেগার! এখনতো জমাটবাধা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। হে প্রতিপালক! এবার গোশতের টুকরায় পরিণত হয়েছে। আল্লাহ যদি তাকে পয়দা করতে চান, তখন ফেরেশতাটি বলেন, হে আমার রব! সন্তানটি ছেলে হবে না মেয়ে। হে আমার রব! পাপী হবে না নেককার। তার রিযিক কি পরিমাণ হবে। তার আয়ু কত হবে। অতএব এভাবে সবকিছু তার মার্তগর্ভে লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়।"–বুখারী, ৩০৮৭

পবিত্র কুরআনে মানবীয় ভ্রূণের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে দুটো দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঃ

www.amarboi.org

১. শুক্রাণু (এপিজেনিটিক) যার মধ্যে নুতফাতুল আমসাক (জাইগট) আলাকে পরিণত হয় যা জরায়ুতে আটকিয়ে থাকে। পরে আলাক মুদগাতে পরিণত হয় অর্থাৎ একটা চর্বিত গোশত যাকে সোমাইট স্তর বলা হয়। তারপর সোমাইট অর্থাৎ মুদগা পৃথকভাবে হাড় ও গোশতে পরিণত হয় যা পরে গোশত দ্বারা আবৃত হয়। এভাবেই মানবীয় ভ্রূণ পরবর্তীতে মানব আকৃতি ধারণ করে।

২. মানব আকৃতি গঠন (পিফর মেশনাল) এ অবস্থায় পুরুষ এবং স্ত্রী গ্যামেট আগমননাম্মুখ মানব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে থাকে।

তবে লেসলী এ্যারে এর ডেভেলপমেন্ট অব এনাটমীতে এর বর্ণনা করেছেন ঃ

"এ বিষয়ের উপর বর্তমান মতামত হলো যে, জিনস্ ও তাদের বংশানুক্রমিক প্রভাব ভ্রূণের ক্রমবিকাশের উপর প্রিফরমেশনাল কিন্তু বাস্তবিকভাবে গঠন প্রণালীতে এপিজেনিটিক।"

কিথমুর, হ্যামিলটন, বয়েড এবং মস্‌ম্যান, ল্যাংগম্যান, ব্রাডলী এবং প্যাটেন প্রভৃতি ভ্রূণতত্ত্ববিদগণই উপরোক্ত মতামত স্বীকার করেছেন।

উল্লেখ থাকে যে, একজন বেদুঈন হযরত মুহাম্মদ স.-কে বললেন যে, তিনি ও তার স্ত্রী কালো রং এর না হওয়া সত্ত্বেও তার স্ত্রী একটা কালো পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছে। তিনি এ পুত্র সন্তানকে তার সন্তান বলে স্বীকার করতে চান না। তখন হযরত মুহাম্মদ স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার উট আছে। তখন বেদুঈন বললো, হ্যাঁ, আমার উট আছে। তার উটের কি রং জানতে চাইলে উক্ত বেদুঈন জানালেন যে তার উট লাল হলুদ। পুনরায় হযরত মুহাম্মদ স. যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তার মধ্যে কোনো কালো রঙের উট আছে কিনা। তখন উক্ত ব্যক্তি বললেন, হ্যাঁ। তখন হযরত মুহাম্মদ স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, লাল হলুদ উটের বাচ্চা কিভাবে কালো রঙের হলো। তখন উক্ত বেদুঈন বললো, হয়তো কোনোভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। তখন হযরত মুহাম্মদ স. বললেন যে, তোমার সন্তান নিশ্চয়ই কালো রঙের উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে।–বুখারী, মুসলিম

**সৃষ্টির প্রথম অবস্থা**

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ○

www.amarboi.org

"তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছো।"

–সূরা আর রূম ঃ ২০

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ○

"তিনিই মৃত থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনর্জীবিত করেন। এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।"–সূরা আর রূম ঃ ১৯

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ○

"এবং তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গীনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই রয়েছে বহু নিদর্শন। এবং তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশজগতের ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।"–সূরা আর রূম ঃ ২১-২২

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে যে,

১. সৃষ্টির প্রারম্ভে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে এবং তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়ে জীবন্ত করা হয়েছে। সেই হেতু আজ মানুষ পর্যায়ক্রমে এবং বংশগতভাবে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং পড়ছে।

২. মানুষের কায়া বা শরীর যখন সৃষ্টি করা হয় তখন তা ছিল নির্জীব। কারণ তাতে জীবন ছিল না। এ থেকে দেখা যায় যে, জীবন্ত মানুষ একদিন পর্যায়ক্রমে মৃত্যুবরণ করবে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় শেষ বিচারের দিন পুনরুজ্জীবিত হবে।

৩. নর অর্থাৎ আদমকে সৃষ্টি করে তার পঞ্জরস্থি থেকে বিবি হাওয়া অর্থাৎ নারীকে সৃষ্টি করেন। সঙ্গী হিসাবে নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল

www.amarboi.org

নরের শান্তি ও প্রশান্তির জন্য এবং পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।

৪. নর ও নারীর মিলনে অর্থাৎ সহবাসের ফলে পর্যায়ক্রমে বংশবিস্তার ঘটছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই অঞ্চল ভিত্তিক পরিবেশ অনুসারে মানুষের ভাষা ও বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন আফ্রিকা অঞ্চলের মানুষের রং কালো। আবার ইউরোপ ও আমেরিকা এবং উত্তর মেরুর মানুষগুলো সাদা বর্ণের। এশিয়ার মানুষগুলো মিশ্রিত বর্ণের। তবে অঞ্চল ভিত্তিক বিভিন্ন ভাষাভাষি আছে। ভাষা হয়েছে আঞ্চলিকভাবে বা অঞ্চল ভিত্তিক। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ط وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ط وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

"আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতপর শুক্রবিন্দু থেকে, অতপর তোমাদের করেছেন যুগল। আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। কোনো দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না। অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয় না। কিন্তু তাতো রয়েছে কিতাবে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ।"–সূরা ফাতির ঃ ১১

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট মানুষ বলে থাকে যে, আমরা এটা উদ্ভাবন করেছি। কিন্তু তা তারা কি তাদের ইচ্ছায় করতে পারছে, না আল্লাহর হুকুমে হচ্ছে। যদি মানুষ পারে তবে আল্লাহর দেয়া নিয়মাবলী ও সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে করুক, দেখি কি করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের মেরুদণ্ড ও হাড়ের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন শুক্রাণু আর নারীর গর্ভাশয়ে সৃষ্টি করেছেন ডিম্বাণু। নর ও নারীর সহবাসের কারণে আল্লাহর ইচ্ছায় নারীর গর্ভে জন্ম হয় সন্তানের। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো নারী কখনো গর্ভধারণ করতে পারে না ও করে না এবং প্রসবও করে না। আল্লাহ মানুষের রিযিক ও আয়ু নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। নির্দিষ্ট দিনে মৃত্যু হবেই এটা রোধ করার ক্ষমতা নেই।

আল্লাহ ইচ্ছা করলে কোনো পুরুষকে নারী বানাতে পারেন এবং কোনো নারীকে পুরুষ বানাতে পারেন এটা পৃথিবীতে মাঝে মাঝে ঘটে থাকে এবং দেখা যায়। কিন্তু কোনো বিজ্ঞানী নরকে নারী এবং নারীকে নর বানাতে



www.amarboi.org

সক্ষম নয়। তবে আল্লাহর সৃষ্টি মানব জিন নিয়ে অনেক বিজ্ঞানী পরীক্ষা চালাচ্ছে, সেতো আল্লাহরই সৃষ্ট মানুষ, মানুষকে বা আল্লাহর সৃষ্ট প্রাণী বা উদ্ভিদ জগতকে বাদ দিয়ে ক্ষমতা থাকলে করুক তো দেখি ? এটা অসম্ভব। আল্লাহ যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন বলেন, 'হও, হয়ে যায়। তখনই তার ইচ্ছামতো সৃষ্টি হয়ে থাকে।

যদি মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করা হয় তোমরা কি পৃথিবীর ন্যায় আর একটা পৃথিবী অথবা সূর্যের ন্যায় সূর্য, চন্দ্রের ন্যায় চন্দ্র বানাতে পার, তখন বলবে, সূর্য বা পৃথিবী ও চন্দ্র কিভাবে বানাবো, এটা সম্ভব নয়, তাই যদি হয় তবে মানুষ নিয়ে এতো জল্পনা কল্পনা কেন ? সেই সৃষ্টিকর্তার উপর ক্ষমতা দেখাতে চাও কেন ? আল্লাহর কাজ আল্লাহরই থাক। বেশী বাড়তে গেলে হয়তো এক সময় জ্বলেপুড়ে মরে যেতে হবে।

এ সূরার প্রথমে 'হাল' শব্দ দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু এর শাব্দিক অর্থ কি। তবে এখন এর অর্থ হবে 'নিশ্চয়'। আলোচ্য আয়াতে বাক্যটির ধরন ও অর্থ একই রূপ। বাক্যটি বলার মূলে মানুষের দ্বারা কেবল একথা স্বীকার করে নেয়া উদ্দেশ্য নয় যে, এরূপ একটা সময়কাল বাস্তবিকই তাদের উপর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। বরং আল্লাহ তাদের সৃষ্টির সূচনা এতো সামান্য ও নগণ্য অবস্থায় করে আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে (মানুষদেরকে) পুনরায় সৃষ্টি করতে অক্ষম হবেন কেন ? একথা স্বীকার করতে বাধ্য করার জন্যও এ প্রশ্নবোধক বাক্যটির লক্ষ।

দ্বিতীয়ত, মানুষ জানে না এ সীমাহীনকালের শেষ কোথায়। তবে সীমাহীন কালের মধ্যে একটা কাল দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন মানব প্রজাতির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। পরে এমন একটা সময় আসে যখন মানুষ নামের একটা নব্য প্রজাতির অস্তিত্ব সূচিত হয়। আর এ কালের মধ্যেই প্রত্যেক ব্যক্তি সত্তার উপর এমন একটা মুহূর্ত আসে, যখন তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসা হয়।

তৃতীয়ত, যখন কোনো উল্লেখযোগ্য জিনিস ছিল না তখন ব্যক্তি সত্তার একাংশ পিতার শুক্রে একটা অনুবিক্ষণী কীর্যরূপ এবং তার অপরাংশ মার শুক্রকীটে একটা অনুবিক্ষণী ডিম্বরূপে পড়ে রয়েছিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষ জানতে পারেনি যে, আসলে তার অস্তিত্ব ঐ শুক্রকীট এবং ডিম্বাণুর সম্মিলনে সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা নিরীক্ষায় তা ধরা পড়েছে যে পিতার শুক্রাণুকীট মাতৃগর্ভাশয়ে পতিত হয়ে ডিম্বাণুর সাথে আটকিয়ে যে সামান্য ও নগণ্য সূচনা হতে বৃদ্ধি পেয়ে মানবদেহে গড়ে

www.amarboi.org

উঠে সুন্দর মানবীয় আকৃতি ও ব্যক্তিত্বে পরিণত হয় তা পুরাকালে চিন্তা করা মুশকিল ছিল। কিন্তু বর্তমান সময় আল্লাহ তা'আলার দেয়া জ্ঞান ও কৌশলে তা প্রত্যক্ষ করারও সম্ভব হচ্ছে। তাই মানুষকে কেবলমাত্র জ্ঞান ও বিবেক শক্তিসমূহ দিয়ে ছেড়ে দেননি। সেই সাথে মানুষদেরকে পথ প্রদর্শনও করেছেন। সূরা আশ শামসে এ উল্লেখিত আছে ঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ○ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ○ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ○

"শপথ মানুষের এবং তার যিনি তাকে সুঠাম করেছেন, অতপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন, সেই সফল হবে যে নিজকে পবিত্র করবে। এবং সেই ব্যর্থ হবে যে নিজকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।"–সূরা আশ শামস ঃ ৭-১০

প্রত্যেকটি মানুষকে জ্ঞান ও বিবেকশক্তি ও যোগ্যতা ক্ষমতা দেয়ার সাথে সাথে একটা নৈতিক চেতনাবোধও মানুষকে দেয়া হয়েছে। তার সাহায্য মানুষ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিবেক নামের একটা জিনিস রেখে দিয়েছেন। তবে বিবেকহীনরা আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে থাকে কারণ তাদের জ্ঞান সীমিত। যেমন ডারইন যেভাবে মানুষের সৃষ্টিকে অস্বীকার করেছে তাতে বর্তমান বিজ্ঞানীগণ বিস্ময় প্রকাশ করে কেবল আল্লাহর সৃষ্টির কৌশলকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

"মৃত্তিকা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং তা থেকে পুনর্বার তোমাদেরকে বের করবো।"-সূরা ত্বা-হা ঃ ৫৫

ডারউইনের সূত্রানুসারে বানর থেকে মানুষের সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা কেবল মূর্খতা পরিচায়ক মাত্র। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে এবং তাকে ও তার স্ত্রীকে সম্পূর্ণভাবে সন্তান উৎপাদোনম্মুখ করে সৃষ্টি করেছেন। যার জন্য পুরুষের মধ্যে শুক্রকীট এবং স্ত্রীদের মধ্যে ডিম্বাণু প্রথিত করে রেখেছে এবং স্ত্রী পুরুষের মিলনের ধারাবাহিকতায় মাতৃগর্ভে সন্তান বেড়ে উঠে এবং একটা সময়কাল পার হবার পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

www.amarboi.org

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○ وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ○ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا ○ مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○

"আমিতো মানুষ সৃষ্টি করেছি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠন্‌ঠনে মাটি থেকে, এবং এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি জিন অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ থেকে। স্মরণ করো যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠন্‌ঠনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি ; যখন আমি তাকে সুঠাম করবো এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করবো তখন তোমরা তার প্রতি সিজদায় অবনত হইও।"–সূরা আল হিজর ঃ ২৬-২৯

এখানে দেখা যায় যে, কোনো একটা সৃষ্টিকে স্থায়িত্বে আনতে হলে যে সকল উপাদানের দরকার তা যে উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয় তাতে বর্তমান থাকে। যেমন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, যেহেতু মাটিতে মানুষের শরীর গঠন করার সকল উপাদান বিদ্যমান ছিল বলে তা দিয়ে সুঠাম গঠনে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাতে রূহ ফুঁক দিয়ে পূর্ণতা দান করেছেন।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ○

"আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।"–সূরা আত ত্বীন ঃ ৪

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সুন্দরতম কাঠামোর মধ্যে। এখানে কোনো একটা সুন্দরতম কাঠামোর কথা বলা হয়েছে। এখন কোনোটার সাথে কোনোটা যাচাই বাছাই করার কোনো সুযোগ নেই।

মহামহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যার করায়ত্ব, তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ○

www.amarboi.org

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে উত্তম ? তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।"

–সূরা মূলক ঃ ২

এখানে বলা হয়েছে সর্ব কর্তৃত্ব আল্লাহর। তার কর্তৃত্বকে যাচাই করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ আল্লাহ এক। তিনিই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। দ্বিতীয় কোনো সৃষ্টিকর্তা থাকলে তো যাছাই বাছাইয়ের প্রশ্ন উঠতো। কেবলমাত্র আল্লাহই যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে মনস্থ করেন তখন বলেন 'হও, তখনই হয়ে যায়।'

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ط هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ز فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

"হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো। আল্লাহ ছাড়া কি কোনো স্রষ্টা আছে, তোমাদেরকে আকাশরাজ্য ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করে ? তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছো ?"–সূরা আল ফাতির ঃ ৩

এখানে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির কাছে প্রশ্ন রাখেন যে, আল্লাহ ছাড়া কি কোনো স্রষ্টা আছে। মানুষ নির্বাক। তাতে এ সত্যে উপনীত হওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই এবং কখনো ছিল না, আল্লাহই সকল সৃষ্টির স্রষ্টা।

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ○ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ○

"তোমার প্রতিপালকের মার (কৌশল) বড়ই কঠিন। তিনি অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান।"–সূরা বুরূজ ঃ ১২-১৩

স্রষ্টা খুবই কৌশলী, তার কৌশল খুবই কঠিন। তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন এবং তিনি মৃত্যু দেন এবং পুনরাবর্তন করতে সক্ষম।

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ج وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ○

"আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করবো ওদের পরিবর্তে ওদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবো।"–সূরা আদ দাহর ঃ ২৮

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ط مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ط

www.amarboi.org

"তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তোমাদের কোনো হাত নেই।"–সূরা আল কাসাস ঃ ৬৮

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ز وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

"তিনি আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, দুনিয়া ও আখেরাতে প্রশংসা তাঁরই, বিধান তাঁরই, তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।" –সূরা আল কাসাস ঃ ৭০

এখানে আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি ইচ্ছা করলে সৃষ্টি করেন এবং ইচ্ছা করলে ধ্বংস করেন। তিনিই সকল ক্ষমতার আধার। তিনি যেভাবে মানুষ সৃষ্টি ও ধ্বংসের যে বিধান দিয়েছেন সেভাবেই জীব সৃষ্টি ও ধ্বংসের বিধান দিয়েছেন। তাই পৃথিবী ধ্বংসের সাথে সাথে মানুষ, জীব, উদ্ভিদ জগত ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ধ্বংসকে রক্ষা করার কেউ নেই।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ

"তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন।"–সূরা আল ফাতির ঃ ১৬

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ط وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ط وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

"আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতপর শুক্রবিন্দু থেকে। অতপর তোমাদের করেছেন যুগল! আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোনো নারী গর্ভধারণ করে না, এবং প্রসবও করে না। কোনো দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয় না, তা তো রয়েছে কিতাবে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ।"–সূরা আল ফাতির ঃ ১১

এখানে দেখা যায় আল্লাহ সৃষ্টির প্রারম্ভেই কার কতো আয়ু হবে, কখন মারা যাবে তা নির্দিষ্ট করে দিয়ে থাকেন। এ আয়ুর সময় কাল একমাত্র আল্লাহরই এখতিয়ার। আল্লাহ ইচ্ছা করলে কোনো অঞ্চলকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। আবার সমুদ্র বক্ষে স্থাপন করতে পারেন বসতি। সবই আল্লাহর খেলা।

www.amarboi.org

وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَامِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ○ اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ○

"মানুষ বলে, আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবো ? মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে ছিল না ?"–সূরা মারইয়াম ঃ ৬৬-৬৭

কোনো মানুষের বাঁচা মরা (হায়াত মউত) আল্লাহর হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে কাউকে মারতে পারেন আবার কাউকে ইচ্ছা করলে মৃত্যুর পাদপান্ত থেকে বাঁচাতে পারেন। আল্লাহ মানুষকে শেষ বিচারের দিন পুনরায় উত্থিত করবেন এবং প্রত্যেকের বিচার কার্য সমাধা করবেন। উত্তম কাজের ফল জান্নাত আর খারাপ কাজের ফল জাহান্নাম।

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۙ ثُمَّ اِذَا شَاۤءَ اَنْشَرَهٗ ؕ

"তৎপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন। এরপর যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনর্জীবিত করবেন।"–সূরা আবাসা ঃ ২১-২২

বিবর্তন ধারায় দেখা যায় যে, এক বংশ বা গোত্র ধ্বংস হয়ে তার স্থলাভিষিক্ত হয় আরেক গোত্র।

وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ؕ

"এবং ভয় করো তাঁকে যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।"–সূরা শুআরা ঃ ১৮৪

এখানে দেখা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকে ধরে রাখার জন্য এক গোত্র বা বংশকে ধ্বংস করে আবার তাদের উপর আর এক গোত্র বা বংশকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি কখনো থেমে নেই ও থেমে ছিল না। এখানে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ যারা জীবিত আছেন তাদের কথা বলা হয়েছে। আর তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়ে গেছে তাদের সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে বা মৃত্যু হয়েছে তাদের কথা বলা হয়েছে। এখানে সৃষ্টিকর্তা তিনিই যিনি কাউকে মৃত্যু দেন, কাউকে বাঁচিয়ে রাখেন আবার একের স্থলে অন্যকে সৃষ্টিতে আনয়ন করেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা ত্বা-হাতে ঘোষণা করেন ঃ

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ○ قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ

www.amarboi.org

هُدًى ○ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ○قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتٰبٍ ج
لَايَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسَى ○ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ
فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ط فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ○
كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ○ مِنْهَا
خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ○

"ফেরাউন বললো, হে মূসা! কে তোমাদের প্রতিপালক ? মূসা বললো, আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতপর পথনির্দেশ করেছেন। ফেরাউন বললো, তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি ? মূসা বললো, এদের জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট লিপিবদ্ধ আছে, আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলার পথ, তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। তোমরা আহার করো ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও, অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য। মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং তা থেকে পুনর্বার তোমাদেরকে বের করবো।"–সূরা ত্বা-হা ঃ ৪৯-৫৫

এখানে দেখা যায় যে, তিনিই আমাদের রব যিনি পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের মধ্যস্থিত সকল জিনিস তাদের যোগ্য আকৃতি দিয়ে সুঠামভাবে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকটি জিনিস যেরূপ আকার আকৃতি, আংগিকতা, শক্তি, যোগ্যতা, গুণ ও বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে তা কেবলমাত্র তাঁরই দান এবং অনুগ্রহে লাভ করেছি। দুনিয়াতে কাজ করার জন্য হাতের যেরূপ ধরনের হবার প্রয়োজন ছিল, তা সেরূপই করা হয়েছে। পা যে আকার ও আকৃতির হবার দরকার ছিল পা ঠিক সেভাবেই করা হয়েছে। মানুষ, জন্তু, উদ্ভিদ, পাহাড়-পর্বত, বাতাস, পানি, আলো, প্রত্যেকটি জিনিসকেই তিনি সেরূপ ও আকার আকৃতিই দিয়েছেন।

প্রত্যেকটি জিনিসকে বিশেষ ধরনের আকার আকৃতি দিয়ে এমনি ছেড়ে দেয়া হয়নি বরং এরপর তিনিই এসবকে পথও প্রদর্শন করেছেন। দুনিয়াতে এমন কোনো জিনিস নেই যাকে নিজ সৃষ্টি আকৃতি দ্বারা কাজ নেয়ার ও

www.amarboi.org

নিজ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পূরণ করার নিয়মপন্থা আল্লাহ তা'আলা শিখিয়ে দেননি। কানকে শুনতে, চোখকে দেখতে শিখিয়েছেন তিনিই। মাছকে সাঁতার কাটতে, পাখীকে উড়তে শিখিয়েছেন তিনিই। গাছকে ফুল-ফল দেয়া এবং যমীনকে উদ্ভিদ ও গাছপালা শস্য উৎপাদন করার নির্দেশ তিনিই দিয়েছেন। মোটকথা আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বিশ্বলোকের কেবল সৃষ্টিকর্তাই নন, সে সাথে পথপ্রদর্শক, হেদায়াত দানকারী ও শিক্ষাদাতাও।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ○

"তাদের পূর্বে কতো মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি যারা ওদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল।"–সূরা মারইয়াম ঃ ৭৪

وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ○ وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ ط اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

"নিশ্চিত বিশ্ববাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে ধরিত্রীতে এবং তোমাদের মধ্যেও ! তোমরা কি অনুধাবন করবে না ?"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ২০-২১

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ○

"তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারবেন এবং এক নতুন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন।"–সূরা আল ফাতির ঃ ১৬

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَا اَسْرَهُمْ ج وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ○

"আমি তাদের সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করবো তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবো।"–সূরা আদ দাহর ঃ ২৮

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদাত করো যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২১

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহ এক গোত্রের বা একজনের পরিবর্তে আর একজন এবং একগোত্র বা বংশের পরিবর্তে অনুরূপ আর এক গোত্র বা বংশ সৃষ্টি করতে পারেন এবং করে থাকেন যেমন সৃষ্টি করেছেন তাদের পূর্ববর্তীগণকে এবং তাদের পরিবর্তে অন্য এক গোত্র। কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ আছে ঃ

www.amarboi.org

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা থেকেই তার সংগিনী সৃষ্টি করেন। যিনি তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন এবং আল্লাহকে ভয় করো যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট চাও এবং সতর্ক থাকো জ্ঞাতি বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ১

**বিভিন্ন জাতি, উদ্ভিদ ও মানুষ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি**

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মানব! তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" এখানে নফ্স শব্দকে কোথাও ব্যক্তি আবার কোথাও প্রাণ বলা হয়েছে। যদি 'নাফসুন ওয়াহিদাতুন' বলা হয় তবে একটা প্রাণকে ধরতে হবে। আর যদি ভাষাতত্ত্ব জ্ঞানে ভাবার্থে ধরা হয় তবে প্রাণ থেকে প্রাণের উন্মেষ না ধরে এক ব্যক্তিকে অর্থাৎ আদম থেকে। কুরআন অনুসারে মানব জাতির সৃষ্টি এক ব্যক্তিসত্তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। কারণ অন্যত্র কুরআনেই আদম সৃষ্টি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে এবং আদমই হলেন প্রথম মানুষ। তার দ্বারাই পৃথিবীতে মানব বংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ আদমের বাম পঞ্জরস্থি দিয়ে হাওয়াকে সৃষ্টি করে তাদেরকে স্বামী-স্ত্রী রূপে পৃথিবীতে বসবাসের জন্য প্রেরণ করেন এবং তাদের মিলনে বংশ বৃদ্ধি লাভ করে। যার ফলশ্রুতিতে আজ পৃথিবীর আনাচেকানাচে মানুষ ছড়িয়ে আছে।

আদম ও হাওয়া আ.-এর সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা পুনঃপুনঃ কুরআনে ঘোষণা করেন যে,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

"হে মানব! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে সেই

www.amarboi.org

আল্লাহর কাছে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন যে বড় সাবধানী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।"–সূরা হুজুরাত ঃ ১৩

এখানে দেখা যায় যে, সময়ের ব্যবধানে বিবর্তনের মাধ্যম মনের সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে এক গোত্রের পর আর এক গোত্র সৃষ্টি হয়ে আসছে এবং স্বাভাবিকভাবেই ক্লিক অর্ডারে এ ধারা পৃথিবীর স্থায়িত্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে। তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং যেভাবে মানব সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক অবস্থা চলছে তাতে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই।

وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ج مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ز وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

"পৃথিবীতে আমি তাদের বিভিন্ন দলে বিভক্তি করি, তাদের কেউ কেউ সৎকর্মপরায়ণ ও কেউ কেউ অন্য রকম। কল্যাণ ও অকল্যাণ দিয়ে আমি তাদের পরীক্ষা করি যাতে তারা ফিরে আসে।"–সূরা আরাফ ঃ ১৬৮

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا لا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ط كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ○ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ○

"আমি তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে তো ধ্বংস করেছি যখন তারা সীমালংঘন করেছিল। স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তাদের কাছে তাদের রাসূল এসেছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি, তারপর তোমরা কি করো তা দেখার জন্য, আমি তাদের পরে পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছি।"–সূরা ইউনুস ঃ ১৩-১৪

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۙ○ نِ الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ○

মহিমান্বিত তিনি, সার্বভৌম ক্ষমতা যার হাতে, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে ভাল ? তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল।"

–সূরা মুলক ঃ ১-২

www.amarboi.org

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ق
فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ○ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا
تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ط قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ج خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ
طِيْنٍ ○ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ
الصّٰغِرِيْنَ ○ قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ
قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ ○ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ
بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ط وَلَا تَجِدُ
اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ○ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ط لَمَنْ تَبِعَكَ
مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○ وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ
حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ فَوَسْوَسَ لَهُمَا
الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا
رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ
وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ○ ۙ فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ج فَلَمَّا ذَاقَا
الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ط
وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ
لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا سكته وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج
وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا
تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ○

"আমি তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করলাম। তারপর তোমাদের সুরত বানালাম। তারপর ফেরেশতাদেরকে বললাম, "আদমকে সিজদা করো।"

www.amarboi.org

ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করলো। সে সিজদাকারীদের মধ্যে শামিল হলো না। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, "আমি যখন তোমাকে হুকুম দিলাম তখন কিসে তোমাকে সিজদা করতে নিষেধ করলো ? সে জবাবে বললো, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন থেকে আর তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

আল্লাহ বললেন, "তুই এখান থেকে নিচে নেমে যা। এখানে তোর অহংকার করা সাজে না। তুই বের হয়ে যা। তুই তাদের মধ্যেই গণ্য যারা নিজেদেরকে অপমানিত করে, ইবলিস বললেন, আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দিন। আল্লাহ বললেন, 'যা, তোকে সময় দিলাম।" ইবলিস বললো, "ঠিক আছে, যেভাবে আপনি আমাকে গুমরাহির দিকে ঠেলে দিলেন, আমি আপনার সিরাতুল মুস্তাকিমের উপরই বসবো এবং (মানুষের) সামনে ও পিছনে এবং ডানে ও বামে ওত পেতে থাকবো। আপনি তাদের বেশীর ভাগ লোককেই অনুগত পাবেন না।" আল্লাহ বললেন, "অপমানিত ও বিতাড়িত হয়ে এখান থেকে চলে যা। জেনে রাখ, তাদের মধ্যে যারা তোকে মেনে চলবে তাদেরকে সহ তোদের সবাইকে দিয়ে আমি অবশ্যই জাহান্নাম ভরে দিব।"

"হে আদম! তুমি ও তোমার বিবি জান্নাতে বসবাস করো এবং সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও। কিন্তু এ গাছটির কাছে যেয়ো না, তাহলে যালেমদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে।" অতপর শয়তান তাদের দুজনকে ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) দিলো যাতে তাদের ঐ লজ্জাস্থান যা একে অপর থেকে গোপন করে রাখা ছিল তা খুলে দেয়। সে (যুক্তি দেখিয়ে) বললো, তোমাদের রব যে এ গাছটি থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন এর কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, তোমরা যাতে ফেরেশতা হয়ে যেতে না পার অথবা (জান্নাতে) চিরকাল থেকে যেতে না পারো। একথাগুলো বলে সে কসম খেয়ে বললো, আমি তোমাদের সত্যিকার হিতকামী।"

এভাবে ধোঁকা দিয়ে সে দুজনকেই ধীরে ধীরে বশ করে ফেললো। তারপর যখন তারা দুজনই এ গাছের (ফলের) স্বাদ গ্রহণ করলো তখনই তাদের দুজনের লজ্জাস্থান একে অপরের সামনে খুলে গেল। তারা দুজনই জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে তাদের শরীর ঢাকতে লাগলো।

তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললো, "আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছটি থেকে নিষেধ করিনি ? আমি বলিনি যে, শয়তান নিশ্চয়ই তোমাদের দুজনেরই প্রকাশ্য দুশমন।"

www.amarboi.org

তখন দুজনে বলে উঠলো, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদেরকে মাফ না করেন এবং আমাদের উপর রহম না করেন তাহলে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাব।"

আল্লাহ বললেন, "তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের দুশমন। পৃথিবীতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্য বাসস্থান ও জীবিকা রয়েছে। আল্লাহ আরও বললেন, সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমরা মরবে এবং সেখান থেকেই তোমাদেরকে শেষ পর্যন্ত বের করে আনা হবে।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১১-২৫

وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

"আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে, আমি তার ইবাদাত করবো না।"

–সূরা ইয়াসিন ঃ ২২

এর অর্থ হলো যে, আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, আমাকে তার নিকটই প্রত্যাবর্তিত হতে হবে। কারণ সৃষ্টিকর্তা এক এবং একক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই যে তাকে তার কাজে সাহায্য করবে। হ্যাঁ, কেবল ফেরেশতাগণই তার আদেশের আজ্ঞাবাহক মাত্র।

**আচরণগত জেনিটিকস** (Behavioral genetics)

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে কোনো কীটপতঙ্গ ও জীব প্রকৃতি হতে জন্ম সূত্রে আচার-আচরণ ও ব্যবহার শিখে থাকে। মানুষ সৃষ্টির সাথে তাকে সুবিন্যস্ত জ্ঞান দান করা হয়েছিল। সে জন্য মানুষ ভাল-মন্দ বুঝতে পারে। মানুষের পাপ পুণ্যের জ্ঞান আছে কিন্তু কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য জীবজন্তুর সৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সে জ্ঞান দেননি। মানুষের কৃতকর্মের জন্য মানুষই দায়ী এবং তাদের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে জান্নাত এবং জাহান্নাম।

যেহেতু কীটপতঙ্গ ও জন্তুজানোয়ারগুলোর ভালমন্দ জ্ঞান নেই তাই তারা স্বভাবের বসে চালিত হয়ে থাকে। আর যেহেতু মানুষকে (আদমকে) সকল কিছুর জ্ঞান দিয়ে এবং তা পরীক্ষা করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন সেহেতু কীটপতঙ্গের আচার-আচরণ থেকে তাদের কিছুই শিক্ষার নেই।

তবে বিজ্ঞানীগণ জীবজন্তু, কীটপতঙ্গের আচরণগত জেনিটিকস্ আলোচনা করতে গিয়ে ড্রোসোফিলা জাতীয় পতঙ্গের আচরণবিধি প্রজনন প্রথা ইত্যাদি সনাক্ত করণের মাধ্যমে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন ঃ

www.amarboi.org

১. পতঙ্গ প্রজাপতি সহজেই ল্যাবরেটরীতে বাচ্চা উৎপাদন করতে পারে।

২. এটা খুব ত্বরিত গতিতে এবং ফলপ্রসূভাবে প্রতি বছর ২০ থেকে ২৫ জেনারেশন উৎপাদন করতে সক্ষম।

৩. এদের অনেক সুবিধাজনক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন কারলি উইং এবং ইয়োলোবডিই মেনডেলিয়ান উত্তরাধীকার সূত্রে প্রমাণ দেয়।

৪. ড্রোসিফিলা মিলানো গ্যাস্টার প্রজাপতি মহাপ্রজাপতির উৎস। এবং এদেরকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

৫. ড্রোসোফিলা লারভার স্যালিভারী গ্লানড্স-এর মধ্যে বিপুলভাবে ক্রোমোজমজ অবস্থান করে যা কিন্তু অন্যান্য বডিসেল হতে ১০০ ভাগ বেশী।

এখানে দেখা যায় যে, প্রাণী জগতে জিন গঠন সাদৃশ্যের জন্য বিজ্ঞানীদের জিন্স পরিবারকে চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে যা আবার মনুষ্য এপ্রিও জেনিসিস-এর জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে বলে ধারণ করা হয়। আচরণগত জেনিটিকস-এ বিভিন্ন জীব ও প্রাণীর আচরণ নিয়ে গবেষণা হয়েছে যাদের মধ্যে রয়েছে কিছু অতি পরিচিত পোকা মাকড় ও জীব যেমন মৌমাছি, পিঁপড়া, প্রজাপতি, ভেড়া ইত্যাদি এবং ড্রোসিফিলা মিলানোগ্যাসটার।

মৌমাছি ও আনআম সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ۝ ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا ط يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

"তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে তার অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন, গৃহ নির্মাণ করো পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে ; এরপর প্রত্যেক ফল থেকে কিছু কিছু আহার করো, অতপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ করো। তার পেট থেকে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য। অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।"-সূরা আন নহল ঃ ৬৮-৬৯

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝

www.amarboi.org

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য পশু সৃষ্টি করেছেন, কতক বাহনের জন্য ও কতক খাবার জন্য। এর মধ্যে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকার রয়েছে।"
–সূরা মুমিন ঃ ৭৯

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ط وَيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ○

"তোমাদের বাহনের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, অশ্বেতর ও গর্দভ আর তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা জান না।"–সূরা আন নাহল ঃ ৮

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ○

"আর তোমাদের জন্য অবশ্যই আনআম এ শিক্ষার বিষয় রয়েছে। ওদের পেটে যা আছে তা থেকে তোমাদের পান করাই ও তার মধ্যে তোমাদের জন্য বেশ উপকারিতা রয়েছে, আর তোমরা তাদের খেতেও পার। আর তাদের উপরে ও জাহাজে তোমাদের বহন করা হয়।"
–সূরা মুমিনূন ঃ ২১-২২

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ○

"অবশ্যই আনআমের মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা আছে। তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্যে থেকে তোমাদের পান করাই বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।"–সূরা আন নাহল ঃ ৬৬

বিজ্ঞানীরা জীব জন্তু, প্রাণী ও কীটপতঙ্গের মধ্যে যে আচার-আচরণ খুঁজে পেয়েছেন তা এ আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝাই সম্ভব। আমরা কুরআনে পিঁপড়াদের সমাজবদ্ধ জীবন সম্বন্ধে দেখতে পাব যে ঃ

حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ج لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

"যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছলো তখন এক পিপীলিকা বললো, হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করো, যেন সুলায়মান এবং তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে।"–সূরা আন নামল ঃ ১৮

www.amarboi.org

প্রকৃতি জগতে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি প্রাণী তাদের নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে তাদের দায়িত্ব পালন করে চলছে। তারা যেভাবে চলার ঠিক সে ভাবেই চলছে। তারা তাদের রীতিনীতি, আচার-আচরণ তাদের প্রকৃতিগত স্বভাবের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা কেবল মানুষকে সকল প্রকার জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাই মানুষ ভালমন্দ বুঝে কিন্তু এছাড়া কোনো প্রাণীকে সেই জ্ঞান দান করেননি। যদি জ্ঞান থাকতো তবে একটা গরুকে ধরে নিয়েই যবেহ করতে পারতো না। তারা যদি বুঝতো যে তাকে যবেহ করবে তবে গরুটি কোনো মতেই শুয়ে যেত না। তাই দেখা যায় যে, তাদের জেনিটিকস তাদের আচরণকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারণ করে। তাদেরকে দেয় স্বভাব ধর্মই তাদের চালিত স্বভাব। সেহেতু তারা মানুষের মতো সীমালংঘনকারী নয়।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰفّٰتٍ ط كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○

"তুমি কি দেখা না যে, আকাশরাজ্য ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহংগকুল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ? প্রত্যেকেই জানে তার প্রার্থনা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি এবং তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।"–সূরা আন নূর ঃ ৪১

এখানে দেখা যায় যে, প্রত্যেক জীব বা প্রাণী তাদের স্বভাবজাতভাবে আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করে থাকে। মানুষকে যেভাবে নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে কোনো জীব বা প্রজাতিকে সেভাবে শিক্ষা দেয়া হয়নি। যেমন কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ○

"তিনি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।"–সূরা ফুরকান ঃ ২

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ○

"আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয় আকাশরাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলোও সকাল সন্ধ্যায়।"
–সূরা আর রাদ ঃ ১৫



www.amarboi.org

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সৃষ্টিজগতের সকল কিছুই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর পরিকল্পনা অনুসারে চলে। আল্লাহর পরিকল্পনার বাইরে কেউ কোনো কিছু করতে পারে না এটাই তাদের স্বভাব ও ধর্ম। আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করার সাধ্য কারো নেই। কারণ আল্লাহর দেয়া আইনের বাইরে বা তার বরখেলাফ করা তাদের শক্তির বাইরে কারণ তারা এক সৃষ্টিকর্তার অনুগত এবং তারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

**পবিত্র কুরআনের আলোকে জেনিটিকস্ তথ্য**

বিভিন্ন অধ্যায়ে জেনিটিকস সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে ঃ

১. প্রথমত আল্লাহ তা'আলা তার কুদরতী শক্তির মাধ্যমে পৃথিবীতে তাঁরই প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কর্দম থেকে মানব (আদম)-কে সৃষ্টি করেছেন।

২. পরবর্তীতে আদমের ডান পাঁজর থেকে নারী (হাওয়া)-কে সৃষ্টি করেছেন।

৩. এবং পর্যায়ক্রমে নর ও নারীর মধ্যে সোহাগ ও ভালবাসা সৃষ্টি করে কেবল সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখার জন্য বংশ পরম্পরায় রক্তের সম্বন্ধ সৃষ্টি করেছেন।

৪. রক্তের উপাদানের মধ্যে বংশের পরিচিতি সৃষ্টি করেছেন এবং পুরুষানুক্রমিকভাবে সে প্রবাহ প্রচলিত আছে।

৫. তবে বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত ও সঞ্চালিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর যে দিকগুলো টিকে থাকে সেগুলো পরবর্তীতে প্রকাশিত হয় এবং যেগুলো ডমিনেন্ট হয় না সেগুলো নির্লিপ্ত অবস্থায় থাকে এবং কোনো প্রজন্মে প্রকাশিত হয়ে থাকে যেমন খাটো লম্বা বা লম্বা খাটো, সাদা কালো, কালো সাদা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে।

৬. জেনিটিকস্ নির্বাচনের ফলে জীবের দৈহিক ও মানষিক দিক পুনঃ নির্বাচিত হয়ে থাকে। পিতামাতার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সুপ্ত জিন থেকেই সন্তানের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়ে থাকে। যেমন ভদ্র লোকের সন্তান খারাপ হয়, কারণ কোনো কালে পিতা ও মাতার পূর্ব পুরুষ মন্দ প্রকৃতির ছিল বলেই বংশগত ধারা পেয়ে থাকবে।

৭. মানুষের আচার ব্যবহার দ্বারাই জেনিটিকস্ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা যায় এবং হয়।

৮. কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের স্থায়ী রোগ ব্যাধি তার জেনিটিকস বেশিষ্ট্যকে রূপান্তরিত করে দেয় বিধায় তা বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। যেমন ডায়াবেটিকস্, ব্লাড প্রেসার, হৃদরোগ, হাঁপানী, থ্যালোসেমিয়া, আলফা-১ এনটিট্রিপসিন ডেফিসিয়ানসি হিমফেলিয়া প্রভৃতি।

www.amarboi.org

৯. চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে DNA পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষের জেনিটিক প্যাটার্ন বুঝা যায়।

১০. জেনিটিক বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারা বংশগত পরিচয় নির্ণয় করার সম্ভব।

উপরোক্ত বিষয় বিবেচনায় মানুষের সৃষ্টি, রক্তের সম্পর্ক এবং বংশ পরিচয় সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কি ঘোষণা করেছেন তা দেখা যেতে পারে।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ط وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ○

"তিনিই সেই মহান আল্লাহ যিনি মানুষকে একবিন্দু বির্যরূপী পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তাকে (রক্তের সম্পর্ক দ্বারা) পরিবার বন্ধন ও বৈবাহিক বন্ধনে পরিণত করেছেন। তোমার প্রতিপালক প্রভূত ক্ষমতাবান।"–সূরা আল ফুরকান ঃ ৫৪

এখানে দেখা যায় যে, এক ফোটা বীর্যরূপী পানি থেকেই ভ্রূণের জন্ম হয়। আর এ ভ্রূণ থেকে পুরুষ সন্তান জন্ম নিলে তা বংশধরদের সূচনা করে। আর নারী সন্তান জন্ম নিলে তা থেকে আত্মীয়-স্বজনের সূচনা হয়। এ বীর্যের পানি থেকে জাত মানব জীবন, আকাশের পানি থেকে জাত জীবনের চেয়ে ঢের বেশী বিস্ময়কর ও বৃহত্তর। পুরুষের এক ফোঁটা বীর্যে যে লক্ষ লক্ষ শুক্রকীট থাকে, তা থেকে একটা মাত্র কীট নারীর জরায়ুতে অবস্থানরত ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় এবং তার থেকে মানুষ নামক জটিল, বহুমুখী ও সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টির জন্ম হয়।

সব স্বভাবের শুক্রকীটসমূহ ও সম স্বভাবের ডিম্বাণুসমূহ থেকে এমন বিস্ময়কর পুরুষ ও নারী সন্তানের জন্ম হয়। যার রহস্য মানুষের অজানাই থেকে যায়। মানুষের আবিষ্কৃত বিজ্ঞান এর কোনো ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়নি বা এর নিয়ন্ত্রণেরও ক্ষমতা রাখে না। হাজার হাজার শুক্রকীটের মধ্যে এমন একটা শুক্রকীটও নেই। যার ভিতর নারী ও পুরুষ সন্তান জন্মানোর উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যেতে পারে। অনুরূপভাবে কোনো একটা ডিম্বাণুর মধ্যেও সেই ধরনের বৈশিষ্ট্যাবলী পরিলক্ষিত হয় না। তথাপি শেষ পর্যন্ত একটা পুরুষ ও অপরটা নারীতে পরিণত হয়। আর তোমার প্রতিপালক খুবই শক্তিশালী। তার সীমাহীন ক্ষমতার একটা অংশ এ বিস্ময়কর কীর্তির মধ্যে প্রতিফলিত।

যে বীর্য থেকে মানুষের সৃষ্টি বা উৎপত্তি তা নিয়ে মানুষ যদি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম অনুসন্ধান চালায় তাহলে সে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশসমূহের মধ্যে সেই

www.amarboi.org

পূর্ণাঙ্গ মানবীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ খুঁজে পাবে। যার মধ্যে সমগ্র মানবজাতির উত্তরাধিকারের সকল উপকরণগুলো নিহিত রয়েছে এবং পিতামাতা ও তাদের নিকটতম পরিবার দ্বয়ের উত্তরাধিকারের উপাদানগুলো রয়েছে। এসব উপকরণ পুরুষ ভ্রূণে ও নারী ভ্রূণে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত মাত্রা অনুসারে বিদ্যমান থাকবে। তাই দেখা যায় যে, নর ও নারীর প্রতিটি কোষে বহু সংখ্যক ক্রোমজম্‌জ ও জিন অর্থাৎ উত্তরাধিকারের উপাদান বর্তমান থাকে। আর ক্রোমজম্‌জ থেকেই উৎপন্ন হয় সেই অতিক্ষুদ্র ও অস্পষ্ট বীজ যার ভেতরে জিন নিহিত থাকে। আর জিনই হলো প্রত্যেকটা মানুষ ও প্রাণীর অস্তিত্বের নিয়ামক সর্বপ্রধান উপাদান। আর সাইটোপ্লাজম হচ্ছে সেসব বিস্ময়কর রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ যা ক্রোমজম্‌জ ও জিনকে পরিবেষ্টিত করে রাখে। জিন এতো সূক্ষ্ম পদার্থ, যে তার সবগুলোকে যদি একত্রিত করে এক জায়গায় রাখা হয়, তবে তার আয়তন সেলাই করার সময় সুঁচের আঘাত এড়ানোর জন্য আঙ্গুলে যে আবরণ পরা হয় সেই আঙ্গুষ্ঠানের সমানও হয় না। অথচ পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল প্রাণীর ব্যক্তিগত গুণাগুণ, মনস্তাত্বিক অবস্থা, বর্ণগত ও প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য এ জিনের উপরই নির্ভরশীল। এ অতি সূক্ষ্ম অণুবিক্ষণী জিনই হচ্ছে সকল মানুষ, জীব ও উদ্ভিদের গুণ বৈশিষ্ট্যের চাবিকাঠি। আর যে আঙ্গুষ্ঠানটা দুই বিলিয়ন মানুষের ব্যক্তিগত গুণাবলীতে ধারণ করতে সক্ষম, তা নিসন্দেহে একটা ক্ষুদ্রাকৃতির আধার। তথাপি এটা একটা অবিসংবাদিত সত্য।

আর ভ্রূণ তার ক্রমবিকাশের ধারায় বীর্যরূপী প্রোটোপ্লাজমের শৃংখল মুক্ত হয়ে উপপ্রজাতি পর্যায় উত্তীর্ণ হবার পর কেবল একটা রেডর্ককৃত ইতিবৃত্তই বর্ণনা করে। সেই ইতিবৃত্ত সংরক্ষিত থাকে এবং জিন ও সাইটোপ্লাজমের আকারে আনবিক সংঘবদ্ধ করণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।

আমরা দেখছি জিনগুলো যে অণুবীক্ষণের সাহায্যে দর্শনযোগ্য অণু-সমূহের চেয়েও ক্ষুদ্র, সকল প্রাণীর দেহের প্রাণ কোষের মধ্যে বর্তমান এবং তা নকসা, পূর্বপুরুষদের রেকর্ড এবং প্রত্যেক প্রাণীর বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণ করে, সে ব্যাপারে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই। আর এ জিন বিশদভাবে প্রত্যেক উদ্ভিদের বীজে, কাণ্ডে, পাতায়, ফুল ও ফলে পূর্ণ কর্তৃত্ব চালায়। অনুরূপভাবে তা মানুষসহ সকল প্রাণীর আকৃতি, বহিরাবরণ, চুল ও ডানা কেমন হবে তাও স্থির করে থাকে।

وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝

"(নিদর্শন রয়েছে স্বয়ং) তোমাদের সৃষ্টির মাঝে ও জীব জন্তুর (বংশ বিস্তারের) মাঝেও, যাদের তিনি যমীনের সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছেন, এর

www.amarboi.org

সর্বত্রই (তাঁর কুদরতের অসংখ্য) নিদর্শন (মজুদ) রয়েছে—তাদের জন্য যারা (আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার উপর) বিশ্বাস করে।"-সূরা জাসিয়া ঃ ৪

وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

"তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করে যমীনে (তোমাদের) বংশ বিস্তার করে সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছেন (মনে রেখ) তোমাদের সবাইকে (আবার) একদিন তাঁর কাছেই একত্রিত করা হবে।"-সূরা মুমিনূন ঃ ৭৯

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبٰقِيْنَ ○

"তার বংশধরদেরকেই আমি বিদ্যমান (রক্ষা করেছি) রেখেছি বংশ পরম্পরায়।"-সূরা আস সাফ্‌ফাত ঃ ৭৭

عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِىْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ○ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ○ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ○

"তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন (সৃষ্টি) করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতি দান করতে (পারি) যা তোমরা জান না। তোমরা তো (কেবল) অবগত হয়েছো প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে, তবে তোমরা অনুধাবন করো না কেন ? তোমরা যে বীজ বপন করো সে সম্পর্কে চিন্তা করেছো কি ? তোমরা কি তাকে অংকুরিত করো, না আমি অংকুরিত করি ?"-সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৬১-৬৪

الَّذِىْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ○ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ○ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ط قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○ وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ط بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ○

"তিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে এবং কর্দম থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতপর তার বংশ উৎপাদন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে। পরে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং তাতে রূহ ফুঁকিয়ে দিয়েছেন তাঁর নিকট থেকে এবং তোমাদেরকে

www.amarboi.org

দিয়েছেন কান, চোখ ও অন্তকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"–সূরা সাজদা ঃ ৭-১০

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ط بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

"এটা আল্লাহর সৃষ্টি! তিনি ছাড়া অন্যেরা কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও! সীমালংঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।"

–সূরা লুকমান ঃ ১১

সূরা জাসিয়া এবং সূরা মুমিনূনে মানব সৃষ্টি এবং তাদের পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার যে উল্লেখ আছে তাতে স্পষ্টতঃ মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের ও জ্ঞানবিস্তারের ইংগিত বহন করে। কারণ মানব ও জীবজন্তুকে কেবল ঘুরাফেরা করার জন্যই পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেননি। মানুষ সহ সব প্রাণীই বিবর্তনের মাধ্যমে তাদের বংশ বিস্তারের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। আল্লাহ যেমন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকেও মৃত্যু দিবেন এবং মৃত্যুর মাধ্যমে তাদেরকে আবার পর্যায়ক্রমে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছেন। আল্লাহ ঘোষণা করেন যে, মানুষকে আবার একদিন তার কাছেই একত্রিত করা হবে। এটা সত্য যে মানুষ পৃথিবীতে কেবল আল্লাহর ইচ্ছায় আসছে এবং তারই ইচ্ছায় আবার তার কাছে প্রত্যার্পণ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার প্রমাণ হলো মানুষের মৃত্যু। কারণ মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারছে না।

সূরা ওয়াকিয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন রাখেন যে, তোমরা তো কেবল তোমাদের প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে অবগত আছো তারপরও কেন তোমরা তা অনুধাবন করো না ? আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে স্রষ্টার মতোই কড়াভাবে বলছেন যে, "আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি। তবুও কি তোমরা বিশ্বাস করবে না।"

এ হচ্ছে প্রথম সৃষ্টি ও তার অবসানের প্রক্রিয়া। জন্ম ও মৃত্যুর পর্যায়ক্রমিক আবর্তন। মানব জীবনে এটা একটা বাস্তব ও সুপরিচিত ব্যাপার ও সার্বজনীন চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা। মানুষ কিভাবে বিশ্বাস না করে পারে যে, আল্লাহই তাকে সৃষ্টি করেছেন ? বস্তুত আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি ... এ অকাট্য সত্য মানুষের স্বভাব প্রকৃতির ওপর যতটা চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম, মানব সত্তা এর পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নিলে ততটা চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হতো না। মানব সৃষ্টির প্রথম অধ্যায় অতিক্রান্ত হবার পর এবং পৃথিবীতে আগমনের পর থেকে নর-নারীর মধ্যে সহমর্মিতা ও ভালবাসা সৃষ্টির কারণে

www.amarboi.org

পর্যায়ক্রমে যে মানব সন্তান সৃষ্টি হচ্ছে সেই কঠিন সত্যের উপর আল্লাহ আবার প্রশ্ন রাখেন যে, নর-নারীর মিলনে যে বীর্যপাত ঘটে সে বীর্যপাত কি তোমরা সৃষ্টি করো না আমি সৃষ্টি করি ?

বস্তুত মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় তার নিজের ভূমিকা এর চেয়ে বেশী কিছু নয় যে, সে নিজের বীর্যকে কোনো নারীর জরায়ুতে গচ্ছিত রাখে। এ প্রক্রিয়ার পর কোনো পুরুষ বা নারীর কিছুই করার থাকে না। তারাও জানে না যে এতে কি হবে। কিন্তু মহান স্রষ্টার কৌশল এখানে প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর। তিনি একাই সেই বীর্য থেকে সৃষ্টি করেন এবং বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন করে একটা পূর্ণাঙ্গ মানব সত্তায় পরিণত করেন। এ সৃষ্টিকর্মের রহস্য এবং পদ্ধতির কোনোটাই মানুষের এখতিয়ার নয়। এখানে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এই যে, নারীর গর্ভে বীর্যপাতের পর মিলিয়ন মিলিয়ন শুক্রাণু থেকে কেবলমাত্র একটা শুক্রাণু নারীর জরায়ুতে তার ডিম্বানুর সাথে মিলে পরবর্তী কার্যক্রম ও তার বিবর্তন ও বিকাশ ঘটায় তা মানব চিন্তা ও কল্পনা বহির্ভূত। এটা এতো বিস্ময়কর যে, এটা যদি বাস্তবে সংঘটিত না হতো এবং তা প্রত্যেক মানুষ প্রত্যক্ষ না করতো তাহলে হয়তো এটা বিশ্বাস করা সম্ভব হতো না।

সূরা ফাতির এর ১১ আয়াতে উল্লেখ আছে, "আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে ; অতপর শুক্রবিন্দু থেকে, অতপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল। আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। কোনো দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তাতো রয়েছে কিতাবে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ।"

এখানে স্পষ্টত উল্লেখ আছে আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। এর অর্থ হলো, কোনো নারী কেবল আল্লাহরই ইচ্ছায় বা নির্দেশে কেবল গর্ভধারণ করে থাকে। এ কাজে কারও কোনো প্রকার হাত নেই।

সূরা আস সাফ্ফাতের ৯৬ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন যে, "প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি করো তাও।"

তারপর সূরা আনকাবুতের ১৯ আয়াতে উল্লেখ করেন যে, "তারা কি লক্ষ করে না, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতপর তা পুনর্বার সৃষ্টি করেন ? এতো আল্লাহর জন্য সহজ।"

www.amarboi.org

এখানে আল্লাহ তা'আলা বিধর্মী/কাফেরদেরকে লক্ষ করে বলেন, তারা কি দেখে না আমি (আল্লাহ) কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেছি এবং একে কিভাবে অস্তিত্বে এনেছি। বিকাশমান উদ্ভিদে, পরিণতির দিকে অগ্রসরমান ডিম্ব ও ভ্রূণে এবং প্রত্যেক অস্তিত্বহীনের অস্তিত্ব গ্রহণের সময় এটা লক্ষ করা যায়। এসব বস্তুর কোনোটাই মানুষ এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। এমনকি দাবীও করতে পারে না। বস্তুত জীবনের রহস্য চিরদিনই দুর্বোধ্য। জীবনের সৃষ্টিকর্তা কে ও কিভাবে তা সৃষ্টি হয়, তা কেউ জানে না, সৃষ্টির চেষ্টা ও দাবী করার তো প্রশ্নই উঠে না। এর একমাত্র ব্যাখ্যা এগুলো একমাত্র আল্লাহই তার কৌশলের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টিতে কারো হাত নেই। বর্তমানে টিস্যু কালচার হচ্ছে। জিন নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে। এক পুরুষের স্পার্ম নিয়ে নারীর গর্ভে স্থাপন করা হচ্ছে। অপরপক্ষে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিষিক্ত করে জাইগটকে অন্য নারীর গর্ভে সংস্থাপন করাও হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হলো যে সকল মূর্খ বিজ্ঞানীগণ কেবল আল্লাহর সৃষ্টিকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। তাদের যদি ক্ষমতা থাকে তবে আল্লাহর সৃষ্ট টিস্যু বা জিন বা স্পার্মকে বাদ দিয়ে চেষ্টা করে দেখুক তো ঐ রকম একটা কিছু সৃষ্টি করতে পারে কিনা। উত্তর হবে না, তা সম্ভব নয়। যদি তাই হয়, তবে পরের ধনে পোদ্দারী করার অর্থ কি? যারা আল্লাহর সৃষ্টি তাদের কোনো প্রকার দাম্ভিকতা দেখানো উচিত না। তারা মূর্খ।

আর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রতি মুহূর্তে সবার চোখের সামনে কতো নতুন নতুন সৃষ্টি করে চলছেন তার কোনো ইয়ত্তা নেই। বিজ্ঞানীরা বলছেন মহাবিশ্বে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন তারকাপুঞ্জ, গ্যালাক্সি, চন্দ্র, সূর্য দেখতে পাচ্ছেন। কৈ কোনো বিজ্ঞানী তো আজ পর্যন্ত একটা তারকাও তো সৃষ্টি করতে পারেননি। কারণ আল্লাহর সৃষ্টির মতো কিছু সৃষ্টি করা কারো পক্ষে সম্ভব নয় এবং কখনো পারবে না। তবে বিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীতে নতুন নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আসছে এবং বিবর্তনের মাধ্যমে মানব বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে।

এ প্রসংগে পুনরায় সূরা মুমিনূন-এর ৭৯ আয়াত উল্লেখ করতে হয় যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

"তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করে পৃথিবীতে তোমাদের বংশ বিস্তার করছেন এবং তোমাদের সবাইকে তাঁরই নিকট একদিন একত্রিত করা হবে।"

অপরপক্ষে আল্লাহ তা'আলা সূরা ওয়াকিয়াতে উল্লেখ করেছেন ঃ

www.amarboi.org

"আমিই তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছি তবে তোমরা তো (একথাটা) বিশ্বাস করছো না। তোমরা কি ভেবে দেখেছো তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে ? তা কি তোমরা সৃষ্টি করো না আমি সৃষ্টি করি ? আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং অক্ষম নই—তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ (এমন এক দল) আনয়ন করতে এবং তোমাদের এমন এক আকৃতি দান করবো যা তোমরা জান না। তোমরা প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে অবগত হয়েছো, তাহলে তোমরা তা অনুধাবন কর না কেন ?"

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, তিনিই মানুষ তথা সকল প্রাণীকূলকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি কার্য চলে আসছে। তিনি এখানে ইহকাল ও পরকালের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, পরকালে মানুষদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। যেহেতু আল্লাহর কথা সত্য, কুরআন সত্য, রাসূল সত্য, তাই ইহকাল ও পরকাল সত্য, মৃত্যুর পর মানুষদেরকে আল্লাহর কাছে একত্রিত করাও সত্য। সৃষ্টি যেমন সত্য মৃত্যুও তেমনি সত্য। তিনি এক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে তাদের উপর বিবর্তনের মাধ্যমে আর এক সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেন এবং এভাবে আদিকাল থেকে অনন্ত কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর সন্দেহ থাকার কথাও নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ج فَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

"তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি বলেন 'হও' এবং তা হয়ে যায়।"

–সূরা মুমিন ঃ ৬৮

এ সূরার ৬৪ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ج فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

"তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদের দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিযিক। এইতো আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। কত মহান জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ।"–সূরা মুমিন ঃ ৬৪

www.amarboi.org

সূরা মুমিন-এর ৬৭ আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ج وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْا اَجَلاً مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

"তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, পরে শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর আলাকা থেকে, তারপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে যেন তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ। তোমাদের মধ্যে কারো এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং এজন্য যে তোমরা নির্ধারিত কালপ্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।"–সূরা মুমিন ঃ ৬৭

এখানে কয়েকটি সৃষ্টি তত্ত্বের কথা উল্লেখ আছে ঃ

১. তিনি তোমাদেরকে অর্থাৎ মানবকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে,

২. বীর্যরূপী তরল পদার্থ অর্থাৎ শুক্রবিন্দু অর্থাৎ মানবের মেরুদণ্ডস্থিত পানি (বীর্য) থেকে,

৩. পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মিলন বা সহবাসের ফলে স্ত্রী গর্ভে যে স্খলিত পুরুষ শুক্রাণু স্ত্রী গর্ভে ডিম্বাণুর সাথে লেগে যায় এবং পর্যায়ক্রমে আলাকাতে পরিণত হয়। আলাকা স্তর থেকে একটা মানবীয় রূপ পরিগ্রহ করার পর নির্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হলে মাতৃগর্ভ হতে শিশুরূপে বের করেন,

৪. শিশু থেকে যৌবনে উপনীত হয়।

৫. যৌবন থেকে বৃদ্ধ অবস্থায় পৌঁছে যায়।

৬. কেউ মাতৃগর্ভেও মৃত্যুবরণ করে আবার কারো যৌবনেও মৃত্যু ঘটে। প্রত্যেকের একটা নির্দিষ্টকাল আছে এবং ঐ কালের কেউ অতিক্রম করতে পারে না।

৭. মানুষ যে বৃদ্ধ হয়ে মরবে এমন কোনো নিয়ম নেই। আর চিরদিন যে বাঁচবে তারও কোনো নিয়ম নেই।

৮. তবে নির্দিষ্ট কাল উপস্থিত হলে সবাইকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয় এবং হবে। এটা আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত,

৯. একের পর এক আসবে ও আসছে ও আসতে থাকবে ; এটাই আল্লাহর সৃষ্টি রীতি ও নিয়ম।

১০. আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করেন এবং মৃত্যু দেন।

www.amarboi.org

সূরা ইউনুসের ৪৯ আয়াতে উল্লেখ আছে যে ঃ

لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ط اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

"প্রত্যেক জাতির একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না।"

আরও উল্লেখ আছে ঃ

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ○

"অতপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি।"–সূরা মুমিনূন ঃ ৪২

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَا اَسْرَهُمْ ج وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ○

"আমি ওদের সৃষ্টি করেছি। আমি (আল্লাহ) যখন ইচ্ছা করবো ওদের পরিবর্তে ওদের অনুরূপ অন্য জাতি বা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করবো।"
–সূরা আদ দাহর ঃ ২৮

এখানে দেখা যায় যে, একের পর আর এক সম্প্রদায় বা জাতি সৃষ্টি হচ্ছে, সৃষ্টিতে কোনো রকম তারতম্য হচ্ছে না। কারণ এটা একটা নিয়মের মধ্যে চলছে যেমন মহাবিশ্ব চালিত হচ্ছে স্রষ্টার নিয়মে। মানুষের সৃষ্টি হচ্ছে সেই নিয়মেই। এর কোনো ব্যতিক্রম হয় না ও হচ্ছে না এবং হবে না যে পর্যন্ত না কিয়ামত না ঘটে। আল্লাহ কুরআনের সূরা আল হুজুরাতের ১৩ আয়াতে ঘোষণা করেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

"হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের একটা পুরুষ ও একটা নারী থেকে সৃষ্টি করেছি তারপর আমি তোমাদের জন্য জাতি ও গোত্র বানিয়েছি, যাতে করে (এর মাধ্যমে) তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। কিন্তু তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে (তার স্রষ্টা আল্লাহকে) বেশী ভয় করে, অবশ্য আল্লাহ তা'আলা সবকিছু জানেন, সবকিছুর (পুংখানুপুংখ) খবর রাখেন।"

উপরোক্ত আয়াতেও দেখা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা জাতি ধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষকে এক পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছেন, পরে মানুষ বিভিন্ন জাতি ও বহু বর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তবে বিভিন্ন জাতি ও গোত্র সৃষ্টি

www.amarboi.org

করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, তোমরা পরস্পরে দ্বন্দ্ব ও কলহে লিপ্ত থাকবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু পারস্পরিক পরিচিতি। বর্ণ, ভাষা, স্বভাব, চরিত্র ও যোগ্যতার বিভিন্নতা একটা সৃষ্টিগত বৈচিত্র মাত্র। তবে মানুষ যে কোনো আকৃতি ও প্রকৃতির হোক না কেন তার উৎস এক নর ও নারী।

"রাসূল স. বলেছেন, তোমাদের সবাই আদমের সন্তান। আদম হচ্ছে মাটির সৃষ্টি। যারা তাদের পিতৃ পুরুষ নিয়ে গর্বিত, তাদের সংযত হওয়া উচিত। নচেৎ আল্লাহর কাছে তারা গোবরের পোকার চেয়েও নিকৃষ্টতর হয়ে যাবে।"–বাযযার

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ط يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○

"তিনি তোমাদের একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তিনি তা থেকে তার সংগিনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের দিয়েছেন আট প্রকার পশু। তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলছো।"–সূরা আয যুমার ঃ ৬

যেহেতু আদম ও হাওয়া থেকে পৃথিবীর সকল নর ও নারী সৃষ্টি সেহেতু বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সকল মানুষের একটা মিল আছে। মানুষ সৃষ্টির মূল নকশা ও পরিকল্পনায় নারী ও পুরুষের কোনো ভেদাভেদ ছিল না। কিন্তু ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে গোত্র বা সম্প্রদায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য।

মানুষকে যেমন জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে। পশু ও প্রাণীজগতের সকল প্রজাতিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈচিত্রময় বিশ্বজগতকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে রাখার জন্য।

নিচের বর্ণিত আয়াত থেকে দেখা যাবে যে ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ج فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ط وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ

www.amarboi.org

سُوْدٌ ○ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ط اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ○

"তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং এর দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদগত করেন ? আর পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের ফুল—শুভ্র, লাল, নিকষ কালো। এভাবে রং বেরং-এর মানুষ, জন্তু ও পালিত পশু আছে। আল্লাহর দাসদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, তারাই তাকে ভয় করে।"–সূরা আল ফাতির ঃ ২৭-২৮

ঐক্যের মধ্যেই যে বৈচিত্র এবং বৈচিত্রের মধ্যেই যে ঐক্য তা নিচের আয়াতটি থেকে বুঝা যাবে।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ط اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

"ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদের এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা করো। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত করবেন।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৮

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে একজাতি করে রাখতে পারতেন কিন্তু তা করেননি কারণ একজাতি করলে তাতে কোনো বৈচিত্র থাকতো না। বৈচিত্র পৃথিবীর জন্যই এ ব্যবস্থা ও সৃষ্টির কৌশল।

সূরা আল আম্বিয়ার ৯৩ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ط كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ○

"কিন্তু মানুষ নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা মতাদর্শ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সকলকেই আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

মানুষের সৃষ্ট বিভেদ তার মন এবং জগতকেও পরিবর্তিত করে দিচ্ছে। কারণ শয়তানী মতবাদ ও কার্যক্রমের জন্য বিভেদ। তাই ভাল মন্দের মিশ্রণে

www.amarboi.org

সৃষ্ট সমাজ বিবর্তনের ধারায় জটিল থেকে জটিল স্তরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। মানুষের শয়তানী কার্যকলাপের দরুন আজ পৃথিবী ধ্বংসের দ্বার প্রান্ত পৌঁছে গেছে। বিচিত্রময় পৃথিবী আজ ধ্বংসের মত্ততায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের বৈচিত্রময় জীবন নষ্ট হচ্ছে। তবুও সেই আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ জ্ঞান করছে না যে, তাকে আবার আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হতে হবে। হে মানুষ যেন রেখ তোমাদেরকে ঐ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছেই যে অবস্থায় পৃথিবীতে এসেছিলে সেই অবস্থায় চলে যেতে হবে। কার সাধ্য আছে যে, একটা মুহূর্তকাল বেশী থাকতে পার ?

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً ○

"তুমি কখনও আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবে না।"

–সূরা আল আহযাব ঃ ৬২

সূরা আল আম্বিয়ার ৪৪ আয়াতে উল্লেখ আছে ঃ

بَلْ مَتَّعْنَا هٰؤُلَاءِ وَاٰبَاءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ط اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ط اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ○

"বস্তুত আমিই ওদেরকে এবং ওদের পিতৃ পুরুষদেরকে ভোগ সম্ভার দিয়েছিলাম। অধিকন্তু ওদের আয়ুষ্কালও হয়েছিল দীর্ঘ। তারা কি দেখছে না যে, আমি ওদের দেশকে চারদিক দিক থেকে সংকুচিত করে এনেছি। তবুও কি ওরা বিজয়ী হবে ?"

৩৪-৩৫ আয়াতে উল্লেখ আছে ঃ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ط اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ○ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ط وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ○

"হে মুহাম্মদ! আমি তোমার পূর্বেও কোনো মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি, সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে ওরা কি চিরজীবি হয়ে থাকবে ? জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, আমি তোমাদের মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে।"

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যখন হযরত মুহাম্মদ স.-কেই পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে এবং হয়েছে তখন কোনো সৃষ্ট জীবই এ

www.amarboi.org

ধরায় নির্দিষ্টকালের বেশী বাস করতে পারবে না, যদি পারতো তাহলে হযরত মুহাম্মদ স. যতদিন ইচ্ছা পৃথিবীতে থাকতে পারতেন, কিন্তু তাও হয়নি। এখানেই স্পষ্টত উল্লেখ আছে জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর কাছেই প্রত্যানীত হবে এবং শেষ বিচারের দিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। যিনি সৃষ্টি করতে পারেন তার পক্ষে মৃত্যুকে জীবিত করা কোনো কঠিন কাজ নয় বরং সহজ।

উপরের আয়াতে পিতৃ পুরুষ ও পূর্ব পুরুষদের কথা অর্থাৎ বংশ পরম্পরার কথা উল্লেখ আছে। তাতে বুঝা যায় যে, সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে সকল সৃষ্টির পিছনে জেনিটিকসের ভূমিকা রয়েছে। তাই আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۝ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ق وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ۝

"আমিতো মানুষ সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান থেকে, অতপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে ; পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে, অতপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপাঞ্জরে ; অতপর অস্থিপাঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা, এবং অবশেষে একে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান। এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে, অতপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। আমিই তোমাদের উপর সপ্ত আসমান সৃষ্টি করেছি। এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে অমনোযোগী নই।"–সূরা মুমিনূন ঃ ১২-১৭

জ্ঞানী ও বিজ্ঞ মানুষদের জন্য সৃষ্টির রহস্য ও মানুষ সৃষ্টি তথ্য অনুধাবন করা খুব একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। কারণ পবিত্র কুরআনে তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সংক্ষেপে বলতে হয় যে, আল্লাহ বিশ্বজগত সৃষ্টির পর সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় পৃথিবী নামক গ্রহকে সুশোভিত করেছেন মানুষকূল, প্রাণীকূল

www.amarboi.org

ও উদ্ভিদকূল দ্বারা এবং মানুষকেই তার প্রতিনিধি হিসাবে পৃথিবী শাসন করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন।

উপরে বর্ণিত নিয়মে অবিরতভাবে সৃষ্টির কাজ চলতে থাকায়, সৃষ্টিকর্তা যে আছেন এবং তাঁরই ইচ্ছায় যে এ সৃষ্টি কাজ বিরতিহীনভাবে চলছে তা পরিষ্কার বুঝা যায় এবং পরবর্তীতে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, মানুষের চেষ্টা তদবীরের দ্বারা এ ধরনের কোনো কাজ নিষ্পন্ন করা সম্ভব না। সুতরাং একথা চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই যে, এসব কিছু হঠাৎ করে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি হয়ে গেছে অথবা সৃষ্টির খামখেয়ালী বা প্রকৃতির ইচ্ছায় এবং বিনা পরিকল্পনায় বিশৃঙ্খলভাবে বা কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা ছাড়াই সৃষ্টি রাজ্যের মধ্যে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে সেখানে কোনো ত্রুটি নেই, কোনো অনিয়ম নেই, আপনা থেকেই এমন ত্রুটিহীনভাবে সবকিছু চলছে এটা কোনো সুস্থ ও বিবেকবান ব্যক্তি কিভাবে মেনে নিতে পারে ? সুতরাং এ সত্য মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না যে, এ মহা সৃষ্টির পেছনে রয়েছে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও সুপরিকল্পিত এক ব্যবস্থাপনা, যার অধীনে পরিপূর্ণ এক শৃঙ্খলার মধ্যে এসব কিছু চলছে।

সার্বক্ষণিকভাবে সবকিছু এ একইভাবে চলতে থাকা কোনো সূক্ষ্মদর্শী মানুষের দৃষ্টিতে এ সত্য তুলে ধরবে যে, এসব কিছুর স্রষ্টা একজনই এবং তাদেরকে আহ্বান জানাবে যেন সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র তাঁর দিকেই রুজু করা হয় এবং তাঁকেই সবকিছুর বিধানদাতা মেনে নিয়ে তাঁর হুকুমমত চলার জন্য সবাই প্রস্তুত হয়ে যায়।

মুমিনদের গুণাবলী ও তৎপরতাই বিশ্ব মানবতাকে পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানে সাফল্যমণ্ডিত করে, আর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহই হচ্ছে সেই মূল বিষয় যা নিয়ে সূরা মুমিনূনের দুটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ

অবশ্যই আমি (মহান আল্লাহ) তাকে কাদামাটির নির্যাস দ্বারা সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ আলোচ্য এ আয়াতটি মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির বিভিন্নমুখী সম্ভাবনা সম্পর্কে আভাস দিচ্ছে বিশেষ কোনো একটি গণ্ডীর মধ্যে তাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়নি এজন্য মানুষের মধ্যে এসব সম্ভাবনা কতো বেশী তা কেউই নিরূপণ করতে পারে না, তার সাধ্যানুযায়ী সে চেষ্টা জারি রাখবে এবং যতো প্রকার পদ্ধতি সে প্রয়োগ করতে পারে সেই সকল পদ্ধতিতেই সে অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাবে এর ফলে সে অবশ্যই তেমনি উপকৃত হবে যেমন করে কাদামাটি থেকে সে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিল।

www.amarboi.org

মানুষ জন্মের প্রথম উৎসই হচ্ছে এ কাদামাটি, এটাই হচ্ছে মানব সৃষ্টির প্রথম অবস্থা, তারপর পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হওয়া এটাই তার ক্রমোন্নতির শেষ অবস্থা। এ তথ্যটিই আমরা মহান আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন থেকে জানতে পারি। মানব সৃষ্টির রহস্য জানার জন্যে মানুষের তৈরি কোনো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-গবেষণায় আমরা বিশ্বাসী নই, কারণ কুরআনে সকল তথ্য বর্ণিত হয়েছে। জীবজন্তু পয়দা হলো কিভাবে সে বিষয়েও মানুষের জ্ঞান-গবেষণা সঠিক নয়। কারণ যে আল্লাহ, মানুষ বিশ্বজগতের সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। তার সৃষ্টির ওপর কারো কিছু বলার থাকতে পারে না।

অবশ্যই কুরআন উপরোক্ত বিষয়টিকে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে, যাতে করে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান-গবেষণা করার জন্য আমাদের সামনে সুনির্দিষ্ট পথ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং সে কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির এ জটিল ধারা কিভাবে এগিয়ে গেল তার পর্যায়ক্রমিক রহস্য উদঘাটনে আমরা সক্ষম হই এবং এর বাইরে আরো বিস্তারিতভাবে জানার জন্য অন্য কোনো পদ্ধতি নিয়ে আমরা মাথা ঘামিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি।

এখন দেখুন, মানুষ প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক মতবাদ মানব সৃষ্টি ও তার অগ্রগতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার দেয়া তথ্য মানার পথে এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সে মতবাদ একথাকে নাকচ করছে যে মানুষকে কাদা মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সত্যকে অস্বীকার করার কারণে মানুষ নানা প্রকার ভুলের মধ্যে পড়ে আছে এবং এর ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্তই হচ্ছে। সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে আল কুরআনের বর্ণনার উপর অন্য কারোও মত শুনতে ও মানতে গিয়ে আমরা আল্লাহর কিতাব প্রদত্ত চেতনা বিপর্যস্ত করতে চাইনে। কাদামাটি থেকে মানুষের কায়ায় আসা, তার মধ্যে রূহকে প্রবিষ্ট করানো, তার মধ্যে রক্ত মাংস ও বীর্য সৃষ্টি এবং এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় মাতৃ জরায়ুতে সে বীর্যের দ্বারা নতুন প্রজন্মের উৎপত্তি—এসব কার পরিকল্পনা ও পরিচালনায় সম্ভব হয়েছে? এসব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-গবেষণা সব ব্যর্থ হয়ে যেত যদি না আল্লাহর কিতাব থেকে গৃহীত তথ্যের সাহায্য না নেয়া হতো। এটা সুনিশ্চিত বিদগ্ধ চিত্তের অধিকারী মানুষের কাছে আল্লাহর কিতাব প্রদত্ত তথ্য বর্ণিত আজকের মানুষের জ্ঞান গবেষণার দাবী সব হেঁয়ালী বলে মনে হবে। তথ্যানুসন্ধান পদ্ধতিসমূহ মানুষের হাতে যা আছে তা এতই সীমাবদ্ধ যে তার অনুসরণে যখন মানুষ পথ চলতে চায় তখন সে এমন এক প্রহেলিকার জালে আবদ্ধ হয়ে যায় যা ছিন্ন করে সত্য পথ প্রাপ্তি তার জন্য সুকঠিন হয়ে পড়ে।



www.amarboi.org

মাটি থেকে পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ মানুষ কেমন করে অস্তিত্বে এলো, সে বিষয়ে আল কুরআনে উল্লেখ আছে। কিন্তু মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রবক্তারা পরস্পর বিরোধী অনেক কথা বলছে। এক একজন এক এক কথা বলছে, যেহেতু বাস্তব জীবনে এর কোনো প্রয়োজন নেই, নেই এর সত্যিকারের কোনো প্রয়োগ—এজন্য পর্যায়ক্রমে যে যত কথাই বলেছে তা প্রায় সবই মানুষের স্মৃতিপট থেকে মুছে গেছে, এভাবে কতো কথাই মানুষ ভেবেছে বলেছে সে সবই এক এক করে মানুষ ভুলেও গেছে। পরবর্তীকালে কেউ ওগুলো জানতেও পারেনি। আরো হয়তো অন্যান্য আরো বহু কারণ আছে, যার জন্য ওসব নিয়ে আর কেউ কোনো ঘাটাঘাটিও করেনি, কিন্তু এ বিষয়ে আল কুরআনের অনুসৃত পদ্ধতি ও মানব বুদ্ধি সঞ্চিত মতবাদের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্যটি পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছে আল কুরআন মানুষকে সম্মান দিয়েছে, দিয়েছে পরস্পরের মধ্যে মর্যাদাবোধ, আর জানিয়েছে, এ মানুষের কায়ার মধ্যে আল্লাহর সৃষ্ট রূহ (আত্মা বা প্রাণশক্তি) থেকে কিঞ্চিৎ ফুঁক দিয়ে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে, যা মাটির নির্যাস থেকে তৈরি সে দেহটিকে বানিয়েছে জীবন্ত ও গতিশীল মানুষ এবং তাকে সেইসব বৈশিষ্ট্য দান করেছে যার কারণে সে হয়েছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি মানুষ। পশু থেকে তার সুস্পষ্ট পার্থক্যও নির্ণিত হয়েছে, আর এ পর্যায়ে এসে দেখা যায় ইসলামী চিন্তাধারা থেকে বস্তুবাদী মানুষের মতবাদ সম্পূর্ণ পৃথক। যে যাই বলুন না কেন, আল্লাহ তা'আলার কথাই হচ্ছে সঠিক ও সত্য।

এ হচ্ছে মানব জাতির সৃষ্টির মূল উপাদান ..... কাদামাটির নির্যাস ..... এরপর এ মানব সন্তানদের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি শুরু হলো অন্য আর এক পদ্ধতিতে যা আজ সর্বজন বিদিত, যা প্রকাশ করতে গিয়ে আল কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

"তারপর স্থাপন করেছি তাকে (শুক্রবিন্দুকে) এক সুরক্ষিত স্থানে" ..... অর্থাৎ, অবশ্য সে পয়দা হয়েছে কাদা-মাটির নির্যাস থেকে। এরপর মানব সন্তানদের আগমন ধারা শুরু হলো ও তাদের বংশ বৃদ্ধির কাজ চলতে থাকলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর এক অমোঘ নিয়মে, আর তা হচ্ছে, নর দেহের পিঠ নির্গত জাতীয় পদার্থ কোনো নারীর বাচ্চাদানীর মধ্যে স্থান লাভ করে ..... এখানে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ..... একটি মাত্র পানি জাতীয় পদার্থের ফোঁটা। না প্রকৃত সত্য কথা হচ্ছে, গর্ভাশয়ে শুক্রবিন্দুর অবস্থিতি অদৃশ্য হাজার হাজার শুক্রকীট-এর মধ্য থেকে একটি মাত্র কীট। সেই স্থানের বর্ণনায় এরশাদ হয়েছে, একটি সুরক্ষিত স্থান, অর্থাৎ জরায়ুর দু পাশের অস্থি দুটির মধ্যবর্তী কোটরগত স্থানের

www.amarboi.org

গভীরে, যে স্থানটি শরীরের ঝাঁকির ক্ষতি থেকে রেহাই পায়, রেহাই পায় সকল প্রকার আঘাত ও ক্ষত থেকে এবং সকল প্রকার কম্পন ও ধাক্কা থেকে।

আল কুরআনের ব্যাখ্যায় জানা যায় যে, এ বিন্দুটি মানব সৃষ্টির স্তরসমূহের মধ্যে একটি স্তর, যা মানুষের অস্তিত্বের মধ্য থেকে আর একটি অস্তিত্বের আগমনের জন্য বানানো হয়েছে, এটাই এক বাস্তব সত্য, কিন্তু এ সত্যকে বুঝতে হলে বেশ কিছু চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ এ মানুষটির মধ্যে যত প্রকার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা সবই বিদ্যমান থাকে সে ক্ষুদ্র শুক্রবিন্দুর মধ্যে। এভাবেই যখন শুক্রবিন্দু ভ্রূণে পরিণত হয় তখন তার মধ্যে সেসব বৈশিষ্ট্যকে আবারও নতুন করে ফিরিয়ে দেয়া হয়। আবার এ বৈশিষ্ট্যগুলোকেই অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে ফিরিয়ে দেয়া হবে যখন এ মানুষটি পূর্ণাঙ্গ বয়সপ্রাপ্ত হবে।

এ শুক্রবিন্দু মাতৃ ডিম্ব কোষের সাথে মিলিত হয়ে রক্তপিণ্ডতে পরিণত হয়ে প্রথম দিকে গর্ভাশয়ের গায়ের সাথে একটি ক্ষুদ্র বিন্দু আকারে লেগে থাকে এবং মাতৃ শরীর থেকে রক্ত আকারে খাদ্য পেতে থাকে।

আবার এ ক্ষুদ্র বিন্দু একটু বড় হয়ে রক্তপিণ্ডের রূপ নেয় একটি গোশত পিণ্ডের, তারপর এটা মিশ্রিত ঘন রক্ত পিণ্ডে রূপান্তরিত হয়।

এভাবে উপরে বর্ণিত শুক্রকীটটি একটি মানব শিশু আকারে পরিণত হয়ে মাতৃগর্ভে নীরবে বড় হতে থাকে এবং প্রথম প্রথম এর রূপান্তর গ্রহণ করার অবস্থায় সে ভ্রূণটির মধ্যে কোনো নড়াচড়া অনুভূতি হয় না এবং নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যখন এ ভ্রূণের নড়াচড়ার সময় এসে যায় তখন তা একটা নির্দিষ্ট গতিতে নড়াচড়া করতে একটু কসুর করে না। এ সময় এ শুক্রকীটের মধ্যে নিহিত শক্তি ধীরে ধীরে তাকদীর ও তদবীর এর ভাগ্য লিখন নিয়ে বর্ধিত হতে হতে হাড় গড়ার স্তরে এসে পৌছে যায়। সে অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল কুরআন জানাচ্ছে, 'তখন আমি (আল্লাহ) বৃহত্তর সে পিণ্ডটিকে হাড় আকারে' সৃষ্টি করি অর্থাৎ এটিই হচ্ছে হাড্ডিকে গোশত দ্বারা পরিধান করানোর স্তর ..... এজন্য বলা হচ্ছে, আমি হাড্ডিকে গোশত দ্বারা ঢেকে দেই, এখানে এসে মানুষের বুদ্ধি আর কাজ করতে চায় না, সে রহস্যের কথা চিন্তা করে যে কেমন করে সে প্রলম্বিত ভ্রূণ এক অজানা পদ্ধতিতে এগিয়ে যায় এবং এক অভিনব উপায়ে মানব শিশুতে পরিণত হয়। এ অবস্থায় পৌছতে কতো যে সংকটপূর্ণ স্তর পার হতে হয় তা মানুষ সন্তান পয়দা না হওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারে না, বুঝতে পারে না যে গোশতের কোষের মধ্যে হাড্ডি কিভাবে সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে

www.amarboi.org

একথা তো জানা গেছে যে, ভ্রূণের মধ্যে হাড্ডির কোষগুলো আগে সৃষ্টি হয়, আর হাড্ডির কোষগুলো প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত একটি গোশত কোষও পরিলক্ষিত হয় না। তারপর ভ্রূণের এ পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্তির জন্য হাড্ডির কাঠামো পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হতে হবে, এটিই সেই গূঢ় রহস্য—আল কুরআন যার দ্বারোদঘাটন করেছে। জানানো হচ্ছে, 'অতপর, আমি গোশতকে হাড্ডি দ্বারা সৃষ্টি করলাম আর হাড্ডিকে গোশত পরালাম ..... সুতরাং চমৎকার মহাজ্ঞানী সর্ববিষয়ে ওয়াকিফহাল আল্লাহ পাক।'

'তারপর তাকে আমি আর একটি সৃষ্টিতে পরিণত করলাম।' অর্থাৎ অবশেষে এসব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মানুষ হয়ে সময়ান্তরে সে গড়ে উঠলো। মাতৃগর্ভে যখন সন্তান ভ্রূণ আকারে থাকে তখন তার শারীরিক কাঠামো জীব জানোয়ারের ভ্রূণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ থাকে, কিন্তু যখন সে ভূমিষ্ট হয় তখন সে 'নতুন এক সৃষ্টিতে' পরিণত হয়। তারপর যখন ক্রমান্বয়ে এ সন্তান বেড়ে উঠে তখন ধীরে ধীরে তার বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে, পশুর ভ্রূণটি আত্মপ্রকাশ করে পশু হিসেবে, তার মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠে না, যা একটি মানব শিশুর মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠে।

মানব শিশুর ভ্রূণ বিশেষ বিশেষ কিছু গুণবৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে থাকে এবং যখন সে যৌবনে পদার্পণ করে তখন তার গুণাবলী পূর্ণত্ব লাভ করে এবং তখনই দেখা যায় যে, 'আর এক সৃষ্টিতে' পরিণত হয়। অর্থাৎ ভ্রূণ থাকাবস্থায় তার যে আকার আকৃতি ছিল তার থেকে সে ভিন্ন আকৃতি গ্রহণ করে। অপরদিকে পশুর ভ্রূণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পশুই থেকে যায় তার ..... শিশুর মতো বৈশিষ্ট্যসমূহ সৃষ্টি হয় না। এ কারণে পশু পশুই থেকে যায় এবং পশুর আকৃতি প্রকৃতির উর্ধে সে উঠতে পারে না, কিন্তু হাসির ব্যাপার হচ্ছে আত্মগর্বী, উগ্রমস্তিষ্ক, বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সমৃদ্ধ (?) কিছু মানুষ মনে করে যে পশু (বানর) ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়ে মানুষে পরিণত হয়েছে। বসতে বসতে তার লেজ খসে পড়েছে, অথচ এসব বিবেকহীনরা একবারও চিন্তা করে দেখলো না যে, বানর শিশু যখন ভূমিষ্ট হয় তখন দুনিয়ার সকল বানর লেজ বিশিষ্ট হয়, কিন্তু কোনোকালে কোনো মানব শিশুই লেজ বিশিষ্ট হয়নি। তারপর রয়েছে স্বভাব প্রকৃতি, মানব শিশুর ও বানরের স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য চিরদিন একই প্রকার থেকেছে। এভাবে ভ্রূণ থাকাকালে পশু ও মানব ভ্রূণগুলো আকৃতিতে একই প্রকার হলেও ভূমিষ্ট হওয়ার সময় মানব শিশু 'ভিন্ন আর এক সৃষ্টিতে' পরিণত হয় এবং এরপর যতই বাড়তে থাকে ততই তার মধ্যে মানব শিশুর সকল গুণবৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে থাকে এবং তার মধ্যে নানা প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করার যোগ্যতা গড়ে। তখন সে পরিণত

www.amarboi.org

হয় 'নতুন আর এক সৃষ্টিতে'। অবশ্য এটা ঠিক প্রাণী হওয়ার কারণে মানুষ ও পশুর মধ্যে অনেক দিক দিয়েই সাদৃশ্য রয়েছে ; এতদসত্ত্বেও এ দু শ্রেণীর জীবের মধ্যে পার্থক্যসমূহও খুবই স্পষ্ট, যার কারণে মানুষ মানুষই হয় এবং পশু পশুর স্তর থেকে উন্নীত হয়ে কখনো মানুষের স্তরে পৌছতে পারে না। এসব মানুষ সুলভ গুণবৈশিষ্ট্য নিয়ে মানবতা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। এসব গুণবৈশিষ্ট্য আল্লাহ তা'আলারই। এখানে আমাদের ভাল করে বুঝে নিতে হবে, যান্ত্রিক সভ্যতা গড়ে তোলার ক্ষমতা শুধু মানবজাতি পেলেও আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে যন্ত্র দানব বানাননি এবং যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতি সাধনই তার জীবনের মূখ্য বিষয় নয়, বরং নৈতিকতা ও সেসব নৈতিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করাই এর আসল কথা, যার দ্বারা পশুত্ব ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

মানুষের সৃষ্টি ও অগ্রগতির মতবাদ গড়ে উঠছে পরস্পর বিরোধী মূলনীতির ভিত্তিতে, কারণ এ মতবাদের প্রবক্তারা বলতে চায় যে, অন্য জীবজন্তুর উন্নতির মতই মানুষের অগ্রগতি হয় এবং তারা ধারণা করে যে পশু উন্নতি করতে করতে মানুষে পরিণত হয়েছে, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা মানুষ ও পশুর সম্পর্ককে অবাস্তব ও অসম্ভব বলে প্রমাণ করেছে এবং এটা একটা প্রাচীন ও পরিত্যক্ত মতবাদ। আজ সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কোনো পশু মানবজাতির বৈশিষ্ট্যসমূহের অধিকারী হয়নি। তারা সর্বদাই পশুত্বের স্বভাব প্রকৃতি নিয়ে একইভাবে বর্তমান রয়েছে। ডারউইন ও অন্য আরো অনেকে যে মত প্রকাশ করেছে তা আজ সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। মানুষ তার সুনির্দিষ্ট গুণবৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে তার মানবতা বিকাশ ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে সে মানুষ বলে সর্বকালে পরিচিত হয়ে এসেছে এবং এখনও সে মানুষ বলেই পরিচিত। এটা যান্ত্রিক উন্নতির ফসল নয় বরং মানুষের নৈতিক ও অন্যান্য উন্নতির পেছনে বাইরের কোনো শক্তির সুস্পষ্ট অবদান।

তবে প্রসংগত একথা উল্লেখ করা দরকার যে, ডারউইনের ক্রমবিবর্তন সংক্রান্ত মতবাদ সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। এ মতবাদে ডারউইন বলেছেন যে, একই জীবকোষ থেকে বিভিন্ন প্রাণীর জন্মগ্রহণের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে মানুষের উদ্ভব ঘটে এবং বহুসংখ্যক জন্ম ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক স্তর অতিক্রম করার পরও মানুষের মূল রূপটা উৎকৃষ্টতর বানরের উপরে ও মানুষের নীচে থাকে। এ মতবাদের এ অংশটা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা প্রজাতিক উত্তরণের উপাদানগুলো একজাতের প্রাণীর ভিন্ন আর এক জাতের প্রাণীতে রূপান্তর অসম্ভব করে তোলে। অথচ এ সত্যটা ডারউইনের জানা ছিল না।

www.amarboi.org

প্রত্যেক জাতের প্রাণীর জীবকোষে প্রজাতিক রূপান্তরের বা উত্তরণের যেসব উপাদান সুপ্ত থাকে, তা সেই প্রজাতির বৈশিষ্ট্যগুলোকে সংরক্ষণ করে, যে প্রজাতিতে সে জন্মগ্রহণ করেছে, সেই প্রজাতির আওতাভুক্ত থাকতে তাকে বাধ্য করে এবং সেই প্রজাতি থেকে বের হতেও তাকে নতুন কোনো প্রজাতিতে রূপান্তরিত হতে দেয় না। তাই বিড়াল বিড়াল হয়েই জন্মেছে এবং আজীবন সে বিড়ালই থাকবে। কুকুরও তদ্রূপ। ষাড়, ঘোড়া, বানর ও মানুষের অবস্থাও তথৈবচ। প্রজাতিক রূপান্তরের মতবাদের আলোকে বড়জোর এতটুকু হতে পারে যে, একই প্রজাতির আওতার ভেতরে থেকেই কিছুটা বৈচিত্রপূর্ণ রূপান্তর ঘটতে পারে। সেটা কোনোমতেই ভিন্ন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হওয়া নয়। এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রধান অংশটা ভ্রান্ত ও বাতিল।

চার্লস ডারউইন বিজ্ঞানের নামে যে অর্থনৈতিক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ মতবাদটি চালু করেছেন তার বিরুদ্ধে জীববিজ্ঞানীরা এতো বেশী যুক্তিপ্রমাণ খাড়া করেছেন যে, আজ ডারউইনের এ 'বানরতন্ত্র' তার স্মৃতি বিজড়িত বাসভবন ইংল্যাণ্ডের কেন্টেও মনে হয় নিরাপদ নয়। আমরা নিশ্চিত যে, ডারউইন বেঁচে থাকলে নিজের উদ্ভাবিত তন্ত্রে এ অসংখ্য স্ব-বিরোধীতা দেখে নিজেই আঁতকে উঠতেন এবং নিজে বানর শিম্পাজীর উত্তরাধীকার না হয়ে একজন 'মানুষে'র সন্তান হিসেবে বেঁচে থাকাকেই তিনি বেশী শ্রেয় মনে করতেন।

'অতএব, মহা পবিত্র ও কল্যাণময় আল্লাহ যিনি সর্বোৎকৃষ্ট।' একথা সর্ববাদী স্বীকৃত সত্য যে, আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টিকর্তা আর কেউ নেই। এমতাবস্থায় 'সর্বোৎকৃষ্ট' বলতে বুঝায় সকল কিছুকে সুন্দরভাবে সৃষ্টিকারী, এখানে অন্যদের তুলনায় তিনি ভাল সৃষ্টিকারী একথা বুঝানো হয়নি। আবারও খেয়াল করুন, 'আশাতীত ও মহাকল্যাণময় আল্লাহ সুন্দরতম সৃষ্টিকর্তা তিনি' অর্থাৎ যিনি মানব প্রকৃতির মধ্যে দিয়েছেন সেসব ক্ষমতা ও যোগ্যতা যার কারণে সে উন্নতির এ পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং তার এসব যোগ্যতা গড়ে উঠেছে। এমন এক অমোঘ নিয়ম অনুসারে এসব যোগ্যতা গড়ে উঠেছে যার কোনো দিন পরিবর্তন হয় না, যা মুছে যায় না এবং যে আল্লাহ তাআলার এসব নিয়ামত সে অনুভব করে না। মানুষ যখন নিয়মের বিপরীতও কোনো নিয়ম কোনোদিন আসে না। তাতেই তো মানুষ তার উন্নতি ও অগ্রগতির এ পরিপূর্ণ স্তরে পৌঁছতে পেরেছে এবং মানব জীবনের জন্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা সে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে !

মানুষ যখন বিজ্ঞানের উৎকর্ষ আশ্চর্যজনক আবিষ্কারগুলোর দিকে তাকায় তখন সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়, অর্থাৎ যখন মানুষ দেখে যে সে নিজ

www.amarboi.org

হাতে সরাসরি কাজ না করে মেশিনের সাহায্যে দ্রুতগতিতে এবং বিস্ময়কর ও নিপুণতার সাথে বহু কঠিন কাজ করতে থাকে তখন আসলেই তার বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। এখন চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে ভ্রূণের মধ্যে এ পরিবর্তন ও বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করার এ শক্তি ও যোগ্যতা কোত্থেকে এলো? আর এক অবস্থা থেকে যখন আর এক অবস্থা আসে তখন যে বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়, তার দিকে খেয়াল করলে পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে তার বিরাট পার্থক্য মানুষকে দারুণভাবে বিস্মিত করে, প্রশ্ন জাগে, কোত্থেকে এলো এসব পরিবর্তন? কার ইচ্ছায় এ রূপান্তর ঘটল এবং কেনই বা পর্যায়ক্রমে এসব অবস্থার সৃষ্টি হলো। কিন্তু অত্যাশ্চর্য এসব দৃশ্যের পাশ দিয়ে মানুষ এমনভাবে চোখ বন্ধ করে নেয় যে এসব রহস্য তাদের কাছে তিমিরেই থেকে যায়। এর কারণ চিন্তা করতে গেলে বুঝা যায় যে, পৃথিবীর সুখ সম্পদ বেশী বেশী পাওয়ার আশা তাদেরকে এসব অদ্ভূত ও বিস্ময়কর রহস্য উদঘাটন করার কথা ভুলিয়ে দেয়....এখানে একটি কথা বুঝতে হবে যে, এ রূপান্তর, ভাবান্তর এবং প্রকৃতির পরিবর্তন সবকিছুর পেছনে রয়েছে এক এমন মানুষ গড়ার উদ্দেশ্য যা সৃষ্টির বুকে তার অন্যান্য ভূমিকা রাখবে। সে মানুষ এক জটিল ও অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি যার প্রকৃতির দিকে তাকালে দেখা যাবে তার জীবনের প্রতিটি স্তর বিস্ময়ে ভরা। তার এ ছোট্ট দেহের মধ্যে অফুরন্ত ও অকল্পনীয় এক বিরাট সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে রয়েছে যা উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিচর্যা পেলে বড় বড় অবদান রাখতে পারে, এটা পূর্ব থেকে ধারণাও করা যায় না। তার সম্ভাবনাসমূহের সঠিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শুক্রকীটের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন। এতই ক্ষুদ্র সে শুক্রকীট যা খালি চোখে দৃষ্টিগোচর হয় না, তার মধ্যেই পর্যায়ক্রমিক সেসব সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। এভাবে ধাপে ধাপে অগ্রগতি ও তার প্রকৃতির রূপান্তর হয়। এভাবেই সে এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে সে পরিণত হয় অভিনব 'আর এক সৃষ্টিতে'। জড় পদার্থ বলে যাকে আমরা বুঝতাম, পর্যায়ক্রমে তা কথা বলতে শুরু করে। এরপর দেখা যায় সব শিশুও এক প্রকার হয় না। এক এক শিশু নিজ নিজ স্বতন্ত্র কিছু গুণবৈশিষ্ট্য নিয়ে এগুতে থাকে এবং এদের মধ্য থেকে অনেক মনীষী বেরিয়ে আসে যারা মানুষকে অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যাদের জ্ঞান গবেষণায়, যাদের উৎকর্ষ সাধনে এবং যাদের সফলতা ও সত্য পথ পরিক্রমায় মানব জীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে।

এরপর মানব জীবন পথ পরিক্রমায় নানা প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। যে জীবনের সূত্রপাত মাটি থেকে হয়েছিল তা মাটির বুকে বিলীন হয়ে একেবারে শেষ হয়ে যায় না, কারণ তার শরীরের

www.amarboi.org

মধ্যে মাটি ছাড়া আর একটি উপাদান আছে যা মাটিতে মিশতে পারে না, আর তা হচ্ছে সেই 'রূহ' যা মহান আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে, এজন্য সে রূহ আল্লাহর কাছেই ফিরে যায়। এ রূহকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে পয়দা করা হয়েছে যা দৈহিক কাঠামো থেকে ভিন্নতর, আর এজন্য গোশত ও রক্তের পরিণতি থেকে তার পরিণতি আলাদা হয়ে থাকে।.....

এরশাদ হচ্ছে, 'এরপর তোমরা হয়ে যাবে মৃত এবং অবশেষে কেয়ামতের দিনে তোমাদেরকে পুনরায় তোলা হবে।'

অর্থাৎ পৃথিবীর জীবন শেষে (দ্বিতীয় জীবনের শুরুতে) এ মৃত্যু আসবে। আর এ দুই জীবন দুনিয়া এবং আখেরাতের মাঝখানের এ সময়টির নাম হচ্ছে বরযখ, মানুষের জীবন পরিসমাপ্তকারী স্তর নয়, বরং এটা হচ্ছে তার জীবনের স্তরসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ স্তর।

তারপর আসবে শেষ স্তর এবং এটা শুরু হবে সেই দিন থেকে যেদিন তাকে পুনরায় এ ধরার বুক থেকে উঠানো হবে। প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকেই শুরু হবে তার পূর্ণাঙ্গ জীবনের আসল অধ্যায়, যা পাপ পংকিলময় পার্থিব জীবনের আবিলতা থেকে ভিন্ন হবে অথবা গোশত ও রক্তের চাহিদাসমূহ থেকে পবিত্র হবে, ভয় ও পেরেশানী থেকে, যে কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে মুক্ত হবে, কারণ এ অধ্যায়টি হচ্ছে মানব জীবনের জন্য পূর্ব নির্ধারিত চূড়ান্ত অধ্যায়। তার যে পথ চলার বর্ণনা সূরাটির প্রথম অধ্যায়ে শুরু হয়েছিল এখানে এসে তার জীবন সফরের পরিসমাপ্তি ঘটে। এটাই হচ্ছে মুমিনদের পথ, কিন্তু পার্থিব জীবনের যে ব্যক্তি নিজেকে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দিয়ে এ পথকে কন্টকাকীর্ণ করে এবং প্রথম জীবনের পরিসমাপ্তিতে আখেরাতের জীবনকে চরম বিপর্যস্ত করে ফেলে। প্রকৃতপক্ষে সে অবস্থায় সে মানবতার প্রাসাদকে ভেংগে চুরমার করে দেয় এবং নিজের জন্য জাহান্নামের আগুনকে হালাল করে নিয়ে আগুনের ইন্ধনে পরিণত হয়। সেদিনে জাহান্নামের জ্বালানী হবে পাথর ও মানুষ। এ কারণেই পাথর ও পাপাচারী মানুষ উভয়ে সে দিনই একই সমান হয়ে যাবে।

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ○

"অতপর তার বংশ সৃষ্টি করেছেন স্খলিত তরল পদার্থের নির্যাস থেকে।"–সূরা আস সাজদাহ ঃ ৮

অর্থাৎ বীর্য থেকে মানুষের ভ্রূণ উৎপাদনের প্রথম স্তর বীর্য থেকে জমাট রক্ত তা থেকে গোশতের টুকরো, তা থেকে হাড়গোড় এবং অবশেষে পূর্ণাঙ্গ

www.amarboi.org

মানব সন্তান। এতসব রূপান্তর ঘটে এ নির্যাসের ভেতরেই, যার উদ্ভব ঘটে নগণ্য বীর্যরূপী পানি থেকে। নগণ্য বীর্যরূপী পানির সেই বিলীন হয়ে যাওয়া বিন্দুটা পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের যে ধারাবাহিকতার সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে চলে, তার দিকে দৃষ্টি দিলে এটা একটা বিস্ময়কর খণ্ড বলে প্রতীয়মান হয়। বীর্য বিন্দুটা এ ভ্রমণ শেষ করেই পরিণত হয় নযীরবিহীন সৃষ্টি মানুষে। এ ভ্রমণের প্রথম পর্যায় ও শেষ পর্যায়ের মাঝে দীর্ঘ পথ তাকে পাড়ি দিতে হয়। এ দীর্ঘ ভ্রমণের চিত্র কুরআনের পরবর্তী একটা আয়াতেই ফুটে উঠেছে ঃ

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ط

"অতপর তাকে তিনি সুঠাম রূপ দান করলেন, তাতে নিজের পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিলেন, আর তোমাদেরকে দান করলেন কান, চোখ ও অন্তকরণ।"–সূরা আস সাজদা ঃ ৯

সুবহানাল্লাহ! কী বিস্ময়কর ভ্রমণ। কত দীর্ঘ পথ! কী চমকপ্রদ অলৌকিক ঘটনা যা দেখেও লোকেরা উদাসীন থাকে ! এ অলৌকিক ঘটনা সংঘটনের পেছনে যদি মহান আল্লাহর হাত সক্রিয় না থাকতো, তাহলে অমন নগণ্য এক ফোঁটা বীর্য কি করে মানুষের রূপ ধারণ করতে পারতো ? তিনিই তো সেই ক্ষুদ্র ও দুর্বল বিন্দুটাকে তার সরল ও নগণ্য আকৃতি থেকে মানুষের ন্যায় জটিল, বহুমুখী ও বিস্ময়কর সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হওয়ার পথে চালিত করেন।

একটা মাত্র জীবকোষে এত বিভিন্নতা, এত বহুমুখিতা, বিভিন্ন স্বভাব ও বিভিন্ন কাজের ক্ষমতা সম্পন্ন এত রকমারী কোষপুঞ্জ—যার প্রত্যেকটা কোষপুঞ্জ একটা বিশেষ কাজ সম্পাদনকারী বিশেষ অংগ গড়ে তোলার দায়িত্ব সম্পন্ন এবং বিশেষ ধরনের নির্দিষ্ট সংখ্যক জীবকোষ দ্বারা নির্মিত এ অংগ—যা বিশেষ বিশেষ গুণাবলী ও ভূমিকার অধিকারী বিভিন্ন অংশে বিভক্ত এবং যেগুলো একই অংগের অভ্যন্তরে অধিকতর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বহুসংখ্যক কোষ সমন্বয়ে গঠিত, এতসব বিভিন্নতা, বহুমুখিতা ও বৈচিত্র—সেই প্রথম কোষটি একাকী কিভাবে ধারণ করলো ? সেই একটি মাত্র কোষ থেকে উদ্ভূত বিশেষ ধরনের কোষগুলোতে পরবর্তীকালে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তা আগে কোথায় লুকিয়ে ছিল ? যাবতীয় ভ্রূণের মধ্য থেকে মানবীয় ভ্রূণের বৈশিষ্ট্যগুলো কোথায় লুকিয়েছিল ? আর এ ভ্রূণে পরবর্তীকালে যেসব বিশেষ ধরনের যোগ্যতা, প্রতিভা নির্দিষ্ট ভূমিকা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয় তাই বা কোথায় লুকিয়ে ছিল ?

আর এ বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা বাস্তবে সংঘটিত ও বারবার সংঘটিত না হলে কেই বা কল্পনা করতে পারতো যে, এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে ?

www.amarboi.org

আসলে এর পেছনে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সুনিপুণ হাত। তিনিই মানুষকে এভাবে সুগঠিত করেছেন। তিনি এ প্রাণীর দেহে নিজের পক্ষ থেকে যে রূহ বা আত্মা ফুঁকে দিয়েছেন, সেটাই এর মূল রহস্য। এই যে বিস্ময়কর ঘটনা প্রতি মুহূর্তে বারবার ঘটে চলেছে অথচ লোকেরা তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করছে না, এর একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এটাই। তাছাড়া মহান আল্লাহর রূহ ফুঁকে দেয়ার কারণেই মানুষ চোখ, কান ও বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন এমন এক প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়, যা তাকে অন্য সকল প্রাণী থেকে ভিন্ন ও বৈচিত্রময় করে তোলে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আর তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ, হৃদয় সৃষ্টি করেছেন।' বস্তুত এ ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে এ বিস্ময়কর ঘটনার রহস্য উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের এ সর্বাত্মক সয়লাব সত্ত্বেও মানুষ খুব কমই শোকর আদায় করে থাকে। তুচ্ছ পানি এমন মর্যাদাবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন, একটা অতি ক্ষুদ্র ও দুর্বল কোষের ভেতরে বিকাশ ও বৃদ্ধির উন্নয়ন ও উৎকর্ষের এবং প্রাচুর্য ও বিশিষ্টতার এত বিপুল শক্তি ও সম্ভাবনার ভাণ্ডার পুঞ্জীভূত করে রেখেছেন এবং তার ভেতরে সেইসব উচ্চাংগের গুণবৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা-প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা সমবেত করে রেখেছেন—যা মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীবে পরিণত করেছে। অথচ এসবের জন্য মানুষকে খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে দেখা যায়। এজন্যই আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে, 'তোমরা খুব কমই শোকর করে থাক।'

পৃথিবীতে মানুষের এ প্রথম বিস্ময়কর ও অলৌকিক জন্ম যদিও প্রতিনিয়তই ও সবার জ্ঞাত সারেই ঘটে চলেছে, তথাপি মুশরিকরা পরকালের পুনর্জন্মে সংশয় প্রকাশ করে ও আপত্তি তোলে। তাদের এ সংশয় ও আপত্তি বিস্ময়কর বৈকি ? আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা বলে, আমরা যখন পৃথিবীর মাটিতে হারিয়ে যাব, তখন আবার কি আমাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে ? আসলে তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের কথা অবিশ্বাস করে।'

অর্থাৎ তাদের মরে যাওয়া, দাফন হয়ে যাওয়া, তাদের দেহ পঁচে গলে মাটিতে বিলীন হয়ে যাওয়া এবং মাটির কণাগুলোর সাথে মিশে উধাও হয়ে যাওয়ার পরও যে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করতে পারেন—এটা তাদের কাছে অসম্ভব মনে হয়। অথচ প্রথমবার যে পৃথিবীতে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেই সৃষ্টির তুলনায় আখেরাতের এ দ্বিতীয়বার সৃষ্টিতে অবাক হবার মত কী আছে ? আল্লাহ তা'আলা তো তাদেরকে এ পৃথিবীর মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছেন, যার সম্পর্কে তারা বলে থাকে যে,

www.amarboi.org

ওর ভেতরে তাদের দেহ পঁচে গলে মিশে যাবে ও বিলীন হয়ে যাবে। দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি তো প্রথমবারের সৃষ্টির মতই।

এতে অবাক হবার মত কিছু নেই, নতুনত্বও কিছু নেই। 'আসলে তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের বিষয়টাই অবিশ্বাস করে।'

এজন্যই তারা এসব কথাবার্তা বলে থাকে। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টা অবিশ্বাস করার কারণেই তাদের এমন একটা স্পষ্ট ব্যাপারে সন্দেহ জন্মে গেছে, যা একবার ঘটে গেছে এবং তার কাছাকাছি জিনিস প্রতি মুহূর্তেই ঘটে চলেছে।

এ কারণেই পরবর্তী আয়াতে তাদের মৃত্যুর পরে পুনর্জন্মের কথা উল্লেখ করে তাদের আপত্তি নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। তাদের প্রথম জন্মের ভেতর দিয়ে এর যে জ্যান্ত ও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং আর কোনো কিছু বাড়িয়ে বলার দরকার মনে করা হয়নি। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

বল, সেই মৃত্যুর ফেরেশতাই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবে, যাকে তোমাদের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে। তারপর তোমরা আবার তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে।

এভাবে একটা সুনিশ্চিত খবরের আকারে কথাটা বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন এই যে, মৃত্যুর ফেরেশতা কে এবং কিভাবে তিনি মৃত্যু ঘটান ? এটা আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য ও গুপ্ত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত, যার সংবাদ আমরা কুরআনের এ নিশ্চিত ও অকাট্য সূত্র থেকে পাই। এ একমাত্র সূত্র থেকে আমরা যে তথ্য পাই, তার সাথে আর কোনো সংযোজন করার অধিকার আমাদের নেই।

আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্জন্ম লাভের ব্যাপারে তারা যে সন্দেহ পোষণ করে, সেই সন্দেহ অপনোদনের লক্ষে কিয়ামতের এমন একটা দৃশ্য তাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে, যা এক একটা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত দৃশ্য, যা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, প্রেরণা ও সংলাপে ভরপুর। যদি তুমি দেখতে অপরাধীরা যখন মাথা নীচু করে থাকবে এবং বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা এখন সবকিছু দেখলাম ও শুনলাম, অতএব আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় ফেরত পাঠাও, সৎকাজ করবো।

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ○

www.amarboi.org

"এবং হায়, তুমি যদি দেখতে ! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম ; এখন তুমি আমাদেরকে পুনরায় পেরণ করো, আমরা সৎকর্ম করবো, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।"–সূরা সাজদা ঃ ১২

১২ আয়াতে যে দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, তা লাঞ্ছনা, অপমান, গুনাহর স্বীকারোক্তি, প্রত্যাখ্যাত সত্যকে মেনে নেয়া, যে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস ও প্রত্যয় ঘোষণা করা এবং অপমান ও লাঞ্ছনার ভারে মাথা নোয়ানো অবস্থায় দুনিয়ার জীবনে যে ভুল করে আসা হয়েছে তা শোধরানোর জন্য পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ প্রার্থনার দৃশ্য। কিন্তু এসব কিছুই হবে সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পরে, যখন কোনো স্বীকারোক্তি ও ঘোষণায় কোনো লাভ হবে না।

অবিশ্বাসীদের এ অবমাননাকর প্রার্থনার জবাব দেয়ার আগে ১৩ আয়াত সেই প্রকৃত সত্যটা তুলে ধরা হয়েছে, যা এ সম্পর্কে নীতি নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে এবং যা মানব জাতির জীবনে ভাগ্য নির্ধারণেও চূড়ান্ত অবদান রাখে। মহান আল্লাহ বলেন, "আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে হেদায়াত দান করতাম।"

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে সকল মানুষের জন্য একই পথ— সততা ও ন্যায়ের পথ তৈরি করে দিতেন। যেমন করে দিয়েছেন মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবজন্তুর জন্য, যারা জন্মগতভাবেই প্রচ্ছন্ন ঐশী নির্দেশ মোতাবেক চলে, অথবা ফেরেশতাদের জন্য, যারা হুকুম পালন করা ছাড়া আর কিছু জানে না। আসলে আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তই ছিল এই যে, তার স্বভাব প্রকৃতি হবে স্বতন্ত্র ধরনের। সে সুপথেও চলতে পারবে, কুপথেও চলতে পারবে। সে স্বাধীনভাবে সুপথ বা কুপথ বেছে নেবে এবং এ বিশ্বের সে এই বিশেষ ধরনের স্বভাব প্রকৃতির ভিত্তিতেই নিজস্ব ভূমিকা পালন করবে। কেননা এ বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করার পেছনে আল্লাহ তা'আলার যে মহৎ উদ্দেশ্য ও প্রজ্ঞা সক্রিয় ছিল, তারই ভিত্তিতে তিনি মানুষকে এ বিশেষ ধরনের স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। এজন্যই তিনি তার ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন এভাবে যে, যেসব জ্বিন ও মানুষ গোমরাহী ও অসৎ পথ বেছে নেবে এবং জাহান্নামের পথে চলবে, তাদেরকে দিয়ে জাহান্নামকে পূর্ণ করবেন।

এরাই সেইসব অপরাধী, যারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সামনে অবনত মস্তকে দাঁড়াবে এবং যাদের ওপর জাহান্নামের ফায়সালা প্রযোজ্য হবে। এজন্য তাদেরকে বলা হবে ঃ

www.amarboi.org

"অতএব, যেহেতু তোমরা আজকের এ দিনের সম্মুখীন হওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলে। তাই স্বাদগ্রহণ করো।' অর্থাৎ সময় থাকতে এ দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করার কারণে ভোগ করো। 'আমি তোমাদেরকে ভুলে গিয়েছি।' প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা কাউকে ভুলে যান না। তবে অবহেলিত ও বিস্মৃত মানুষের ন্যায় আচরণ করেন। সে আচরণে রয়েছে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অবজ্ঞা-অবহেলা ও গ্লানী।

'এবং তোমাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ চিরস্থায়ী আযাব ভোগ করো।'

এখানে এসেই কিয়ামতের দৃশ্যটার উপর যবনিকাপাত হচ্ছে। এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। অপরাধীদেরকে গ্লানীকর পরিণতি ভোগ করার জন্য রেখে দেয়া হয়েছে। কুরআনের পাঠক ও আয়াত ক'টি পড়ার পর অনুভব করে যেন সে কাফেরদেরকে এ অবস্থায় রেখে যাচ্ছে। আর তারা যেন সেই অবস্থায় ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে। প্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী এ ধরনের জ্বলজ্যান্ত দৃশ্য তুলে ধরা কুরআনের অন্যতম শিল্পগত বৈশিষ্ট্য।

উপরোক্ত দৃশ্যটার উপর এখন যবনিকাপাত ঘটছে অপর এক পরিবেশে অপর এক দৃশ্য তুলে ধরার জন্য। সে দৃশ্যটা অন্তরাত্মাকে সঞ্জীবিত ও উদ্দীপিত করে এবং হৃদয়ে প্রেরণার সৃষ্টি করে। এটা মুমিনদের দৃশ্য। তারা একাগ্রচিত্তে যে ইবাদাত ও দোয়া করে তার দৃশ্য। আল্লাহ তা'আলার ভয় ও তাঁর অনুগ্রহের আশা পোষণের দৃশ্য। তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে পুরস্কার সঞ্চিত করে রেখেছেন তা অকল্পনীয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُوْنَ ○ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ز وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ج جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

"কেবল তারাই আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে যারা তার দ্বারা উপদিষ্ট হলে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না। তারা শয্যা ত্যাগ করে, তাদের প্রতিপালকের ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাদের

www.amarboi.org

জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।"–সূরা সাজদা ১৫-১৭

এ আয়াত কয়টিতে মুমিন বান্দাদের যে ছবি চিত্রিত করা হয়েছে তা খুবই আলোকোজ্জ্বল ছবি। এ ছবি স্বচ্ছ, তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন, আল্লাহর ভয়ে কম্পিত, আল্লাহর করুণা লাভের আশায় আশান্বিত, তাঁর অনুগত ও বিনয়ী বান্দাদের ছবি। এসব বান্দাই আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাস রাখে। জাগ্রত হৃদয়, প্রদীপ্ত বিবেক ও উদ্দীপিত অনুভূতি নিয়ে তারা আল্লাহ তা'আলার বাণীকে গ্রহণ করে।

"তাদেরকে যখন আল্লাহ তাআলার আয়াত বা নিদর্শনাবলীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তখন তারা সিজদায় পড়ে যায়।"

স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রতিক্রিয়া স্বরূপই সিজদায় পড়ে। মহান আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের তাগিদেও তারা সিজদা করে। কেননা তার নিদর্শনাবলীর স্মৃতি জাগরুক হওয়ার কারণেই এ সিজদার প্রেরণা আসে।

তারা অনুভব করে যে আল্লাহ তা'আলার মহত্ব ও মহিমার যথার্থ কদর একমাত্র সিজদা দিয়েই করা সম্ভব। মাটির সাথে কপাল ঘষা ছাড়া এ অনুভূতি প্রকাশ করা যায় না। আর তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ করে। অর্থাৎ শরীর দ্বারা সিজদা ও জিহ্বা দ্বারা প্রশংসা ও তাসবীহ এক সাথেই বলে। 'এবং তারা অহংকার করে না।' কেননা এ সিজদা হচ্ছে সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহান আল্লাহর মহিমার সামনে একান্ত অনুগত বান্দার আকুতি।

এরপর আবার তুলে ধরা হচ্ছে একই সাথে তাদের শারীরিক তৎপরতা ও মানসিক আবেগ অনুভূতির চিত্র।

'ভয়ে ও আশায় আল্লাহ তাআলাকে ডাকার সাথে সাথে তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে যায়।'

মুমিন বান্দারা রাতের বেলায় এশা ও বেতেরের নামায তো পড়েই। তদুপরি শেষ রাতেও তাহাজ্জুদের নামায পড়ে ও দোয়া করে। কিন্তু কুরআনের বর্ণনা ভংগীটা এ নামায ও দোয়াকে ভিন্নভাবে চিত্রিত করে। এতে দেখানো হয়েছে যে, রাতের বিছানাগুলো যেন তাদের পিঠগুলোকে শোয়া, আরাম করা ও মজা করে ঘুমানোর জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকে, কিন্তু তাদের পিঠ সে ডাকে সাড়া দেয় না, বরং সেই লোভনীয় বিছানাগুলোর আহ্বানকে প্রতিরোধ ও প্রত্যাখ্যানের চেষ্টা সাধনা করে। কেননা তারা নরম বিছানা ও মজাদার ঘুমের প্রতি আগ্রহী নয়। তারা আগ্রহী তাদের প্রতিপালকের সামনে হাযিরা

www.amarboi.org

দিতে এবং আযাব, গযব ও নাফরমানীর ভয় ও তার দয়া, সন্তুষ্টি ও সৎকাজের প্রেরণা লাভের আশায় তাঁর কাছে ধর্ণা দিতে। 'তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় ও আশার সাথে ডাকে, এ ক্ষুদ্র বাক্যটার ভেতর দিয়ে অন্তরে একই সাথে এ শিহরিত অনুভূতিগুলোর অনুরনন চিত্রিত করা হয়। আয়াতের শেষাংশে বলা হচ্ছে যে, তাদের এ অন্তরংগ অনুভূতি, একাগ্রচিত্ত সালাত এবং আবেগোদ্বিলিত দোয়ার পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও নিজেদের পরিশুদ্ধির প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে মুসলিম সমাজের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালনেও ব্রতী হয়। কথাটা বলা হয়েছে এভাবে,

'আর আমি তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয়ও করে।'

আল্লাহ তাআলার প্রতি আনুগত্য ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের এ উজ্জ্বল চিত্রের সাথে সাথেই রয়েছে তুলনাহীন গৌরবময় প্রতিদানের চিত্রও। সে প্রতিদানের ভেতর দিয়ে এ বান্দাদের প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ তদারকী ও অভিভাবকত্ব, বিশেষ আদর, সম্মান ও আন্তরিকতারই অভিব্যক্তি ঘটেছে। এ প্রতিদানের কথা ঘোষিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

"কেউ জানে না তাদের কাজগুলোর বিনিময়ে তাদের জন্য কেমন চোখ জুড়ানো প্রতিদান লুকিয়ে রাখা হয়েছে।"–সূরা সাজদা ঃ ১৭

এ আয়াতে মুমিনদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার আতিথেয়তা এবং তাঁর নিজ তদারকীতে তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা চোখ জুড়ানো সম্মান ও আদর আপ্যায়নের চমকপ্রদ অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাদের জন্য সঞ্চিত এ পুরস্কারের বিষয়ে একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। এ পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ তাআলার কাছে গুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। যারা এর প্রাপক, একমাত্র তারাই আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাতের সময় তা দেখতে পাবে। মহান আল্লাহর সাথে এ গৌরবোজ্জ্বল ও প্রাণপ্রিয় সাক্ষাতকারের এ এক উজ্জ্বল ছবিই বটে!

ভেবে স্তম্ভিত হতে হয় যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর কত অনুগ্রহ ও মহানুভবতা প্রদর্শন করেন। তাঁর বান্দারা যতই সৎকর্মশীল, যতই ইবাদাতকারী, আনুগত্যকারী ও একনিষ্ঠ হোক না কেন, তিনি যদি তাদের প্রতি অনুকম্পাশীল ও দয়ালু না হতেন, তাহলে তাদের প্রতিদানকে এত যত্নের সাথে সংরক্ষণ করে রাখতেন না।

www.amarboi.org

একদিকে অপরাধীদের শোচনীয় ও লাঞ্ছনাকর পরিণতি এবং অপরদিকে ঈমানদারদের সুখকর পরিণতির দৃশ্য তুলে ধরার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর কর্মফল প্রদানের সুবিচারমূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতির সংক্ষিপ্ত সার তুলে ধরে এ আলোচনার উপসংহার টানছেন। তাঁর এ ন্যায়সংগত নীতিই দুনিয়া ও আখেরাতে সৎকর্মশীল ও দুষ্কৃতিকারীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং সূক্ষ্ম ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে কর্ম অনুসারেই তার কর্মফল নির্ণয় করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ط لَايَسْتَوُنَ ○ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ز نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰهُمُ النَّارُ ط كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ○ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ط اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ○

"যে ব্যক্তি মুমিন, সেকি সেই ব্যক্তির মত যে ফাসেক ? এরা সমান নয়। যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাত হবে তাদের বাসস্থান। এবং যারা পাপাচার করেছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম ; যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তাতে এবং তাদেরকে বলা হবে, যে অগ্নি শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে তোমরা তা আস্বাদন করো। গুরু শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাবো, যাতে তারা ফিরে আসে। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা থেকে মুখ ফিরায় তার অপেক্ষা অধিক জালেম আর কে ? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।"–সূরা সাজদা ঃ ১৮-২২

বস্তুত মুমিনরা ও ফাসেকরা স্বভাবে, চরিত্রে, কর্মে ও আবেগ অনুভূতিতে কখনো এক রকম হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

www.amarboi.org

إِنَّ اللَّهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُوْنَ ○ ذٰلِكُمُ
اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ م لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ز فَأَنَّى تُؤْفَكُوْنَ ○

"আল্লাহতো মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। এইতো আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সবকিছুর স্রষ্টা, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং কিভাবে বিপথগামী হচ্ছো ?"
–সূরা মু'মিন ঃ ৬১-৬২

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَاءً وَّصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ
صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ج فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ
الْعٰلَمِيْنَ ○

"তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদের দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিযিক, এইতো আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। কতো মহান জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ।"–সূরা মু'মিন ঃ ৬৪

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তিনি মানুষদের প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা স্বীকার করে না। কারণ তারা অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা, তিনি বিশ্বজগত সহ তার মধ্যবর্তী সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মহান সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ
طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ج وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى
مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا أَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

"তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, পরে শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর আলাকা থেকে, তারপর তোমাদের বের করেন শিশুরূপে, অতপর যেন তোমরা উপনীত হও যৌবনে, অতপর হও বৃদ্ধ। তোমাদের মধ্যে কারো এর পূর্বে মৃত্যু ঘটে এবং এজন্য যে, তোমরা নির্ধারিত কালপ্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।"–সূরা মু'মিন ঃ ৬৭

هُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ج فَإِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○



www.amarboi.org

"তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি বলেন 'হও, তখন হয়ে যায়।"–সূরা মু'মিন ঃ ৬৮

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির মাধ্যমে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও কৌশলকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এর সাথে সাথে এও প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, সৃষ্টি হলেই সেই সৃষ্টিকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এতে বুঝা যায় যে, মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন পরবর্তী জীবনকে যা ঠিক একই কায়দায় সঞ্চিত জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণের মাধ্যমে ধাপে ধাপে ঘটে থাকে। আরও দেখা যায় যে, মানব দেহের গঠনের সাথে আকাশজগতের স্তরগুলোর সৃষ্টির সামান্তরাল সম্পর্ক রয়েছে। ঠিক একই সম্পর্ক রয়েছে পরলৌকিক সৃষ্টির ক্ষেত্রেও। কারণ সেদিন সব মানুষ আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ○

"এবং যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোজ-খবরও নিবে না।"–সূরা মুমিনূন ঃ ১০১

এখানে দেখা যায় যে, শেষ বিচারের দিন অর্থাৎ যেদিন শিংগায় ফুৎকার হবে সেদিন ফুৎকারের সাথে সাথে মহাবিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে এবং নতুন এক সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে মানুষ অর্থাৎ মানব সৃষ্টিকূল আল্লাহর সম্মুখে সমবেত হবে। সেদিন মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পরিজন কেউই কারো কোনো কাজে আসবে না। প্রত্যেকেই 'ইয়া নাফসী ইয়া নাফসী' বলতে থাকবে। যারা ভাল কাজ করেছে তারা জান্নাতী হবে এবং যারা মন্দ কাজ করেছে এবং মন্দ কাজের সাথে জড়িত ছিল অর্থাৎ পাপাচারের সাথে জড়িত ছিল তারা জাহান্নামী হবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ○ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمُ ○

"তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না ? মহামহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সম্মানিত আরশের তিনি অধিপতি।"–সূরা মুমিনূন ঃ ১১৫-১১৬

যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

www.amarboi.org

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝ اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۝ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۝ وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۝ فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝ وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۝ وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۝

"যেদিন কিয়ামত ঘটবে, তখন এর সংঘটন অস্বীকার করার কেউ থাকবে না। এটা কাউকে করবে নীচু, কাউকে করবে সমুন্নত, যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়বে, ফলে তা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে—ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! এবং বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল! আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী।"–সূরা ওয়াকিয়া ঃ ১-১০

এখানে আল্লাহ তা'আলা সেই কিয়ামতের দিনের কথা বান্দাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অবিশ্বাসীরা আল্লাহর ক্ষমতাকে অস্বীকার করে। তবে মৃত্যুর পর যখন শাস্তি উপস্থিত হয় তখনই কেবল অনুতপ্ত হয়ে বলে হে আল্লাহ! আমাকে বা আমাদেরকে যদি পৃথিবীতে পাঠাও তবে তোমার খাটি বান্দাহ হিসাবেই চলবো। আরও বলবে ঃ

قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ۝ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ۝

"তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রতিপালক! এ অগ্নি থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করো, অতপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হবো।"
–সূরা মুমিনূন ঃ ১০৬-১০৭

এখানে বংশ ও রক্তের সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ যারা সীমালংঘনকারী ছিল তারা তো একই সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা আদ, সামুদ ও নূহের সম্প্রদায়ের কথা স্মরণে আনতে পারি। বা ফেরাউন সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করতে পারি। বংশ বা রক্তের সম্পর্ক খুবই কঠিন সম্পর্ক। এ সম্পর্ক ছিন্ন করা খুবই কঠিন। যেমন অগ্নী উপাসক, মূর্তিপূজক, দেবদেবীর বিশ্বাসী, ইহুদী নাসারা এরা

www.amarboi.org

নিজস্ব দলভুক্ত এরাই সীমালংঘনকারী, এরা কখনো আল্লাহ স্বীকার করে না এবং কখনো করবে না। এরাই হলো জাহান্নামী। অসৎ মানুষের বংশধর অসৎ এবং সৎ মানুষের বংশধর সৎ। শাশ্বত নিয়মে এরাই এক পরিবারভুক্ত যাদের বৈশ্বিক জেনিটিকস একই রূপ। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ص وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

"হে মানব, তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের দাসত্ব স্বীকার করো যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তাদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিও না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২১-২২

الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ○ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ○

"যিনি আকাশজগত ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি ; সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথো অনুপাতে। আর তারা তাঁর পরিবর্তে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে অপরকে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না ; বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট এবং ওরা নিজেদের অপকার অথবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং জীবন, মৃত ও পুনরুত্থানের উপরও কোনো ক্ষমতা রাখে না।"–সূরা ফুরকান ঃ ২-৩

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে-

১. আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন কেবল আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করার জন্য যে, তোমরা

www.amarboi.org

সৃষ্টি তত্ত্ব অবগত হয়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং অংশীবাদী যেন না হও।

২. আল্লাহ যে সকল সৃষ্টি কৌশলের কৌশলী তাঁর প্রতি আস্থাবান ও বিশ্বাসী হও।

৩. আল্লাহ মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তাঁর কার্যক্রমে কোনো কারো সাহায্য দরকার হয় না। কারণ তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ, স্রষ্টা ও দ্রষ্টা। তাঁর কোনো শরীক নেই, তিনি লা-শারীক আল্লাহ।

৪. তিনি প্রত্যেককে ঠিক তার প্রয়োজন অনুসারেই দিয়ে থাকেন। কর্মের ফলে কেবল বিভিন্ন চিত্র পরিদৃষ্ট হয় এতে আল্লাহ ছাড়া কারো হাত নেই, কারণ যারা কর্মঠ এবং আল্লাহ ভীরু ও আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে চলে, ভাল পথের সন্ধান নেয় ও পায় তারাই সুন্দর জীবন পায়।

৫. আর যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে অন্য কাউকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করছে তারাই তাদের নিজেদের অপকার করছে। কারণ আসমান-যমীন, ইহকাল-পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদির সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহর। যারা আল্লাহকে ছাড়া অন্য কোনো ইলাহকে মানে তাদের কাছে আল্লাহর একটাই প্রশ্ন তোমরা যাদেরকে আমার শরীক ভাবছো এবং আমার পরিবর্তে তাদেরকে ডাক, পারলে একটা দৃষ্টান্ত দেখাও যে, তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করছে। না তা কখনো পারবে না। কারণ সৃষ্টিকর্তাতো একজনই, সর্বকৌশলের কৌশলী। কারণ তাঁর সৃষ্টির নৈপুণ্যের মাঝেই এমন কিছু নমুনা ও বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে যার দাবীদার আর কেউ হতে পারে না। আর সম্ভবও নয়। কেননা তাঁর সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি নৈপুণ্য প্রদর্শন করার মত ক্ষমতা এ নশ্বর সৃষ্টিজগতে কারো নেই। কল্পিত ধারণা কেবল কল্পনাই থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○ هُوَ
الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ ط فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ط وَلَا يَزِيْدُ
الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ج وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا
خَسَارًا ○ قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اَرُوْنِىْ
مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ج اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ
عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ج بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ○ اِنَّ

www.amarboi.org

اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ج وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ
اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ط اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ
اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ج فَلَمَّا جَآءَ
هُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ○ نِ اسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ط
وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ط فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ج
فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ○ اَوَلَمْ
يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَىْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ
وَلَا فِى الْاَرْضِ ط اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ○ وَلَوْيُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا
كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ج
فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ○

"আল্লাহ তাআলা আকাশজগত ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন (দৃশ্য ও অদৃশ্য)। (এমনকি মানুষের) অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধেও তিনি সবিশেস অবহিত।

তিনিই তোমাদেরকে (পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পর তাদের স্থানে) পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন। সুতরাং (এখন) কেউ কুফরী করলে তার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কাফেরদের কুফরীর কেবল তাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফেরদের কুফরী তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

বলো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক সেই সকল দেবদেবীর কথা ভেবে দেখছো কি ? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও অথবা আকাশজগতের সৃষ্টিতে ওদের কোনো অংশ আছে কি ? না কি আমি ওদেরকে এমন কোনো কিতাব দিয়েছি যার প্রমাণের উপর ওরা নির্ভর করে ? বস্তুত যালেমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।

www.amarboi.org

(বস্তুত) আকাশজগত ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়, তারা স্থানচ্যুত হলে তিনি (আল্লাহ) ছাড়া কে তাদেরকে সংরক্ষণ করবে ? (অর্থাৎ কক্ষচ্যুত হলে পুনঃ কক্ষপথে ফিরিয়ে আনা কেবল আল্লাহরই কৌশল) এরাই কসম করে বলতো যে, এদের নিকট কোনো সতর্ককারী আসলে এরা অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎপথের অধিকতর অনুসারী হবে ; কিন্তু এদের নিকট যখন (কোনো) সতর্ককারী আসলো তখন (দেখা গেল) তা কেবল এদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করলো।

পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও কূট ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট ষড়যন্ত্র তার উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে। তবে কি এরা প্রতীক্ষা করছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের ? কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানের কখনোও কোনো পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহর বিধানের কোনো ব্যতিক্রমও দেখবে না।

এরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি ? তাহলে এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা দেখতে পেত। এরাতো ওদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আল্লাহ এমন নন যে, আকাশজগত এবং পৃথিবীর কোনো কিছুই আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে, (পারলো না)। অবশ্যই তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার (বিদ্রোহমূলক আচরণ) কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে (বা শাস্তি দিতে চাইলে) ভূপৃষ্ঠে কোনো জীবজন্তুই তিনি রেহাই দিতেন না ; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতপর তাদের নির্দিষ্টকাল এসে গেলে আল্লাহতো আছেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।"–সূরা আল ফাতির ঃ ৩৮-৪৫

এ আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করে দেখলে দেখা যাবে যে, একমাত্র মহান সত্তা আল্লাহ তাআলা আকাশজগত ও পৃথিবীর দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল কিছু এমনকি মানুষের অন্তরে যা আছে তাও সবিশেষ অবহিত। অণু-পরমাণুর সমানও কোনো কিছু সেই মহা স্রষ্টার কাছে অজ্ঞাত নয়।

'যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন, তাহলে ভূপৃষ্ঠে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না' ..... তবে এটা তাঁরই অপার করুণা ও মেহেরবানী যে, তিনি মানুষকে সুযোগ দিয়ে থাকেন এবং এ ধ্বংসাত্মক ও প্রলয়ঙ্কর শাস্তি মূলতবী করে দেন।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ ط فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ط وَلَا

www.amarboi.org

يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ج وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ○

"তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং কেউ কুফরী করলে তা কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কাফেরদের কুফরী কেবল তাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফেরদের কুফরী তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।"–সূরা ফাতের ঃ ৩৯

পৃথিবীর বুকে এক প্রজন্মের পর আর এক প্রজন্ম আসছে। এক প্রজন্ম অন্য প্রজন্মের উত্তরাধিকারী হচ্ছে। এক রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটছে আর এক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটছে। এক প্রদীপ নিভছে আর এক প্রদীপ জ্বলছে। এই যে বিলুপ্তি ও উৎপত্তির ধারাবাহিকতা, তা যুগ যুগ ধরে চলছে। এ চিরন্তন গতির দিকে গভীর দৃষ্টি নিয়ে তাকালে মানুষ এতে উপদেশ গ্রহণ করার মত এবং শিক্ষণীয় অনেক কিছুই পাবে। তখন অস্তিত্বমান লোকেরা বুঝতে পারবে যে, একদিন তারাও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে, অতীতের গহ্বরে বিলীন হয়ে যাবে। পরবর্তী যুগের লোকেরা তাদের ঘটনাবলীর কথা আলোচনা করবে, তাদের রেখে যাওয়া নিদর্শনগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে, গবেষণা করবে ঠিক যেমনটি তারা তাদের পূর্ববর্তী লোকদের বিষয়ে করে থাকে। আর এভাবেই উদাসীন ও অচেতন লোকদের মাঝে চেতনার সৃষ্টি হবে। তখন তারা আল্লাহর কুদরতী হাতটি দেখতে পাবে, যে হাতটিতে রয়েছে মানুষের জীবন-মৃত্যু, যে হাতটিতে রয়েছে ক্ষমতার ছড়ি, যে হাতটিতে রয়েছে রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন। যে হাতটি হচ্ছে যাবতীয় ক্ষমতার উৎস এবং যে হাতটিতে রয়েছে প্রজন্মের উত্তরাধিকার তাও দেখতে পাবে। সবকিছুরই উৎপত্তি ঘটবে, লয় ও বিলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু যে সত্তায় কোনো লয় নেই, কোনো ধ্বংস নেই, কোনো বিলুপ্তি নেই, বরং যে সত্তায় লয় ঘটে বিলুপ্তি ঘটে, সে সত্তা কখনো অমর হতে পারে না, চিরন্তন হতে পারে না। যারা একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য জীবনযাত্রায় বের হয়েছে, যাদের রেখে যাওয়া কীর্তি ও নিদর্শন দেখার মত লোকের আগমন ঘটবে, যাদেরকে সর্বশেষ মুহূর্তে নিজেদের ব্যাপারে একটু সতর্ক হওয়া, নিজেদের পেছনে কিছু সুন্দর স্মৃতি রেখে যাওয়া এবং পরকালের মুক্তির জন্য কিছু করে যাওয়া।

মানুষের সামনে যখন উৎপত্তি ও বিলুপ্তি, উত্থান ও পতন, অস্থায়ী ক্ষমতা, নশ্বর জীবন এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মের আগমন এ সবের দৃশ্য আসে তার মনে এ জাতীয় চিন্তারই উদ্রেক হয়। তখন সে এ আয়াতের তাৎপর্য বুঝতে

www.amarboi.org

পারে যে, 'তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করেছেন ..... সে বুঝতে পারে যে, প্রতিটি মানুষ এককভাবে নিজের কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে। কেউ কারো দায়ভার বহন করবে না এবং কেউ কাউকে রক্ষাও করতে পারবে না। কেউ যদি আল্লাহর ডাকে সাড়া না দেয়, বরং উপেক্ষা করে, অস্বীকার করে এবং ভুল পথে পা বাড়ায় তাহলে এর পরিণতি এককভাবে তাকেই ভোগ করতে হবে। সে কথাই আলোচ্য আয়াতের নিচের অংশে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ط وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ج وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ○

"অতএব কেউ কুফরী করলে, তার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কাফিরদের কুফরী কেবল তাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী তাদের ক্ষতি বৃদ্ধি করে।"–সূরা ফাতের ঃ ৩৯

আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুফরীর পরিণাম হবে আল্লাহ তাআলার ক্রোধ। যদি স্বয়ং আল্লাহ পাক কারো প্রতি ক্রোধান্বিত হন, তাহলে তার ধ্বংসের আর কি বাকী থাকে ? কারণ এ ক্ষতি ও ধ্বংসই হচ্ছে চূড়ান্ত। এরপর আর কোনো ক্ষতি ও ধ্বংস থাকতে পারে না।

পরবর্তী আয়াতে ইহলোক ও ঊর্ধলোক তথাকথিত দেবদেবীদের কোনো অবদান, কোনো শরীকানা বা কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি আছে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ -

"বলো, তোমরা কি তোমাদের সে শরীকদের কথা ভেবে দেখেছ, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ডাক ? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও।"–সূরা ফাতের ঃ ৪০

অত্যন্ত সুস্পষ্ট যুক্তি এবং জাজ্বল্যমান দলিল প্রমাণ। এই যে পৃথিবী এর মধ্যকার প্রতিটি বস্তু মানুষের চোখের সামনে রয়েছে, এ পৃথিবীর কোনো অংশ বা বস্তু আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোনো শক্তি সৃষ্টি করেছে বলে কেউ কি দাবী করতে পারবে ? এমন দাবী করার মত ধৃষ্টতা কেউ দেখালে সাথে সাথে এ পৃথিবীর প্রতিটি অংশ ও প্রতিটি বস্তু সেই দাবী নাকচ

www.amarboi.org

করে দেবে এবং চিৎকার করে বলে উঠবে, পৃথিবীর সবকিছুর স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা, কারণ তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্যের মাঝেই এমন কিছু নমুনা ও বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে যার দাবীদার আর কেউ হতে পারে না, আর তা সম্ভবও নয়। কেননা, তার সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি নৈপুণ্য প্রদর্শন করার মত ক্ষমতা এ নশ্বর সৃষ্টিজগতের কারো নেই। এ তথাকথিত ও কল্পিত দেবদেবীদের কোনো মালিকানা উর্ধলোকে আছে কি ? না, তা তো সম্ভবই নয়। পৃথিবীর কোনো অংশের মালিকানার দাবী করাই যদি তাদের পক্ষে সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে সে বিশাল উর্ধজগতের মালিকানা দাবী করা তাদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব ? এ কল্পিত মাবুদদের কেউ কি দাবী করে বলতে পারবে, উর্ধজগতের সৃষ্টির পেছনে তার অবদান আছে অথবা এর মালিকানায় তার কোনো অংশ আছে ? এমনকি যারা জিন অথবা ফেরেশতাদের পূজা করে থাকে তারাও কোনো দিন এমন দাবী করতে পারে না। তারা বড় জোর এতটুকু বলে থাকে যে, জিন-পরীর সাহায্যে তারা গায়েব বা অদৃশ্য জগতের খবরা-খবর লাভ করে। অথবা আল্লাহর নিকট তাদের জন্য ফেরেশতারা সুপারিশ করবে।

আবার প্রশ্ন করা হচ্ছে, 'না আমি তাদেরকে কোনো কিতাব দিয়েছি যে, তারা তার দলিলের উপর কায়েম রয়েছে ?

অর্থাৎ সে কল্পিত শরীকদের হাতে এমন কোনো ঐশী গ্রন্থও নেই যার উপর ভিত্তি করে তারা এমন দাবী করতে পারে। প্রশ্নটি কল্পিত দেবদেবীদেরকে লক্ষ করেও হতে পারে এবং স্বয়ং এদের পূজারীদেরকে লক্ষ করেও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে, দেবদেবীর পূজারীরা নিজেদের এ পৌত্তলিক আকীদা-বিশ্বাস কোথা থেকে পেয়েছে ? এ আকীদা-বিশ্বাস কি তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কোনো ঐশীগ্রন্থ থেকে পেয়েছে ? না, এমন দাবী ওরা কখনো করতে পারে না। এ প্রশ্ন দ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে এখানে একটি বাস্তব সত্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আর তাহলো, আকীদা-বিশ্বাসের উৎস হচ্ছে আল্লাহর বাণী আর এটাই হচ্ছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস। এ জাতীয় উৎসের দাবীদার মুশরিক সম্প্রদায় কখনোও হতে পারে না, অথচ আল্লাহর রাসূল স.-ই সে দাবী করতে পারেন। কারণ, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন ঐশী বাণী লাভ করেছেন। এরপরও কাফের মুশরিকরা তাঁকে উপেক্ষা করছে কেন ?

بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلاَّ غُرُوْرًا -

"বরং যালেমরা একে অপরকে কেবল মিথ্যা ওয়াদা দিয়ে থাকে।"

–সূরা ফাতের ঃ ৪০

www.amarboi.org

অর্থাৎ কাফের মুশরিকদের দল সবসময়ই একে অপরকে বলে বেড়ায় যে, তাদের আদর্শই হচ্ছে পরম আদর্শ এবং অবশেষে তাদেরই বিজয় হবে। কিন্তু এসব কথা বলে এরা নিজেরাও প্রতারিত হয় এবং অন্যদেরকেও প্রতারিত করে। এ ধোঁকা ও প্রতারণার মাঝেই তাদের নিষ্ফল জীবন কেটে যায়।

ইহলোক উর্ধলোক কারোও কোনো শরীকানা নেই, কোনো অবদান নেই বা কোনো শরীকের অস্তিত্ব নেই—এ সত্যটি প্রমাণ করার পর পরবর্তী আয়াতে আর একটি সত্যের প্রমাণ দেয়া হচ্ছে। যেমন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ج وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ط اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○

"আল্লাহ আকাশজগত ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়, তারা স্থানচ্যুত হলে তিনি ছাড়া কে তাদেরকে সংরক্ষণ করবে ? তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।"–সূরা ফাতের ঃ ৪১

এই যে আসমান এই যে যমীন, এই যে মহাশূন্যের উপর ভাসমান অগণিত গ্রহ নক্ষত্র যা নিজ নিজ কক্ষপথে অনন্ত অসীমকাল থেকে এবং বিরামহীনভাবে, অলঙ্ঘনীয় একটি নিয়মের অধীনে ঘুরে বেড়ায়, এদেরকে ধারণ করার মত খুঁটিও নেই, কোনো রশিও নেই। এ বিশাল ও বিস্ময়কর সৃষ্টিজগত-এর প্রতি মানুষ যদি গভীর দৃষ্টি নিয়ে এবং চিন্তাশীল মন নিয়ে তাকায়, তাহলে সে নিশ্চিতভাবে দেখতে পাবে, উপলব্ধি করতে পারবে যে, একটি অদৃশ্য ক্ষমতাধর ও শক্তিধর হাত এর পেছনে কাজ করছে। এই গোটা সৃষ্টিজগতকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং একে ধ্বংস থেকে রক্ষা করছে।

যদি আসমান ও যমীন নিজ নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত হতো এবং নিয়ম শৃঙ্খলার মাঝে নিপর্যয় ঘটতো, তাহলে এসবকে অন্য কোনো শক্তি রক্ষা করতে পারতো না, কারণ এ বিপর্যয় যখন ঘটবে তখন গোটা সৃষ্টিজগতেরও বিলুপ্তি ঘটবে। সেই মুহূর্তে গ্রহ নক্ষত্র ধ্বংস হবে, সৌরজগত ধ্বংস হবে। এ মহাশূন্যে তখন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ধ্বংসের হাত থেকে একে কেউ রক্ষাও করতে পারবে না। মুহূর্তে যখন মানুষ ভিন্ন একটি জগতে পাড়ি জমাবে, সে জগতের সবকিছুই হবে এ পার্থিব জগত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সত্য বাস্তব তথ্যটি তুলে ধরার পর বলা হয়েছে ঃ

"তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল।"

তিনি সহনশীল, তাই মানুষকে সুযোগ দেন। তাদের পাপাচারের কারণে পৃথিবীটা ধ্বংস করে দিচ্ছেন না। হিসাব নিকাশের নির্ধারিত মুহূর্তটির জন্য

www.amarboi.org

তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছেন যেন তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে, আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করতে পারে এবং সৎকাজের আত্মনিয়োগ করতে পারে। তিনি ক্ষমাশীল, তাই তিনি মানুষকে তার প্রতিটি পাপের জন্য শাস্তি দেন না, পাকড়াও করেন না। বরং তাদের অনেক ভুল-ত্রুটিও ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে থাকেন যদি তাদের মাঝে কল্যাণের কোনো লক্ষণ দেখতে পান। আয়াতের এ বক্তব্যের মাঝে একটা প্রচ্ছন্ন সতর্কবাণী রয়েছে। অর্থাৎ যারা গাফেল তারা যেন সতর্ক হয়ে যায় এবং তাওবার ও ক্ষমার এ বিরাট সুযোগটি হাতছাড়া না করে। কারণ, এমন সুযোগ পুনরায় আসবে না।

এখন সেই জাতি ও সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করা হচ্ছে যারা আল্লাহর নামে শপথ করে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং পৃথিবীর বুকে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এদেরকে হুঁশিয়ার করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, আল্লাহর নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হয় না, তিনি নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়কে ক্ষমা করেন না। এটাই হচ্ছে তার নিয়ম ও বিধান, এ নিয়মের কোনো হের-ফের হয় না। বলা হচ্ছে ঃ

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ج فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلاَّ نُفُوْرَا ن اسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ط وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلاَّ بِاَهْلِهٖ ط

"তারা জোর শপথ করে বলতো, তাদের কাছে কোনো সতর্ককারী আগমন করলে তারা অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎপথের অধিকতর অনুসারী হবে ; কিন্তু এদের নিকট যখন সতর্ককারী আসলো তখন তা কেবল এদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করলো।"–সূরা ফাতের ঃ ৪২-৪৩

তৎকালীন আরব দেশের বাসিন্দারা তাদের প্রতিবেশী ইহুদী জাতির স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে জানতো, এদের ইতিহাস সম্পর্কে জানতো। ওরাও নবী-রাসূলগণকে হত্যা করতো এবং সত্যের প্রতি অনীহা প্রকাশ করতো সে সম্পর্কে জানতো। সে কারণে তারা ইহুদী সম্প্রদায়কে এড়িয়ে চলতো এবং অত্যন্ত জোরালোভাবে কসম খেয়ে বলতো যে, তাদের নিকট কোনো সতর্ককারীর আগমন ঘটলে তারা অন্য যে কোনো জাতির তুলনায় অধিকতর সৎপথের অনুসারী হবে। অন্য যে কোনো জাতি বলতে তারা ইহুদী জাতিকে বুঝাতো। সুস্পষ্টভাবে তাদের নাম উচ্চারণ করার ইচ্ছা তাদের ছিল না বলেই এ ধরনের ইংগিতময় বর্ণনা ভংগির আশ্রয় নিতো।

www.amarboi.org

এই ছিল তৎকালীন আরব জাতির অবস্থা এবং এই ছিল তাদের অংগীকারের ধরণ। তারা এ অংগীকার এমনভাবে করতো যেন শ্রোতারা তাদের সাক্ষী হিসাবে থাকতে পারে এবং অন্ধকার যুগে তাদের ধর্মীয় চেতনা কেমন ছিল তা বুঝতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের ইচ্ছা পূরণ করে তাদের জন্য একজন সতর্ককারী প্রেরণ করলেন ঠিক তখনই তারা তাদের কৃত ওয়াদা থেকে পিছপা হয়ে পড়ে। সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ج فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ○

"এরা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলতো যে, এদের নিকট কোনো সতর্কবাণী আসলে এরা অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎপথের অধিকতর অনুসারী হবে ; কিন্তু এদের নিকট যখন সতর্ককারী আসলো তখন তা কেবল এদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করলো।"–সূরা ফাতের ঃ ৪২

এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য আচরণ। যারা এতো জোরালো কসম খেতে পারে, তাদের দ্বারা এ জাতীয় আচরণ কিভাবে প্রকাশ পায় সেটাই ভাববার বিষয়। শুধু তাই নয়, এরা উল্টো আরও বাহাদুরী কঠোর ভাষায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলছে ঃ

نِ اسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ط وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ط

"পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট-ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট-ষড়যন্ত্র তার উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে।"–সূরা ফাতের ঃ ৪৩

অর্থাৎ যারা ষড়যন্ত্র করে বেড়ায়, যারা কুচক্রের আশ্রয় নেয় তারা নিজেরাই সে জালে আটকা পড়ে। যদি তাই হয়, তাহলে তাদের ভাগ্যেও সে একই পরিণতি অপেক্ষা করছে যে পরিণতির শিকার হয়েছে তাদের পূর্ববর্তী আল্লাহদ্রোহী জাতিগুলো। এ খবর তো তাদের জানাই আছে। বিদ্রোহী জাতি-গুলোর জন্য এটাই হচ্ছে আল্লাহ পাকের চিরন্তন বিধান। এ বিধানের কোনো ব্যতিক্রম নেই। তাই বলা হয়েছে অতএব তুমি আল্লাহর বিধানে পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহর রীতি-নীতিতে কোনো রকম বিচ্যুতিও পাবে না।'–আয়াত ঃ ৪৩

মানুষের জীবনে যাকিছু ঘটছে এবং এ পৃথিবীর বুকে যা কিছু ঘটছে তা অনর্থক ঘটছে না, যেমন তেমন ভাবে ঘটছে না, বরং এর পেছনে অলঙ

www.amarboi.org

ঘনীয় ও অপরিবর্তনীয় এবং স্থিতিশীল একটি প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করে চলেছে। এ বাস্তব সত্যটি আল্লাহ পাক কুরআনের মাধ্যমে মানব জাতির সামনে তুলে ধরছেন এবং তাকে শিক্ষা দিচ্ছেন যাতে সে ঘটনা প্রবাহকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে এবং স্থান ও কালের সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে জীবন ও জগতের শাশ্বত নিয়ম-নীতি সম্পর্কে গাফেল না থাকে। সাথে সাথে আল্লাহ পাক জীবনের দায়-দায়িত্ব এবং জগতের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে মানবীয় দৃষ্টিভংগীকে উর্ধে তুলে ধরছেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, এ বিধান অপরিবর্তনীয়, এ নিয়ম-নীতি অলঙ্ঘনীয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাদের সামনে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ঘটনা তুলে ধরছেন। এরপর আর একটি শিক্ষণীয় বিষয়ের অবতারণা হচ্ছে, তাহলো এই ঃ

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না ? করলে দেখতে পেত তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে।"–সূরা ফাতের ঃ ৪৪

মানুষ যদি খোলা চোখ ও সচেতন মন নিয়ে পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়ায়, ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের অবস্থা লক্ষ করে এবং তাদের অতীত ও বর্তমানের প্রতি তুলনামূলক দৃষ্টি নিয়ে তাকায়, তাহলে তাদের মনে এর অবশ্যই একটা ছাপ পড়বে, শুভ চেতনার উদ্রেক হবে এবং আল্লাহর ভীতি জন্ম নেবে।

এ কারণেই পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে বিগত জাতিগুলোর পরিণতি প্রত্যক্ষ করতে এবং পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া জাতি ও গোষ্ঠীর ধ্বংসাবশেষগুলো দেখার কথা কুরআন পাকে বারবার বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের মন-মগজ থেকে গাফলতির পর্দা সরিয়ে দেয়া। কারণ, মানুষ এসব দেখে না, দেখলেও তা অনুভব করে না। আবার অনুভব করলেও তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে না। ফলে এ গাফলতির কারণেই সে আল্লাহর শাশ্বত ও চিরন্তন বিধানের কথা বেমালুম ভুলে যায় এবং ঘটনা প্রবাহের তাৎপর্য অনুধাবন করতে ও এগুলোকে শাশ্বত নিয়ম-নীতির সাথে সম্পৃক্ত করতে ব্যর্থ হয়। অথচ এটাই হচ্ছে অন্যতম মানবীয় বৈশিষ্ট্য যার ফলে চিন্তাশীল ও বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সাথে অন্যান্য জীব-জন্তুর পার্থক্য সূচিত হয়। পশুর জীবন হচ্ছে পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন, বন্ধনহীন ও লাগামহীন। অপরদিকে মানুষের গোটা জীবন এবং জাগতিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান হচ্ছে একটি অভিন্ন একক।

www.amarboi.org

অতীতের শক্তিধর ও ক্ষমতাধর জাতিগুলোর করুণ পরিণতির দিকে তাকিয়ে মানুষ যখন দেখতে পায় যে, তাদের এ বিশাল শক্তি ও ক্ষমতা তাদেরকে এ করুণ পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি তখন সে তার চেতনায় আল্লাহর মহাশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। সে তখন সুনিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, এই সেই মহাশক্তি যাঁর সামনে টিকে থাকার ক্ষমতা কারো নেই, যাঁকে জয় করার মতো শক্তিও কারো নেই। এ সেই শক্তি যা বিগত জাতিগুলোকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, কাজেই এ শক্তি বর্তমান যুগের জাতিগুলোকেও ধ্বংস করে দিতে পারে। সে কথারই প্রতিধ্বনি করে বলা হয়েছে,

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ط اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا○

"আকাশ ও পৃথিবীতে কোনো কিছুই আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে পারে না। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।"–সূরা ফাতের ঃ ৪৪

কোনো কিছুই আল্লাহকে অপারগ ও অক্ষম করতে পারে না। কারণ, তিনি একাধারে অসীম শক্তির অধিকারী এবং অপার জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই নেই এবং তাঁর ক্ষমতার বাইরেও কোনো কিছু নেই। তাঁর হাত থেকে ছুটে যাওয়ার ক্ষমতাও কারো নেই এবং তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকার ক্ষমতাও কারো নেই। নিসন্দেহে তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।

সূরার শেষ অংশে আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার পাশাপাশি তাঁর সহনশীলতা ও দয়া-মায়ার প্রসংগ উল্লেখ করা হয়েছে এবং জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ সহনশীলতা ও দয়া-মায়ার কারণে পরকালের সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ ও ন্যায় বিচার-আচারে কোনো প্রভাব পড়বে না। বলা হচ্ছে ঃ

وَلَوْيُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ج فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا○

"আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠে কোনো জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতপর তাদের নির্দিষ্টকাল এসে গেলে আল্লাহ তো আছেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।"–সূরা ফাতের ঃ ৪৫

www.amarboi.org

মানুষ আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করছে, পৃথিবীর বুকে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে, যুলুম-অত্যাচার করছে। এসব নিতান্তই গর্হিত ও ঘৃণ্য কার্যকলাপ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন যদি আল্লাহ পাক এসব গর্হিত ঘৃণ্য, জঘন্য ও গুরুতর অপরাধগুলোর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের বাসিন্দাদেরকে পাকড়াও করতেন তাহলে গোটা পৃথিবীটাই বসবাসের জন্য অযোগ্য হয়ে পড়তো, তা কেবল মানুষের জন্যই নয়, বরং অন্যান্য সকল প্রাণীর জন্যও।

আয়াতের এ বলিষ্ঠ বর্ণনার মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অপরাধগুলোর জঘন্যতা ও ঘৃণ্যতার ভাবটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং সাথে সাথে এর জীবন বিধ্বংসী প্রভাবের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। কারণ, সে সবের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে পাকড়াও করা হলে জীবনের কোনো অস্তিত্বই থাকতে পারে না এ পৃথিবীর বুকে। কিন্তু আল্লাহ পাক যেহেতু সহনশীল ও ক্ষমাশীল, তাই তিনি মানুষকে সুযোগ দেন। সে কথাই বলা হচ্ছে, 'কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পার্থিব জীবন পর্যন্ত এখানে থাকার সুযোগ দেন। গোষ্ঠীকে এ সুযোগ দেন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাদের উত্তরাধিকার হস্তান্তর করার সময় পর্যন্ত। আর জাতিকে এ সুযোগ দেন এ বিশ্বের নির্ধারিত আয়ু এবং মহাপ্রলয়ের আগমনের মুহূর্ত পর্যন্ত, এ সুযোগ তাদেরকে কেবল সংশোধনের আশায়ই দেয়া হয়। কিন্তু সেই চরম মুহূর্তটি যখন ঘনিয়ে আসবে তখন আর এক মুহূর্তের জন্যও সুযোগ দেয়া হবে না। এখন কাজের আর কোনো সুযোগ নেই। এখন আসবে হিসাব-নিকাশের পালা। আল্লাহ পাক এ হিসাব-নিকাশ নিতে গিয়ে কারো প্রতি বিন্দুমাত্রও অবিচার করবেন না। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ○

"তখন আল্লাহর সব বান্দা তাঁর দৃষ্টিতে থাকবে।"–সূরা ফাতের ঃ ৪৫

এই হচ্ছে আলোচ্য সূরার শেষ বক্তব্য। শুরু হয়েছিল আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তার প্রশংসার মধ্য দিয়ে, যিনি পাখা বিশিষ্ট ফেরেশতাদের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে তাঁর বাণী প্রেরণ করেন। সে বাণীতে জান্নাতের সুসংবাদ থাকে অথবা জাহান্নাম সম্পর্কে হুঁশিয়ারী।

সূরার মাঝের অংশে জগত সম্পর্কিত বর্ণনা ও দৃশ্যাবলী এসে গেছে। পরিশেষে জীবনের শেষ পরিণতি এবং মানুষের শেষ পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

www.amarboi.org

وَهُوَ الَّذِيْ اَحْيَاكُمْ ز ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ط اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ۝
لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى
رَبِّكَ ط اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ۝ وَاِنْ جٰدَلُوْنَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ۝ اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

"এবং তিনি তো তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, অতপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু ঘটাবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। মানুষতো অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ। আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি একটা পদ্ধতি যা ওরা অনুসরণ করে ; (পদ্ধতি অর্থাৎ আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি বা ইবাদাত)। সুতরাং ওরা যেন তোমার সাথে বিতর্ক না করে এ ব্যাপারে। তুমি ওদেরকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করো, তুমিতো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত। ওরা যদি তোমার সাথে বিতণ্ডা করে তবে বলো, তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবহিত। তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেসব বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করে দিবেন।"

–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৬৬-৬৯

জীবনের উৎপত্তিই হচ্ছে এক অলৌকিক ঘটনা। দিন ও রাতের প্রতিটি মুহূর্তে যেসব জীবনের উৎপত্তি ঘটছে তার প্রত্যেকটির মাধ্যমে সে অলৌকিক ঘটনার পুনরাবৃত্তিও ঘটছে। এর পিছনে যে নিগূঢ় রহস্য লুকায়িত আছে তা অনুধাবন করতে গিয়ে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি খেই হারিয়ে ফেলছে। কারণ এটা বিশাল বিষয়।

মৃত্যু হচ্ছে আর একটা রহস্য। এ রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে মানুষ অপারগ হয়ে পড়েছে। মৃত্যু ঘটে এক নিমিষে, আল্লাহর দেয়া বিধান মোতাবেক। জীবনের প্রকৃতি আর মৃত্যুর প্রকৃতির মাঝে যে ব্যবধান, তা শত যোজন। কাজেই এ রহস্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রেও অনেক প্রশস্ত ও দীর্ঘ।

মৃত্যুর পরের জীবন একটা অদৃশ্য ব্যাপার। কিন্তু সে জীবন যে অবধারিত ও নিশ্চিত তার প্রমাণ রয়েছে জীবনের উৎপত্তির ঘটনার মধ্যেই। কিন্তু মানুষ অকৃতজ্ঞ বলে এসব চিন্তা-ভাবনা না করে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে সত্যকে অস্বীকার করতে চায়। কিন্তু পারে না তবুও তাদের অহমিকা থেকে



www.amarboi.org

বিরত না হয়ে সমস্যার সৃষ্টি করে চলছে, কারণ তারা অকৃতজ্ঞ। সৃষ্টি ও জীবন মৃত্যুর মাঝে একটা যোগসূত্র আছে সে সত্যকে মানতে হবেই হবে।

তবে মহাজাগতিক ঘটনাবলীর অন্তরালে আল্লাহর কুদরতের প্রমাণাদি পেশ করার পর এখন সরাসরি রাসূল স.-কে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে তিনি যেন নিজের অর্থাৎ সত্যের পথকে অনুসরণ করে চলেন এবং মুশরিকদের দিকে না তাকান, ওদের তর্ক-বিতর্কের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেন। কারণ ওদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করে তর্ক-বিতর্ক করে ওদেরকে আল্লাহর মনোনীত পথে পরিচালিত করা সম্ভব নয়।

এটা বাস্তব সত্য যে, প্রত্যেক জাতির জীবন-যাপন, চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ, বোধ ও বিশ্বাস ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। কাজেই যে জাতি জীবন ও জগতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত সত্যের সন্ধানদাতা অগণিত প্রমাণাদি ও নিদর্শনাবলীর ডাকে সাড়া দিয়ে খোলামনে তা গ্রহণ করে নেয়, সে জাতিই আল্লাহর পথের সন্ধান পায়। অপরদিকে যে জাতি এসব প্রমাণাদি ও নিদর্শনাবলীর ডাকে সাড়া দেয় না, ভ্রূক্ষেপ করে না, সে জাতি পথভ্রষ্ট জাতি। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ ও আদর্শ সৃষ্টি করে রেখেছেন। তাই এসব নিয়ে মুশরিকদের সাথে তর্কে-বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই আল্লাহ নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করো। নিশ্চয় তুমি সরল পথে আছো।"

আর তারা যদি আপনার সাথে তর্ক-বিতর্কে আসতে চায় এবং অনাহেতু সময় ও শ্রমের অপচয় করে তবে আপনি তাদেরকে বলে দিন তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অধিক জ্ঞাত। তাই ঐ সকল জাতির ব্যাপারটা আল্লাহর হাতেই ছেড়ে দেয়া ভাল। তিনিই ওদের ফায়সালা করবেন। তাই বলা হচ্ছে ঃ

"তোমরা যে ব্যাপারে মতবিরোধ করছো সে ব্যাপারে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সিদ্ধান্ত দিবেন।"

এখানে দেখা যায়, যে জাতির স্বভাব, আচার-আচরণ সত্য ও ন্যায়ের পথে চালিত হয় না তারা কখনো ন্যায়নিষ্ঠ বা সত্যের প্রতীক হতে পারে না বরং অসত্য রূপেই পরিগণিত হয়। মানুষের আচার-ব্যবহার, আচরণ সবকিছুই গোত্র, সম্প্রদায়, জাতিগত বা বংশগত ধারায় চলে। এতে বুঝায় যে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ও স্বভাবজাতভাবে মানুষ সেই জাতির ভাল মন্দের ভাগীদার। যেমন শরীরের বর্ণ কালো, সাদা, লম্বা, খাটো ইত্যাদি বংশগত বা জাতিগত তেমনিও আচার-ব্যবহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও জেনিটিক গত ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসছে।

www.amarboi.org

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

"আল্লাহ আকাশজগত ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে (এ উদ্দেশ্যে) যাতে প্রত্যেক মানুষ তার কর্ম অনুযায়ী ফল পেতে পারে, তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।"–সূরা জাসিয়া ঃ ২২

অর্থাৎ আকাশজগত ও পৃথিবীতে স্রষ্টার সৃষ্টির নিয়মের প্রত্যেক মানুষ তার কর্মফল অনুসারে ফল ভোগ করবে ও তাতে কাউকে অণু পরিমাণও বেশী বা কম দেয়া হবে না। আল্লাহর বিচারে সকল যুগের সৎ ও অসৎ এবং ধার্মিক ও অধার্মিক প্রত্যেকে তার কর্মফল অনুসারে পুরস্কার ও শাস্তি পাবেন। মানুষের কাজকে তার কর্মফল দ্বারা বিচার বিবেচনা করা হয়, কারণ কর্মফলের পুরস্কার তাদের কাছেই ফিরে আসে। যেমন সালাত কায়েমকারী আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে আর যে আল্লাহদ্রোহী হয় সে জাহান্নাম ভোগ করে। এখানে এক চমৎকার সমীকরণ দেখা যায়।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

"মানুষের কৃতকর্মের জন্য সমুদ্র ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ওদেরকে ওদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান যাতে ওরা (পথে) ফিরে আসে।"–সূরা আর রূম ঃ ৪১

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

"যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশজগত ও পৃথিবীর সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করোনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে অগ্নি শাস্তি থেকে রক্ষা করো।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১

উপরোক্ত আয়াত দুটো থেকে দেখা যায় যে, মানুষের কর্মফলের জন্য পৃথিবীতে শান্তি হয় অথবা বিপর্যয় ঘটে। এটা ঠিক যে বর্তমান সময়ের মানুষের আচার-আচরণ যদি লক্ষ করা যায় যে, তারা বিজ্ঞানের অগ্রগতির

www.amarboi.org

সাফল্যে গদগদ হয়ে হাইড্রোজেন বোড, নাইট্রোজেন বোম, মিসাইল ইত্যাদি কতো না কিছু মানব বিধ্বংসী তথা একটা অঞ্চল ও সমাজ বিধ্বংসী মরণাস্ত্র তৈরিতে পাল্লা দিচ্ছে। আবার কেউ আকাশের সার্বভৌমত্ব লাভ করার জন্য রকেটের পর রকেট পাঠাচ্ছে কিন্তু কি ফল পাচ্ছে। তাই দেখা যায় মানুষের কর্মফলের জন্য জল, স্থল ও আকাশ আজ বিপন্ন। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বেড়ে চলছে কেবল তথাকথিত আবিষ্কারের নেশায়। আর যদি তারা কুরআনকে মেনে চলতো তাহলে এ পৃথিবী হতো একটা স্বর্গরাজ্য। এতে দেখা যায় যে, মানুষই মানব সভ্যতার ও মানব জাতির ধ্বংসের জন্য দায়ী। হয়তো বিবর্তনের মাধ্যমে আজকের পৃথিবী এমন এক গোত্র বা জাতির হাতে পড়েছে যার জন্য আজ পৃথিবীটা ধ্বংসন্মুখ। আমরা যদি ইহুদী খৃস্টান ও পৌত্তলিকদের কথা ও কাজ বিশ্লেষণ করি তবে দেখতে পাব যে, ঐ মুশরিক ও মুনাফিক জাতিগুলো পূর্ববর্তী বংশধরদের খারাপ অভ্যাস গ্রহণ করে আজ পৃথিবীকে নাড়া দিয়েছে। ভাল থেকে মন্দের দিকে নিচ্ছে। তাই ভাল মন্দের কর্মফলের উপরই সকলের বিচার হবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاۤءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

"যদি সত্য কামনা ও বাসনার অনুগামী হতো, তবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তো আকাশজগত ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই। পক্ষান্তরে আমি ওদেরকে দিয়েছি উপদেশ কিন্তু ওরা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।"–সূরা মুমিনূন ঃ ৭১

কারণ স্বরূপ বলা যায়, মানুষের বিশৃঙ্খল জীবনধারা ও অভিপ্রায় এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ কোনো সুষম ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ তাদের উপর গোত্রীয় ও জাতীয় কুচক্রী প্রভাব খুব বেশী কাজ করছে। তাই শয়তানী কুপ্রভাবে পৃথিবী ও সমাজ একটা বিপাকের মধ্য দিয়ে চলছে যা কোনো ক্রমে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শয়তানী কুপ্রভাবকে প্রতিহত করা বাঞ্ছনীয় নতুবা পৃথিবীটা কেবল মানুষের কর্মকাণ্ডের জন্য ধ্বংসে পরিণত হয়ে যেতে পারে। বিবর্তনমুখ মানব সমাজ কেবল বিবর্তনের ধারায় শয়তানী কুপ্রভাবের কারণে আরোও বিশৃঙ্খলতার সর্বগ্রাসী রাহুগ্রস্থ হতে বাধ্য।

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا

www.amarboi.org

"যিনি (তিনি) আকাশজগত ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, তার সার্বভৌমত্বের কোনো শরীক নেই। তিনিই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত প্রকৃতি বা পরিমাপ দান করেছেন।"–সূরা ফুরকান ঃ ২

এখানে দেখা যায়, আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্বে কারো অংশীদারিত্ব নেই, তিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা এবং প্রত্যেককে যথাযথ প্রকৃতি ও পরিমাপ দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। যেমন মানুষকে মানুষের প্রকৃতি, আচার-আচরণ, জীবজন্তুকে জীবজন্তুর আচার-আচরণ প্রভৃতি দ্বারা সৃষ্টিকে পরিমাপ মত সৃষ্টি করেছেন। তবে যেহেতু মানবকে সকল বস্তুর জ্ঞান দান করা হয়েছে সেহেতু তার প্রভাব সকল সৃষ্টির উপরে। তবে বাস্তবতায় প্রত্যেক বস্তু যাতে প্রত্যেকের প্রকৃতিতে অটল থাকতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রেখে আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুকে যথোচিত প্রভৃতি ও পরিমাপ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ফলে বিবর্তনের একেক ধাপের জন্য সার্বিক ভারসাম্য ভিন্ন ভিন্ন হয়, যেহেতু দীর্ঘ মেয়াদে বস্তুর প্রকৃতি কিছুটা পরিবর্তন হয়ে থাকে, যা প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটাবার জন্য পূর্বপরিকল্পিত। আল্লাহ আবার বলেন ঃ

وَلَوْيُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ

"আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠে কোনো জীবজন্তুকেই রেহাই দিতেন না।"–সূরা ফাতের ঃ ৪৫

এখানেও দেখা যায় যে, মানুষের সৃষ্টির সূত্র বা ধারার সাথে তথা অস্তিত্বের সাথে সকল জীবজন্তুর সৃষ্টির প্রক্রিয়া ও ধারা একই সূত্র মতো প্রক্রিয়ায় জড়িত। তবে মানুষ হলো সকল সৃষ্টি জীবের মধ্যে জ্ঞানী তাই তাদেরকে করা হয়েছে সমন্বয়কারী।

কিন্তু খবরদারী যখন তাদের নিকট এসে গেল তখন তাদের আগমনই তাদের মধ্যে সত্য দীন থেকে পলায়ন ছাড়া আর কোনো জিনিস বৃদ্ধি করে দেয়নি। ওরা পৃথিবীতে আরও বেশী অহংকার করতে লাগলো আর নিকৃষ্টতম চাল চালতে শুরু করলো। অথচ খারাপ চাল যারা চালে তা তাদেরকেই ধ্বংস করে। এখন কি তারা এর অপেক্ষা করছে যে অতীত জাতিগুলোর প্রতি আল্লাহর রীতি ছিল তাদের সাথেও তাই প্রয়োগ করা হবে এটাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা আল্লাহর নিয়ম-নীতিতে কস্মিনকালেও পরিবর্তন পাবে না। আর আল্লাহর নিয়মে এর জন্য নির্দিষ্ট পথ থেকে কোনো শক্তিই ফিরাতে পারে তাও তোমরা দেখবে না। ওরা যমীনে কখনোও চলাফেরা করে দেখেনি কি ? তাহলে এদের পূর্বে যেসব লোক চলে গেছে এবং যারা এদের চেয়ে

www.amarboi.org

অধিক শক্তিশালী ছিল তাদের যে পরিণতি হয়েছে তা তারা দেখতে পেত। কোনো বস্তুই আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে পারেনা—না আসমানে না যমীনে। তিনি (আল্লাহ্) সবকিছু জানেন ও সব জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন। তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য যদি তাদেরকে পাকড়াও করতেন, তাহলে তিনি যমীনে কোনো প্রাণীকেই বেঁচে থাকতে দিতেন না। কিন্তু তিনি তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। যখন তাদের সময় পূর্ণ হবে তখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে দেখে নিবেন।"

এখানে দেখা যায় সমস্ত ক্ষমতার উৎস আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহর শক্তির উপর কোনো শক্তি নেই। একমাত্র তাঁরই ক্ষমতা অপার। ফেরেশতাগণ আকাশকে স্থির রাখার জন্য সর্বদা আল্লাহর হুকুম পালন করে চলছে, যে জন্য আকাশ কখনো ভেঙ্গে পড়ছে না।

এখানে আল্লাহ তা'আলার অপার ক্ষমতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাই কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ ভাবা কি বাঞ্ছনীয় ? মূর্খ মানুষ তবুও তাদের শক্তি জাহির করতে চায়। তারা জানে না যে সকল ক্ষমতার অধিশ্বর একমাত্র আল্লাহ।

এখানে আরও দেখা যায়, মানুষের কৃতকর্মের ফলে আসমান ও যমীনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ও দিচ্ছে। তা আবার তাদেরই ভালকর্মের ফলে দূরীভূত হয়ে ভারসাম্য স্থিত হয়। মূলত গোটা সৃষ্টিজগতের পরিচালনার শক্তির উৎস আল্লাহ, আল্লাহর নামসমূহ। এজন্য আল্লাহ অধিক হারে তাঁকে স্মরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ আল্লাহই হলো মানবের বা সৃষ্টিকূলের সাহায্যকারী। আল্লাহ বলেন ঃ

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ○

"আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৪৭

বিশ্বজগত সর্বদা সম্প্রসারণ হচ্ছে। নতুন নতুন তারকাপুঞ্জ দেখা যাচ্ছে। গ্রহের সৃষ্টি হচ্ছে। আকাশজগতে কোথাও আরও চন্দ্র সূর্য পরিদৃষ্ট হচ্ছে। একি কোনো তথাকথিত বৈজ্ঞানিক বা মানববাদীদের দ্বারা সম্ভব, যদি তাই হতো তবে আর একটা চন্দ্র সূর্য অথবা পৃথিবী সৃষ্টি করে দেখাক না কেন ? কিন্তু তা সম্ভব নয়। মানুষের সাধ্যাতীত।

আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবনোপকরণের (রিযিক) উৎস ও প্রতিশ্রুতি সমস্ত কিছু। আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই এ তোমাদের বাকস্ফূর্তির মতোই, এ সকল সত্য।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ২২-২৩

www.amarboi.org

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا ط ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ط سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ○ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْكَرْهًا ط قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ○ فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ط وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ق وَحِفْظًا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

"বল তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই—যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুদিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও ? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক। তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং পৃথিবীতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য। অতপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধুম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি আকাশকে এবং পৃথিবীকে বললেন–তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় (আমার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হও ওরা বললো, আমরা আসলাম অনুগত হয়ে। অতপর তিনি আকাশজগতকে দুদিনে সপ্ত আকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তার বিধান (কর্তব্য) ব্যক্ত করলেন এবং আমি (আল্লাহ) নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত এবং সুরক্ষিত করলাম। এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।"

–সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ ৯-১২

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ ط اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

"আকাশজগত উর্ধদেশ থেকে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় এবং ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাপূর্ণ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্তবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রেখ আল্লাহ তিনি তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"–সূরা আশ শুরা ঃ ৫

www.amarboi.org

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে,

১. আল্লাহ সকল সৃষ্টির স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা।

২. দুদিনে তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

৩. পৃথিবীকে স্থির রাখার জন্য ভারসাম্য স্বরূপ পৃথিবী পৃষ্ঠে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন।

৪. চার দিনের মধ্যে সকল জীবের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন।

৫. দুদিনে আকাশজগতকে সপ্ত আকাশে বিন্যস্ত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশের জন্য তার বিধান স্থির করে দিলেন।

৬. নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সুরক্ষিত করে দিলেন।

৭. যেখানে আকাশজগতকে শূন্যে ধরে রাখার জন্য কোনো স্তম্ভ নেই তাই তার ভার কোনো ফেরেশতাদের উপর দিলেন। তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড (পরিমাপের জন্য ভারসাম্য স্থাপন করেছেন)। যেন ওজনে ন্যায্য মাপ প্রতিষ্ঠিত করো এবং ওজনে কম দিয়ো না।"–সূরা আর রহমান ঃ ৭-৯

পরিপূণ্য ভারসাম্যই আকাশের বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য। মানুষ খারাপ কাজ করলে এর ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় এবং সেই বিশৃঙ্খলা মানুষের ভোগান্তিরই কারণ হয়। যেমন বিজ্ঞানের বদৌলতে মানুষ আজ পৃথিবীতে বিভিন্ন রকম মরণাস্ত্র তৈরি করছে এবং আসমান ও যমীনে এর পরীক্ষা চালাচ্ছে। যার দরুন পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। মানুষ আজ বিকলাঙ্গ হচ্ছে, বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসব করছে এবং বিবর্তনের ধারাবাহিকতার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ط

"তিনি জানেন যাকিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যাকিছু ভূমি থেকে নির্গত হয়, এবং আকাশ থেকে যা বর্ষিত হয় এবং আকাশে যাকিছু উত্থিত হয়।"–সূরা আল হাদীদ ঃ ৪

এখানে আল্লাহ আকাশজগত এবং পৃথিবীর মধ্যে যত কর্মফল, শক্তি, বস্তু ইত্যাদির আদান প্রদান হয় অর্থাৎ শক্তি শৃঙ্খল, খাদ্য শৃঙ্খল, কার্বন শৃঙ্খল ইত্যাদির বৃত্তীয় গতিবিধি যা সংঘটিত হয়, তার প্রতি ইংগিত করেছেন। পারমানবিক পদার্থ বিদ্যার যে সকল মহাজাগতিক রশ্মি এবং

www.amarboi.org

শক্তিকণার কথা বলা হয়ে থাকে, যা দূর মহাবিশ্ব থেকে পৃথিবীতে আপতিত হয় তার সবকিছুর প্রতিই এখানে ইংগিত করা হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে সৃষ্টি রহস্যের এমন কিছু তথ্য উপস্থিত হয়েছে, বিজ্ঞান তার সামান্য কণা জানতে পারছে মাত্র। কেবলমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিগণই তা উপলব্ধি করতে পারেন। এ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থাকায় তাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কারণে আকাশজগত ও পৃথিবীর ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ফলে তার প্রতিক্রিয়া মানুষের উপরই প্রতিফলিত হচ্ছে। তাই আজ গোটা বিশ্ব তথা মানব সমাজ হুমকির সম্মুখীন। কারণ মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং ধ্বংসিক ক্রিয়াকলাপের সাথে মানবের কর্মকাণ্ড ও আচরণ অন্তর্ভুক্ত এবং সে কারণে তাদের কর্মের ফল পেয়ে থাকে। ভাল কাজের জন্য ভাল ফল যেমন প্রয়োজনে বৃষ্টি ও খরা, ঋতু পরিবর্তন, মৌসুমী আচরণ ইত্যাদি। আবার খারাপ কর্মকাণ্ডের জন্য জল ও স্থলে বিপদ ছড়িয়ে পড়ে, যেমন অতিবৃষ্টি, প্রচণ্ড খরা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ইত্যাদি। বিভিন্ন কারণে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেই এসব ঘটে থাকে, তবে একে প্রতিহত করার মত ক্ষমতা মানুষের নেই। তবে ভারসাম্য রক্ষা হয় কেবল আল্লাহর বিধান মেনে চললে। আর বিপরীতধর্মী হলে সবই নষ্ট এবং ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়, খামখেয়ালীর তাড়নায় প্রভাবিত হলে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। গোটা সৃষ্টিতে যেমন আল্লাহর কৌশল জড়িত তেমনি মানব সমন্বয় জ ড়িত। তাই সৃষ্টির মধ্যেই আল্লাহর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

সৃষ্টির সাথে সামগ্রিক ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে মানুষকে যেভাবে জীবন যাপন করা উচিত, সেভাবে জীবন যাপন করতে পারলেই মানব তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম। কিন্তু ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে মানুষকে তার মন ও মেধাশক্তিকে সঠিকভাবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের মধ্য দিয়ে চালাতে হবে এবং সঠিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে নতুবা ধ্বংস অনিবার্য।

. সৃষ্টি রহস্যের ব্যাপারে মানব মনে যে চিন্তাশক্তি ও ধারণা প্রোথিত করে দেয়া হয়েছে মানুষ যদি তা সঠিক পথে চালায় তবে পৃথিবীতে কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে না। সঠিক প্রজ্ঞা ও আচরণ দ্বারা মানুষ তার সঠিক শান্তি ও সফলতার পথ পেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا م اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ○ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ط رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ○ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ

www.amarboi.org

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ۝ يَّغْشَى النَّاسَ ط هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

"যিনি (তিনি আল্লাহ) আকাশজগত পৃথিবী ও এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। তিনি (আল্লাহ) ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান ; তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক। বস্তুত এরা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে। অতএব তুমি অপেক্ষা করো সেই দিনের যেদিন স্পষ্ট ধুম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ। এবং তা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে এটা হবে মর্মান্তুদ শাস্তি।"

–সূরা আদ দুখান ঃ ৭-১১

كَذٰلِكَ ق وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝

"এরূপই ঘটেছিল এবং আমি এ সমুদয়ের (অর্থাৎ ঘরবাড়ী শস্য ক্ষেত্র, বিলাস উপকরণ ইত্যাদি) উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে।"–সূরা আদ দুখান ঃ ২৮

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতসমূহে বর্ণনা করেছেন যে, বস্তুত যে রাতে মানবজাতির উপর এ বিজয়াভিযানের শুরু হয়েছে, যে রাতে মানব জাতির জীবনে এ ঐশী বিধানের বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছে, যে রাতে কুরআনের মাধ্যমে মহাজাগতিক বিধানের সাথে মানুষের সংযোগ শুরু হয়েছে অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায়, যে রাতে মানুষের সহজাত বিবেক একে অত্যন্ত বিনম্রভাবে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এর ভিত্তিতে একটা স্বভাবসিদ্ধ স্থিতিশীল সৃষ্টি জগতে সে বাস করে। তার সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে মানব সমাজের প্রতি শুরু হয়েছে ; পবিত্র ও পরিচ্ছন্নভাবে ঐশী জগতের সাথে পূর্ণ সংযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জীবন যাপনের প্রক্রিয়া সে অতি যথার্থই কল্যাণময়। যাদের কাছে এ বিজ্ঞানময় কুরআন এসেছিল তারা আজ নেই কিন্তু বংশ পরম্পরায় রয়েছে এ শাশ্বত কুরআন। সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আল্লাহর বিধান অনুসারে উৎকৃষ্টতম জীবন যাপন করবে এবং কখনো কোনো বিকৃতি ও বিভ্রান্তির শিকার হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা আকাশজ গত ও পৃথিবীর মালিক এবং উভয়ের মাঝে যাকিছু বিদ্যমান আছে তারও মালিক যদি তোমরা বিশ্বাস করো। সেই (আল্লাহ) একক সত্ত্বা, একক মাবুদ, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর স্রষ্টা। মৃত্যু ঘটানো এবং জীবন দান এ দুটো বাস্তব ঘটনা এটাকে অস্বীকার করার কোনো

www.amarboi.org

জো নেই। কারণ আদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত এ নিয়ম চলতে থাকবে, এর উপর কারো হাত নেই। তাই মানব জাতিকে আল্লাহ হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমার কুরআন ও রাসূলকে অমান্য করো না। যদি ব্যতিক্রম করো তবে তোমাদের উপর আযাব আসবে হয়তো তা সহ্য করার শক্তি তোমরা হারিয়ে ফেলবে। তোমাদের পূর্বপুরুষ যারা আমার কিতাবকে অস্বীকার করে আমার শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে অংশীদারিত্ব স্থির করেছে তখনই তারা গাফেল হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। এবং তার স্থলে সৃষ্টি করেছি আর এক জাতি। এভাবে বিধান প্রক্রিয়ায় একজাতির পর আরেক জাতি প্রতিষ্ঠিত করেছি। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۚ وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ۝

"এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না এবং ভয় করো তাকে যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়ে গেছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।"–সূরা শুআরা ঃ ১৮৩-১৮৪

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

"হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ করো যা দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগ্রহীত করেছিলাম ও সারা বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৪৭

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝ ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۚ ۝

"নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ ও ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। ওরা একে উপরের বংশধর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৩-৩৪

আদম সৃষ্টির লগ্ন থেকে আদম অর্থাৎ মানব জাতিকে তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কার্যাদী সম্পন্ন করার জন্য পৃথিবীকে গড়ে তুলছেন এক ক্ষণস্থায়ী আবাস এবং এ আবাস ভূমিকে পরিচালনার জন্য মানব বংশ পরম্পরায় পাঠিয়েছেন তাঁরই দক্ষ প্রতিনিধি। তাই এ আয়াতে উল্লেখ আছে

www.amarboi.org

আদম, নূহ ও ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। ওরা একে উপরের বংশধর। তাই পর্যায়ক্রমিকভাবে একের স্থলাভিসিক্ত হয়েছে অন্য বংশধর দ্বারা। যা আজও বিদ্যমান।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ق وَّاٰتٰكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

"স্মরণ করো, মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদের মধ্য থেকে নবী করেছিলেন ও তোমাদের রাজ্যাধিপতি করেছিলেন এবং বিশ্বজগতে কাউকেও যা দেননি তা তোমাদের দিয়েছেন।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ২০

এ বাক্যাংশে লোকেরা বনী ইসরাঈলদের অভ্যুত্থানের ইতিহাস সাধারণত মূসা আ.-এর সময়কাল থেকে ধরে থাকে কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের প্রকৃত উন্নতির স্বর্ণযুগ হযরত মূসা আ.-এর পূর্বে গত হয়ে গেছে। হযরত মূসা আ সেটাকেই তার জাতির কাছে এক অতীত স্বর্ণযুগ বলে পেশ করেছেন। কারণ সেই যুগে তাদের বংশের লোকদের মত অন্য কোনো দল বা গোত্র তাদের মত উন্নতি লাভ করতে পারেনি এবং তাদের যা দেয়া হয়েছে অন্য কাউকে তা দান করেননি।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ط اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○ۙ

"ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদের এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। অতএব সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা করো। আল্লাহর দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তন। অতপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৮

আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে এক জাতি হিসেবে রাখতে পারতেন কিন্তু তা করেননি। কারণ প্রত্যেকটা মানুষের সহজাত স্বভাব ভিন্ন প্রকৃতির জ্ঞান বুদ্ধির ও পার্থক্য বিদ্যমান। কেউ বেশী বুঝে কেউ কম বুঝে তাই কারো দোষ অর্থাৎ একজনের দোষ আর একজনের উপর চাপাতে চাননি। প্রত্যেককে প্রত্যেকের কর্মফল দ্বারা পরীক্ষা করতে চেয়েছেন মাত্র। দেখতে চেয়েছেন

www.amarboi.org

কোনো জাতি শয়তানের ফেরেববাজী থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর কাজে নিজকে সোপর্দ করে। সৎকর্মের ফল ভাল এবং মন্দ কাজের ফল মন্দ। তাই প্রতিযোগীতা করুক যে, কে কতটা আল্লাহনুরাগী হয় এবং আল্লাহর পথে থাকে।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط كُلًّا هَدَيْنَا ج وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

"এবং তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং এদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ; পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তার বংশধর দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুণকেও, আর এভাবেই সৎকর্ম পরায়ণদের পুরস্কৃত করি।"

–সূরা আল আনআম ঃ ৮৪

আল্লাহ সৎকর্ম পরায়ণের সাথে আছেন এবং থাকেন ও থাকবেন যেমন ছিলেন নূহ, দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনের সাথে। যালেমদের বিরুদ্ধে তাদের টিকে থাকতে সবরকম সাহায্য করেছিলেন যার প্রমাণ কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে। কুরআন পড়লেই সকল কিছু জানতে পারা যাবে।

وَرَبُّكَ الْغَنِىُّ ذُو الرَّحْمَةِ ط اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ○

"তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অপসারিত করতে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমন তোমাদের তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৩৩

আল্লাহ ইচ্ছা করলে এক দল বা গোত্রকে সরিয়ে দিয়ে অন্য দলকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন। যার বহু প্রমাণ কুরআনে ব্যাখ্যায়িত আছে। লূত, সামুদ এর সময় তাদের জাতিকে ধ্বংস করে অনুরূপ জাতি সৃষ্টি করেছেন। আবার তারাও মন্দকাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে তাদেরকে ধ্বংস করে আবার অন্য জাতি সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ একের স্থলে অন্যে স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

www.amarboi.org

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ط مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ○

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নেই অথবা ডানার সাহায্যে এমন কোনো পাখি ওড়ে না যা তোমাদের মত এমন একটা দল (উম্মত) নয়। কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেয়া হয়নি, লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি, অতপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাদের সকলকেই একত্র করা হবে।"
–সূরা আল আনআম ঃ ৩৮

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ط وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ج فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ط قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ط وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ط كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ط وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

"তাদের আমি দ্বাদশ গোত্রে বা দলে বিভক্ত করেছি। মূসার সম্প্রদায় যখন তার নিকট পানি প্রার্থনা করলো তখন তার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো, ফলে তা থেকে দ্বাদশ প্রস্রবণ উৎসারিত হলো, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনে নিল এবং মেঘ দ্বারা তাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছিলাম, তাদের নিকট মান্না সালওয়া পাঠিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম তোমাদের যা ভাল জিনিস দিয়েছি তা আহার করো। তারা আমার প্রতি কোনো যুলুম করেনি কিন্তু তারা নিজেদের প্রতিই অনাচার করেছিল।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৬০

হযরত মূসা আ. আল্লাহর নির্দেশক্রমে সীন প্রান্তরে অবস্থানরত বনী ইসরাঈলদের আদম শুমারী করিয়েছিলেন। পরে হযরত ইয়াকুবের দশ পুত্র ও হযরত ইউসুফের দু পুত্রের বারটি বংশের লোকদেরকে স্বতন্ত্র ও আলাদা আলাদা গোষ্ঠী হিসাবে গড়ে তোলা হয়। হযরত ইয়াকুবের দ্বাদশ পুত্র লাভী বংশধরদেরকে হযরত মূসা ও হারুন এ বংশের লোক ছিলেন—এক স্বতন্ত্র দল হিসাবে সংগঠিত করা হয়। কেননা এ সকল গোত্রের মধ্যে সত্যের মশাল প্রজ্জ্বলিত করে দেয়া ও রাখাই হয়েছিল তার কর্তব্য। এছাড়া এখানে তিনটি অতিরিক্ত অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১. সীন

www.amarboi.org

উপদ্বীপের মরুপ্রান্তরে তাদের এ দ্বাদশ গোত্রের জন্য স্বাভাবিকভাবে পানির ব্যবস্থা করা, ২. প্রখর রৌদ্র তাপ থেকে বাঁচার জন্য মেঘ দ্বারা ছায়া দান করা। ৩. আহার্যাদীর জন্য স্বাভাবিক উপায়ে মান্না ও সালওয়া নাযিল করে ক্ষুধার্ত মানুষদেরকে খাদ্যের ব্যবস্থা করা। হয়তো এ তিনটি অপরিহার্য জিনিসের ব্যবস্থা না করা হলে সেই সীনাই মরুভূমিতে সকলকে মৃত্যুবরণ করতে হতো। মূসা নবীর জন্য আল্লাহ তাদের সব বন্দোবস্ত করে দেন এবং জাতিগুলোকে টিকিয়ে রাখেন। কারণ তিনিই তার সৃষ্টিকে একভাবে না একভাবে স্থায়িত্ব দান করবেনই।

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ط لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ط اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

"বল আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাছাড়া আমার নিজের ভালোমন্দের উপর আমার কোনো অধিকার নেই। প্রত্যেক জাতির একটা নির্দিষ্ট সময় (কাল) আছে, যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না।"–সূরা ইউনুস ঃ ৪৯

আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তার বান্দার কোনো ইচ্ছাই প্রতিফলন হয় না। প্রত্যেকের কর্মফল তার কর্ম দ্বারাই স্থিরকৃত হয়ে থাকে। ভাল করলে ভাল আর মন্দ করলে মন্দ। তাই বলা যায় ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে। কখন কোন্ মানুষ পৃথিবীতে আসবে এবং কে চলে যাবে অর্থাৎ আল্লাহতে প্রত্যাবর্তন করবে তারও নির্দিষ্ট করা আছে। কেউ ইচ্ছা করলে সে সময়ের কোনো পরিবর্তন করতে পারে না। জীবন মৃত্যু আল্লাহর হাতে।

يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ج اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ق فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ط اِنِّيْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

"তিনি বললেন, হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে অসৎ-কর্মপরায়ন। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয় আমাকে অনুরোধ করো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি—তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও।"–সূরা হূদ ঃ ৪৬

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ○

"অতপর তাদের পর এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম (তাদের স্থলাভিসিক্ত করেছিলাম)।"–সূরা মুমিনূন ঃ ৩১

www.amarboi.org

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ۝

"অতপর তাদের পর আমি বহুজাতি সৃষ্টি করেছি। কোনো জাতিই তাদের নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না, বিলম্বিত করতে পারে না।"–সূরা মুমিনূন ঃ ৪২

আল্লাহ এক বংশের পর আর এক বংশ বা গোত্র সৃষ্টি করেছেন এবং এক গোত্রের উপর আর এক গোত্রকে স্থলাভিসিক্ত করেছেন, এটা তাঁরই কুদরত। কোন জাতি বা গোত্র কখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তা কেবল আল্লাহই জানেন। যা যার ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কেউই তার পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

"আমি ইবরাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নবুওয়াত ও কিতাব এবং আমি তাকে পৃথিবীতে পুরস্কৃত করেছিলাম ; আখেরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্ম পরায়ণদের অন্যতম হবে।"–সূরা আনকাবূত ঃ ২৭

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ

"আমি কোনো জনপদকে তার নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হলে ধ্বংস করি না।"–সূরা হিজর ঃ ৪

اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝

"যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত আছে যে, আল্লাহ ওদেরকে ভূতলে বিলীন করবেন না ? অথবা এমন দিক থেকে শাস্তি আসবে না যা ওদের ধারণাতীত ? অথচ চলাফেরা অবস্থায় তিনি ওদেরকে ধৃত করবেন না ? ওরা তো এটা ব্যর্থ করতে পারবে না।"–সূরা আন নাহল ঃ ৪৫-৪৬

اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ

www.amarboi.org

لَاتَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلاً ۝ اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَاتَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ۝ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً ۝

"তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন না অথবা তোমাদের উপর শিলাবর্ষণ করবেন না ? তখন তোমরা তোমাদের কোনো অভিভাবক পাবে না। অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, তিনি তোমাদের আর একবার সমুদ্রে নিমজ্জিত করবেন না, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু পাঠাবেন না, এবং তোমাদের অবিশ্বাসের জন্য তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না ? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী পাবে না। আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি স্থলে ও সমুদ্রে, ওদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, ওদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি, এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৬৮-৭০

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝

"আমি কতো জনপদ ধ্বংস করেছি। যার অধিবাসী ছিল সীমালংঘনকারী। এবং তাদের পরে অপর জাতি সৃষ্টি করেছি।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১১

আদিকাল থেকে গোত্রানুসারে জনপদ গড়ে উঠতো। মানুষ এমনিভাবে সামাজিক রীতিনীতি আচার-ব্যবহার, একে অন্যের থেকে শিক্ষালাভ করতো এবং সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে বসবাস করতে শিখতো যা আজও প্রচলিত আছে। কোনো কোনো সময় আল্লাহদ্রোহী কার্যকলাপের জন্য আল্লাহ কোনো কোনো জনপদকে ধ্বংস করে আবার অন্য জাতি বা গোত্র প্রতিষ্ঠিত করেছে।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ۝

"তারই বংশধরদের আমি রক্ষা করেছি বংশ পরম্পরায়।"

–সূরা আস সাফফাত ঃ ৭৭

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ



www.amarboi.org

قَبْلِهِمْ ط كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ط وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ○

"ওরা কি পৃথিবী ভ্রমণ করে না ? করলে দেখতো ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল। পৃথিবীতে তারা ওদের শক্তি ও কীর্তিতে প্রবলতর ছিল। অতপর আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন তাদের অপরাধের জন্য। আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ ছিল না।"

–সূরা মুমিন ঃ ২১

وَاَنَّهٗٓ اَهْلَكَ عَادَنِ الْاُوْلٰى ○ وَثَمُوْدَا فَمَآ اَبْقٰى ○ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى ○ وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى ○ فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰى فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ○ هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى ○ اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ○ اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ○

"আর এই যে তিনিই আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন এবং সামুদ সম্প্রদায়কেও কাউকেই তিনি বাকী রাখেননি (অব্যাহতি দেননি)। আর তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও (ধ্বংস করেছিলেন)। ওরা ছিল অতিশয় যালেম, অবাধ্য। তিনি লূত সম্প্রদায়ের আবাস ভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। ওদেরকে আচ্ছন্ন করলো কী সর্বগ্রাসী শাস্তি। তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে ? অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এ নবীও এক সতর্ককারী। কেয়ামত আসন্ন। আল্লাহ ছাড়া কেউই তা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়। তবে কি তোমরা এ কথায় বিস্ময়বোধ করছো ? এবং হাসি-ঠাট্টা করছো ! ক্রোন্দন করছো না আর তোমরা তো উদাসীন। অতএব আল্লাহকে সিজদা করো এবং ইবাদাত করো।"–সূরা আন নাজম ঃ ৫০-৫৯

وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ط كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ○

"কিন্তু মানুষ নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা (মতাদর্শ হেতু) পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। কিন্তু প্রত্যেককেই প্রত্যাণীত হতে হবে আমার নিকট।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৯৩

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ○

www.amarboi.org

"এবং তার নির্দেশাবলীর মধ্যে একটা নিদর্শন আকাশজগত ও পৃথিবী সৃষ্টি তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। এতে অবশ্যই জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"–সূরা আর রূম ঃ ২২

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ج وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

"আমি নূহ এবং ইবরাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি তাদের বংশধরগণের জন্য স্থির করেছিলাম নবুওয়াত ও কিতাব।"
–সূরা আল হাদীদ ঃ ২৬

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ج وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلاً ○

"আমি ওদের সৃষ্টি করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করবো ওদের পরিবর্তে ওদের অনুরূপ অন্য জাতি প্রতিষ্ঠিত করবো।"–সূরা আদ দাহর ঃ ২৮

اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○ وَفِىْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

"আকাশজগত ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের জন্য। তোমাদের সৃজনে এবং জীবজন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ হতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে ও বায়ুর পরিবর্তনে।"–সূরা জাসিয়া ঃ৩-৫

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

"আমি তো বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করেছিলাম এবং ওদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম এবং দিয়েছি শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বজগতের উপর।"–সূরা আস জাসিয়া ঃ ১৬

www.amarboi.org

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

"হে মানুষ আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক সাবধানী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"–সূরা হুজুরাত ঃ ১৩

এখানে দেখা যায় যে, সমস্ত মানুষের মূল ও উৎস এক ও অভিন্ন। একজন পুরুষ ও একজন মহিলা থেকেই গোটা মানব প্রজাতির অস্তিত্ব লাভ করেছে। বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের যত বংশ বা গোত্র রয়েছে তা সবই মূলত একটা প্রাথমিক বংশেরই শাখা-প্রশাখা মাত্র। আর তার সূচনা হয়েছিল এক পিতা ও মাতা থেকে। তোমরা এ পর্যায়ে যে ধারণা পোষণ করছো তা সম্পূর্ণ বাতিল ও ভিত্তিহীন। মানব সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় কোথাও কোনো পার্থক্য বা উচু নীচুর তারতম্য নেই। তা করারও কোনো ভিত্তি নেই। এক ও অভিন্ন আল্লাহ তা'আলাই হলো সকলের সৃষ্টিকর্তা। ভিন্ন মানুষ বা মানব বংশকে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন একথা সর্বাবস্থায় মিথ্যা। একই প্রাণ জীবাণু থেকে তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক মানুষ বা মানব বংশকে কোনো পবিত্র বা উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন মানের জীবাণু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং অন্যান্য কিছু লোক বা বংশকে অপবিত্র বা নিম্নমানের সৃষ্টি বীজ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা সঠিক নয় বরং ভিত্তিহীন। মানব সৃষ্টির নিয়ম পদ্ধতিও অভিন্ন। সেই অভিন্ন ও একই নিয়মে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর সকল মানুষ। মানব সৃষ্টির নিয়ম ও পদ্ধতিতেও একবিন্দু পার্থক্য নেই। সেজন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম বা পদ্ধতি অবলম্বিত হয় না। পৃথিবীর মানুষ সকলেই এক পিতা মাতার সন্তান। সকলের দেহেই একই পিতা মাতার শাণিত রক্ত ধারা প্রবাহিত। মানুষের প্রাথমিক যুগল ছিল এক ও অভিন্ন। বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ ভিন্ন ভিন্ন কোনো যুগলকে সৃষ্টি করা হয়নি।

সকল মানুষের মূলের দিক থেকে এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতি ও গোত্র বিভক্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব ও অর্থযশ মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছে। আর বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে অসংখ্য বংশ ও খান্দানের সৃষ্টি হওয়া এবং বংশগুলোর সমন্বয়ে বিভিন্ন গোত্র ও জাতি গড়ে উঠা তা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে

www.amarboi.org

বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার বিশেষত্ব সম্পন্ন ভৌগলিক পরিবেশে বসবাসকারী হবার কারণে বর্ণ, আকার, আকৃতি, ভাষা, উচ্চারণ ভংগী, থাকা-খাওয়া, চলাফেরা ইত্যাদির দিক দিয়ে বিভিন্ন হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ছিল না। আর একটা ভৌগলিক পরিবেশে বসবাসকারী লোকদের পরস্পর নিকটতর হওয়া এবং দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারীদের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব থাকাও ছিল অনিবার্য। কিন্তু এ স্বাভাবিক পার্থক্য ও বৈষম্য ভেদাভেদের দরুন তাদের মধ্যে উচু-নীচু, ভদ্র-অভদ্র, হীন ও মহান প্রভৃতি পার্থক্য সৃষ্টি করা কোনো-ক্রমেই স্বভাবসম্মত হতে পারে না। এক বংশের লোক অন্য বংশের লোকদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের দাবীদার হতে পারে না। এক বর্ণের লোকেরা অপর বর্ণের লোকদের অপেক্ষা উত্তম বা হীন ও নীচ হতে পারে কিসের ভিত্তিতে? একটা জাতি অপর একটা জাতির উপর নিজেদের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে ও মানবীয় অধিকারে এক গোষ্ঠীর লোক অন্য গোষ্ঠীর লোকদের তুলনায় অগ্রাধিকার পেতে পারে কোন যুক্তির ভিত্তিতে? আল্লাহ (সৃষ্টিকর্তা) যে মানব সমাজকে বিভিন্ন গোষ্ঠী, গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত করে রেখেছিল তা নিশ্চয়ই এজন্য নয়। তার মূলে পারস্পরিক পরিচিতি ও সহযোগিতা কার্যকর করাই ছিল একমাত্র লক্ষ। একটা বংশ, একটা গোত্র ও একটা জাতির লোকেরা পরস্পর মিলিত হয়ে একটা সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারতো এবং পরস্পরকে পৃষ্ঠপোষকতা সমৃদ্ধি দান করতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দেয়া প্রকৃতি যে জিনিসকে পারস্পরিক পরিচিতি লাভের মাধ্যম বানিয়েছেন তাকেই পারস্পরিক গৌরব, বিভেদ, বিসম্বাদ ও হিংসা-বিদ্বেষের ভিত্তি রূপ গ্রহণ করবে এবং পরে এর ভিত্তিতে মানুষ মানুষের উপর যুলুম ও শোষণ পীড়ণের নির্মম আচারণ অবলম্বন করবে, এটা কোনো মতেই স্বাভাবিক হতে পারে না। একটা বংশ, একটা গোত্র ও একটা জাতির লোকেরা পরস্পর মিলিত হয়ে সম্মিলিত সমাজ সংস্থা গড়ে তুলতে পারে এরূপ করার দরুন। এটা শয়তানী মূর্খতা ও বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কোনো মানুষ কোনো মানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও উত্তম হবার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ সকল মানুষ এক আদম ও হাওয়ার বংশ পরম্পরার সন্তান। জন্মের দিক দিয়ে সমস্ত মানুষ এক ও অভিন্ন। কেননা সকলের সৃষ্টিকর্তা এক ও অভিন্ন। তাদের সৃষ্টিবীজ ও সৃষ্টি নিয়ম সম্পূর্ণরূপে এক ও অভিন্ন। আর তাদের সকলেরই বংশ সম্পর্ক একই পিতা-মাতার সংস্থাপিত। এছাড়া কোনো ব্যক্তির বিশেষ কোনো জাতি বা গোত্রে জন্মগ্রহণ একটা অনিচ্ছাগত ঘটনা। তাতে সেই ব্যক্তির নিজের ইচ্ছা, নির্বাচন ও তার নিজের চেষ্টা-সাধনার একবিন্দু স্থান নেই। এ কারণে কোনো লোকের উপর কোনো

www.amarboi.org

লোকের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রধান্য স্বীকৃত হবার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি যে বংশেরই হোক, যে জাতিরই হোক, যে গোত্রেরই হোক, দেশ বা যে অঞ্চলেরই হোক না কেন তাদের সকলের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার কারণেই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। বিপরীত গুণ সম্পন্নরা কম মর্যাদার অধিকারী হবে। সে কৃষ্ণাংগ হোক, কি শ্বেতাংগ হোক, প্রাচ্যবাসী হোক কি পাশ্চাত্যবাসী।

মক্কা জয়ের পর কা'বা শরীফ তাওয়াফ শেষে রাসূল স. যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাহলো ঃ

"শোকর ও প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি তোমাদের থেকে জাহিলিয়াতের সব দোষ এবং কালের সব অহংকার গৌরব দূর করে দিয়েছেন। হে লোকেরা ! সমস্ত মানুষ মাত্র দুটো ভাগে বিভক্ত। একটা ভাগের লোক সৎকর্মশীল ও আল্লাহ ভীরু। আল্লাহর দৃষ্টিতে সে খুবই সম্মানার্হ। আর দ্বিতীয় ভাগের লোক পাপ প্রবণ ও দুষ্কৃতিকারী, হতভাগ্য। আল্লাহর নিকট অসম্মানার্হ, লাঞ্ছিত। আসল কথা হলো সমস্ত মানুষ আদমের সন্তান। আর আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকার উপাদান হতে।"–বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, তিরযিমী।

বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি কালে নবী করীম স. একটা ভাষণ দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন ঃ

"হে জনতা ! তোমরা ভালভাবে জেনে নাও, তোমাদের আল্লাহ একজন মাত্র। কোনো আরব ব্যক্তির কোনো অনারব ব্যক্তির উপর, কোনো অনারব ব্যক্তির কোনো আরব ব্যক্তির উপর এবং কোনো শ্বেতাংগের কোনো কৃষ্ণাংগের উপর ও কোনো কৃষ্ণাংগের কোনো শ্বেতাংগের উপর একবিন্দু শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য নেই। এ প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে কেবলমাত্র তাকওয়ার দিক দিয়ে–তাকওয়ার বিচারে। আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানার্হ হলো সেই লোক যে সর্বাপেক্ষা বেশী আল্লাহভীরু-আল্লাহনুগত। তোমরাই বল আমি কি তোমাদের নিকট পৌছিয়ে দিয়েছি ? লোকেরা বললো ঃ হ্যাঁ, হে রাসূল স.। তখন রাসূল স. বললেন, তাহলে এখানে যারা উপস্থিত আছেন তারা যেন সেই লোকদের নিকট এসব কথা পৌছে দেয় যারা এখানে উপস্থিত নেই।"–বায়হাকী

অপর এক হাদীসে নবী করীম স.-এর কথাটি উদ্ধৃত হয়েছে এ ভাষায় ঃ

"তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। আর আদম মৃত্তিকা উপাদান থেকে সৃষ্ট। লোকদের উচিত তাদের বাপ দাদার নামে গৌরব করা পরিহার

www.amarboi.org

করে ও তা থেকে বিরত থাকে। নতুবা তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে এক নিকৃষ্টতর পোকামাকড় থেকেও অধিক লাঞ্ছিত হবে।"–বায্যার

অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

"নিশ্চিয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের বংশ-সম্ভ্রম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না। আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক সম্মানার্হ হলো সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু, আল্লাহনুগত।"
–ইবনে জারীর

একথাটা অপর এক হাদীসে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আকার-আকৃতি ও ধন-মালের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। তিনি দেখবেন তোমাদের দিল ও আমল।"–মুসলিম, ইবনে মাজাহ

কুরআন ও হাদীস মতে সমাজে বর্ণ, বংশ, ভাষা, দেশ মাতৃকা ও জাতীয়তার কোনো পার্থক্য নেই। তাতে উচু নীচু ছুতমার্গ, বিভেদ পার্থক্য ও হিংসা বিদ্বেষের কোনো অস্তিত্ব নেই। সমাজবদ্ধ সকল মানুষ বংশ, জাতি, গোত্র, দেশ অঞ্চল নির্বিশেষে সম্পূর্ণ সমান অধিকার সম্পন্ন ও বাস্তবেও তারা সেই রূপ সমান অধিকার ও মর্যাদা লাভের অধিকারী। কেবলমাত্র দীন ইসলাম এমন এক ব্যবস্থা যা বিশাল বিস্তীর্ণ ভূপৃষ্ঠের সকল দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকা অসংখ্য বংশ গোত্র ও জাতিসমূহকে মিলিয়ে একটা মাত্র উম্মতে পরিণত বা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন ঃ

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ط يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○

"তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে। অতপর তিনি তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের দিয়েছেন আট প্রকার আনআম। তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোনোই ইলাহ নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলছো ?"–সূরা আয যুমার ঃ ৬

www.amarboi.org

উপরের আয়াতে সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় উল্লেখ আছে যেমন ঃ

১. প্রথমে আদম সৃষ্টি অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি এবং আদম থেকে মানুষের পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টি অব্যাহত।

২. আদম থেকে তার স্ত্রী হাওয়াকে পয়দা করা হয় এবং যুগলের মিলনে সৃষ্টি হতে লাগলো পূর্ববর্তী, পরবর্তী বংশধর অর্থাৎ ভবিষ্যত বংশধর।

৩. মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য দিয়েছে আট প্রকার আনআম অর্থাৎ গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু, তার মধ্যে উট, ভেড়া, দুম্বা, মহিষ, ছাগল, বকরী, গাভী জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তীতে তাদের থেকে শত সহস্র কোটি আনআম সৃষ্টি হচ্ছে।

৪. মানুষকে মাতৃগর্ভে ত্রিবিধ অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং করছেন। ত্রিবিধ অন্ধকার হলো পেটের ওয়াল, দ্বিতীয়টা হলো গর্ভাশয়ের ওয়াল, তৃতীয়টা হলো ভ্রূণকে আবৃত করে রাখা কোষ অর্থাৎ যে থলীর মধ্যে ভ্রূণ থাকে সেই থলীর আবরণ।

৫. যে কারিগর এ সৃষ্টি কৌশল করছেন, তিনিই আল্লাহ। যার কোনো অংশীদার নেই, সমস্ত বিশ্বের সার্বভৌমত্ব তাঁরই কেবল। তিনি যেভাবে সৃষ্টিকে স্থায়িত্ব দান করেছেন এবং করছেন তা মানুষের চিন্তা ও ভাবনার উর্ধে। মানুষ আজ দম্ভ করে, চাঁদে যায়, তা ভেবে দেখেছে কি তার সৃষ্টিকর্তা কে ? কোনো স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না যেমন স্বীকৃত, তেমনিই আল্লাহ যে সকল সৃষ্টির স্রষ্টা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ ○

"বল, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্রিত করবেন যাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"-সূরা জাসিয়া ঃ ২৬

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ○

"আকাশজগত ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করেছি কিন্তু কাফেররা ওদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।"-সূরা আহকাফ ঃ ৩

www.amarboi.org

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ص وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

"প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশজগতের প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক, জগতসমূহের প্রতিপালক। আকাশজগত ও পৃথিবীতে গৌরব ও গরিমা তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

–সূরা জাসিয়া ঃ ৩৬-৩৭

সুতরাং মানুষের মধ্যে কোনো বংশ গৌরব নেই কারণ সকল মানুষ সমান। হয় সে শ্বেতাংগ হোক, হয় সে কৃষ্ণাংগ হোক। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এক আদম হাওয়া থেকে অর্থাৎ এক নর ও নারী থেকে সুতরাং এর মধ্যে প্রভেদ চলে না। তবে আচার-ব্যবহার, কালচার ইত্যাদির কারণে কোনো দেশ বা জাতি আর এক জাতি থেকে উন্নত জ্ঞানের। তবে কোনো কারো বা কোনো জাতি কর্মফল অনুসারে তার ভাল মন্দের শাস্তি প্রাপ্য হবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ সৃষ্টির স্রষ্টা, কৌশলের কৌশল তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আর এর চিন্তা করা আহমকি ছাড়া কিছুই নয়। মূর্খরা তাই কেবল নিজেদেরকে জ্ঞানী মনে করেন, কিন্তু ভেবে দেখেন যে তাদের পাত্র আছে তলা ছিদ্র। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ط اِيْتُوْنِىْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

"বল, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি ? এরা পৃথিবী সৃষ্টি করেছে আমাকে (তা) দেখাও ; অথবা আকাশজগতে ওদেরকে কি কোনো অংশীদারিত্ব আছে কি ? পূর্ববর্তী কোনো কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোনো জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"-সূরা আহকাফ ঃ ৪

❐

www.amarboi.org

# সূত্রাবলী


১. তাফহীমুল কুরআন–সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, অনুবাদ–মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামিক পাবলিকেশন লিঃ ঢাকা।

২. আল কুরআনুল কারীম–ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

৩. তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন–সাইয়েদ কুতুব, অনুবাদ–হাফেয মুনির উদ্দীন আহমেদ।

৪. কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ, অধ্যাপক আবদুল হক ও ডাঃ সারওয়াত জাবীন, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

৫. সহীহ্ আল বুখারী–বোর্ড অব রির্সাসার, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

৬. মেশকাত শরীফ–অনুবাদক–এম আফলাতুন কায়সার

৭. জামে' আত তিরমিযী–অনুবাদক–মাওলানা আফলাতুন কায়সার।

৮. Scientifie Indications in the Holy Quran Written by Board of Resecrchrss Islamic Foundation Bangladesh.

৯. What is the Origin of Man, Dr. Maurce Bucaille.

১০. Bible, Quran and Science-Dr. Maurce Bucaille.

১১. Science in Medieval Islam-Howard R. Turner University of Texas Press Accstin.

১২. Is lamisation of Altitudes and practices in Science and Technology-Edited by H. A. K. Lodhi

১৩. Emery's Elements of Medival Genetics- Robert F Mueller, Ian D Young

১৪. Hutchimson Dictinary of Scientists (Helicen), Britain.


www.amarboi.org

## আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- **তাফহীমুল কুরআন**–(১-২০ খণ্ড)
  – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **কুরআন বুঝা সহজ**
  – অধ্যাপক গোলাম আযম
- **শব্দে শব্দে আল কুরআন**–(১-১৪ খণ্ড)
  – মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- **তাদাব্বুরে কুরআন**–(১-৯ খণ্ড)
  – মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
- **সহীহ আল বুখারী**–(১-৬ খণ্ড)
  – আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী র.
- **সুনান ইবনে মাজা**–(১-৪ খণ্ড)
  –আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা র.
- **শারহু মা'আনিল আছার** (তাহাবী শরীফ) – (১-৬ খণ্ড)
  – ইমাম আবু জাফর আহমদ আত তাহাবী র.
- **এহ্ইয়াউস সুনান**
  –ডঃ খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
- **দারিদ্র বিমোচনই নয় যাকাত অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি**
  – মুহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
- **বাংলাদেশ স্বাধীনতা ও ষড়যন্ত্র**
  – আনসার আলী
- **কুরআন-হাদীসের আলোকে সৃষ্টি ও আবিষ্কার**
  – প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক
- **প্রশ্নোত্তর**
  – অধ্যাপক গোলাম আযম
- **ইসলামী আন্দোলনের মেনিফেষ্টো**
  – মরিয়ম জামিলা
- **মহাগ্রন্থ আল কুরআনে শয়তান প্রসঙ্গ**
  – ইবনে সাঈজ উদ্দীন